নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন
পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প

পরামর্শকবৃন্দ

জাকির হোসেন
টিম লিডার

ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মাইন উদ্দিন আহমেদ
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার

মো: বদরুদ্দোজা আলম
প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ

এ.কে.এম. সাইফুল ইসলাম
পরিসংখ্যানবিদ

হাসান মোহাম্মাদ তিতু
ডেপুটি টিম লিডার ও সমন্বয়কারী

আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

আবদুল্লাহ আল মামুন
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ
পরিচালক (উপসচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

মোঃ হেলাল খান
মূল্যায়ন কর্মকর্তা
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮

অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড
ADHUNA BANGLADESH LIMITED
PROBLEM >>> PEOPLE >>> PROSPECT

স্পেস # ১২৯, হোল্ডিং # ৪, মোহাম্মদিয়া সুপার মার্কেট
মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭
adhunabangladeshltd@gmail.com

সূচিপত্র

সূচিপত্র i

সারণি তালিকা v

চিত্র তালিকা vi

মানচিত্র তালিকা vii

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ viii

Acronym x

Glossary xi

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা ১

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২

১.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি ২

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/ সংশোধন এর হ্রাস/ বৃদ্ধির হার) ৩

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ ৩

১.৬ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৪

১.৭ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ৭

১.৮ লগ ফ্রেম ১১

১.৯ প্রকল্পের **Exit Plan** ১২

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা ১৩

২.১ সমীক্ষার কার্যপরিধি (**ToR**) ১৩

২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা ১৪

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের গবেষণা পদ্ধতি ১৪

২.৩.১ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (**Content Analysis**) ১৭

২.৩.২ এলাকা নির্বাচন ১৭

২.৩.৩ মাঠ গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ১৮

২.৩.৪ সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা সমগ্রক নির্ধারণ ১৯

২.৩.৫ গুণগত তথ্য-উপাত্ত ২০

২.৩.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ২২

২.৩.৭ কাজের গুনগত মান পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত মালামালের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ২৩
২.৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ ২৩
২.৩.৯ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা ২৩
২.৩.১০ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ২৩
২.৩.১১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা ২৪
২.৪ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল ২৪
২.৫ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা ২৫
২.৫.১ সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ২৫
২.৫.২ গুণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ২৫
২.৬ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২৭
তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা ২৮
৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৮
৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২৮
৩.১.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ২৯
৩.১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ৩০
৩.১.৪ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, মূল ডিপিপি এবং সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনা ৩২
৩.১.৫ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ৩৩
৩.১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি ৩৩
৩.১.৭ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে ২০২২ পর্যন্ত) ৩৭
৩.২ পূর্ত কাজের গুণগতমান ও ডিজাইন এর পর্যালোচনা ৪০
৩.৩ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন ৪০
৩.৪ ভৌত কাজের গুনগত মান ৪১
৩.৫ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪৩
৩.৫.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৪৩
৩.৫.২ প্রকল্পের ক্রয় কার্য পর্যালোচনা ৪৪
৩.৬ ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণ ৬৪
৩.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা ৬৪
৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৬৫
৩.৮.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ৬৫
৩.৯ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ও জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি ৬৬
৩.১০ পরামর্শকগণের চলমান কাজ পরিদর্শন ও গুনগতমান যাচাইয়ের পদ্ধতি ৬৬
৩.১০.১ গুনগতমান যাচাই পদ্ধতি ৬৬
৩.১০.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজের তদারকি সংক্রান্ত তথ্যাদি ৬৭
৩.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ৬৭
৩.১২ অডিট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৭০
৩.১২.১ প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ'র দপ্তরের অডিট পর্যালোচনা ৭০

৩.১৩ মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কাজের ফলাফল পর্যালোচনা ৭২
৩.১৩.১ উত্তরদাতাগণের বয়স ৭২
৩.১৩.২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৭২
৩.১৩.৩ উত্তরদাতার পেশা ৭৩
৩.১৩.৪ প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা ৭৩
৩.১৩.৫ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধাসমূহ ৭৪
৩.১৩.৬ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধা নিরসনে পদক্ষেপসমূহ ৭৪
৩.১৩.৭ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরের অসুবিধাসমূহ ৭৫
৩.১৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পণ্য খালাসে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ ৭৫
৩.১৩.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কন্টেইনার টার্মিনালের সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ ৭৬
৩.১৩.১০ প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ৭৬
৩.১৩.১১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর বন্দর এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ৭৭
৩.১৩.১২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ ৭৭
৩.১৩.১৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের সম্ভাব্য উন্নয়নসমূহ ৭৮
৩.১৩.১৪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় সৃষ্ট সম্ভাব্য কর্মসংস্থানসমূহ ৭৮
৩.১৩.১৫ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় দরিদ্র মানুষের জীবনমানে সম্ভাব্য প্রভাব ৭৯
৩.১৪ গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ ৭৯
৩.১৪.১ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) ৭৯
৩.১৪.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার (In Depth Interview- IDI) ৮১
৩.১৪.৩ দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion- FGD) ৮২
৩.১৪.৪ স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ৮৩
৩.১৫ বন্দরের সক্ষমতা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৮৪
৩.১৫.১ আগত জাহাজ হ্যান্ডিলিং ৮৪
৩.১৫.২ বহির্গামী জাহাজ হ্যান্ডিলিং ৮৫
৩.১৫.৩ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ৮৬
৩.১৫.৪ সম্ভাব্য কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ৮৬
চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের SWOT পর্যালোচনা ৮৭
পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৮৯
৫.১ সমীক্ষা কাজের পর্যবেক্ষণ ৮৯
৫.২ ডিপিপি/ আরডিপিপি পর্যবেক্ষণ ৮৯
৫.৩ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ৮৯
৫.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ৯০
৫.৫ এডিপি/ আরডিপি'তে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়া ও প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ ৯০
৫.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ পর্যবেক্ষণ ৯১
৫.৭ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ৯১
৫.৮ পিএসসি ও পিআইসি সভা পর্যবেক্ষণ ৯২
৫.৯ পূর্ত কাজ এবং ক্রয়কৃত পণ্যের গুনগত মান পর্যবেক্ষণ ৯২

৫.১০ প্রকল্পে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯২
৫.১১ অডিট কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ৯৩
৫.১২ প্রকল্পের SWOT পর্যবেক্ষণ ৯৪
৫.১৩ এক্সিট প্লান ৯৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ৯৫
৬.১ সুপারিশ ৯৫
৬.২ উপসংহার ৯৬
তথ্যপুঞ্জি ৯৭
সংযোজন/ পরিশিষ্ট ৯৮
সংযুক্তি ১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কিছু স্থিরচিত্র ৯৯
সংযুক্তি ২: ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ১০১
সংযুক্তি ৩: টেস্ট রিপোর্টের পর্যলোচনা ১০৭
সংযুক্তি ৪: টেস্ট রিপোর্ট ১১০
সংযুক্তি ৫: জরিপের প্রশ্নমালা ১১৫
সংযুক্তি ৬: মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা ১১৮
সংযুক্তি ৭: নিবিড় সাক্ষাৎকারের (IDI) চেকলিস্ট ১২৩
সংযুক্তি ৮: ফোকাস গ্রুপ (FGD) আলোচনার গাইডলাইন ১২৪
সংযুক্তি ৯: ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র ১২৫
সংযুক্তি ১০: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র ১২৬
সংযুক্তি ১১: বছর ভিত্তিক আর্থিক সংস্থান, ভৌত অগ্রগতি, প্রকৃত বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১২৭
সংযুক্তি ১২: ভৌত/ সরবরাহ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন ১২৮
সংযুক্তি ১৩: ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট ১২৯
সংযুক্তি ১৪: দরপত্র পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট ১৩০
সংযুক্তি ১৫: অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট ১৩১
সংযুক্তি ১৬: ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট ১৩২
সংযুক্তি ১৭: অডিট আপত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ১৩৩
সংযুক্তি ১৮: পিএসসি, পিআইসি ও এডিপি সভা সংক্রান্ত তথ্য ১৩৪
সংযুক্তি ১৯: ভৌত কাজের গুনগত মান পরীক্ষা ১৩৫
সংযুক্তি ২০: প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন (জাহাজ বার্থিং এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং) ১৩৭

সারণি তালিকা

সারণি ১.১: প্রকল্প পরিচিতি ২
সারণি ১.২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা ৩
সারণি ১.৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ৪
সারণি ১.৪: প্রকল্পের সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা ৭
সারণি ১.৫: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ ফ্রেম ১১
সারণি ২.১: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎস ১৬
সারণি ২.২: সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা বিন্যাস ১৯
সারণি ২.৩: প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের ধরন অনুযায়ী উত্তরদাতা বিভাজন ১৯
সারণি ২.৪: মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ২১
সারণি ২.৫: নিবিড় সাক্ষাৎকারের উত্তরদাতার ধরন ২২
সারণি ২.৬: নমুনা সারসংক্ষেপ ২৪
সারণি ২.৭: গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণের ধাপ ২৬
সারণী ৩.১: অর্থবছর ভিত্তিক প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ২৮
সারণী ৩.২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (ডিপিপি অনুযায়ী) ২৯
সারণী ৩.৩: অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র ২৯
সারণি ৩.৪: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (কন্টেইনার জেটি) ৩১
সারণি ৩.৫: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (ডলফিন জেটি) ৩৩
সারণি ৩.৬: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, ওভার হেড পানির ট্যাংক এবং পাম্প হাউস) ৩৪
সারণি ৩.৭: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের আর্থিক অগ্রগতি ৩৫
সারণি ৩.৮: ভৌত কাজের গুনগত মান পরীক্ষা (Soil Sample, MS Rod ও Cement) ৩৮
সারণি ৩.৯: ভৌত কাজের গুনগত মান পরীক্ষা (রাস্তা) ৩৯
সারণি ৩.১০: পূর্ত ক্রয় কাজ সম্পর্কিত প্যাকেজসমূহ ৪৫
সারণি ৩.১১: সরবরাহ কাজের ক্রয় কার্য এবং অগ্রগতি ৪৯
সারণি ৩.১২: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র (পরামর্শ সেবা ও সরবরাহ) ৫১
সারণি ৩.১৩: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র (পূর্ত কাজ) ৫৪
সারণি ৩.১৪: ভৌত কাজের অগ্রগতি ৫৭
সারণি ৩.১৫: ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণ ৬০
সারণি ৩.১৬: দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক (চবক) ৬১
সারণি ৩.১৭: দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক (৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) ৬১
সারণি ৩.১৮: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদ ৬২
সারণি ৩.১৯: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জনবলের তালিকা ৪৯
সারণি: ৩.২০: প্রকল্পের অডিট পর্যালোচনা (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ) ৬৭
সারণি: ৩.২১: প্রকল্পের অডিট পর্যালোচনা (প্রকল্প বাস্তবায়কারী কর্তৃপক্ষ) ৬৮

চিত্র তালিকা

চিত্র ২.১: গবেষণা পদ্ধতির কাঠামো ১৪
চিত্র ২.২: গবেষণা পদ্ধতি ১৫
চিত্র ২.৩: উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া ২০
চিত্র ২.৪: উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল ২৪
চিত্র ২.৫: কর্ম পরিকল্পনার প্রবাহ চিত্র ২৭
চিত্র ৩.১: প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ৩০
চিত্র ৩.২: জেটি নির্মানে পাইল ড্রাইভ এবং পাইল কাটিং ৩২
চিত্র ৩.৩: জেটি নির্মাণ ৩২
চিত্র ৩.৪: ডলফিন জেটির বর্তমান অবস্থা ৩৩
চিত্র ৩.৫: ডলফিন জেটি নির্মাণ পর্যায়ে ৩৪
চিত্র ৩.৬: কাস্টমস অফিস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থানান্তর ও পুন:নির্মাণ ৩৭
চিত্র ৩.৭: কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ ৩৮
চিত্র ৩.৮: পিসিটি'র চলমান এবং সমাপ্ত কাজের অংশবিশেষ ৬০
চিত্র ৩.৯: উত্তরদাতার বয়স ৭০
চিত্র ৩.১০: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৭০
চিত্র ৩.১১: উত্তরদাতার পেশা ৭১
চিত্র ৩.১২: প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা ৭১
চিত্র ৩.১৩: প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধাসমূহ ৭২
চিত্র ৩.১৪: জনগণের অসুবিধা নিরসনে পদক্ষেপসমূহ ৭২
চিত্র ৩.১৫: প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরের অসুবিধাসমূহ ৭৩
চিত্র ৩.১৬: প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পণ্য খালাসে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ ৭৩
চিত্র ৩.১৭: টার্মিনালের সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ ৭৪
চিত্র ৩.১৮: প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ৭৪
চিত্র ৩.১৯: প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ৭৫
চিত্র ৩.২০: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ ৭৫
চিত্র ৩.২১: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের সম্ভাব্য উন্নয়নসমূহ ৭৬
চিত্র ৩.২২: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় সৃষ্ট সম্ভাব্য কর্মসংস্থান ৭৬
চিত্র ৩.২৩: দরিদ্র মানুষের জীবনমানে সম্ভাব্য প্রভাব ৭৭
চিত্র ৩.২৪: মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৭৯
চিত্র ৩.২৫: নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৮০
চিত্র ৩.২৬: দলগত আলোচনা ৮১
চিত্র ৩.২৭: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ৮২
চিত্র ৩.২৮: আগত জাহাজ হ্যান্ডিলিং ৮৩
চিত্র ৩.২৯: বহির্গামি জাহাজ হ্যান্ডিলিং ৮৩
চিত্র ৩.৩০ সর্বমোট কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (টিইইউএস) ৮৪
চিত্র ৩.৩১: সম্ভাব্য কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (টিইইউএস) ৮৪

মানচিত্র তালিকা

মানচিত্র ১: সমীক্ষা এলাকা ১৮

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে মোট আমদানি-রপ্তানি কাজের ৮৫ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি ১২ হতে ১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে Berth Occupancy Rate (BOR) ৭৫.৮১% দাড়িয়েছে যা UNCTAD এর গাইড লাইন (BOR ৬০%) অতিক্রম করায় নতুন জেটি/ বার্থ নির্মাণ করা প্রয়োজন। অপরদিকে চবক-এর জিসিবি এলাকার ১ থেকে ৬ নং জেটি/ বার্থ ১৯৭০ এর দশকে এবং ৭ থেকে ১২ নং জেটি/ বার্থ ১৯৫০ এর দশকে নির্মিত। জেটি/ বার্থসমূহের কাঠামোগত অবস্থা এতটাই নাজুক যে, বিআরটিসি, বুয়েটের বিশেষজ্ঞগণ পুরাতন জেটিসমূহ ভেঙ্গে তদস্থলে নতুন জেটি নির্মাণের জোর তাগিদ প্রদান করেন। সেজন্য পশ্চাৎ সুবিধাদি ভেঙ্গে তদস্থলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কর্ণফুলি কন্টেইনার টার্মিনাল (কেসিটি) নির্মাণ কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নতুন কন্টেইনার ইয়ার্ড ও জেটি নির্মাণ ব্যতিরেকে কেসিটি নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হলে চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে। এমতাবস্থায় চবক-এর ক্রমাগত আমদানি-রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মোকাবিলা করা এবং প্রস্তাবিত কেসিটি নির্মাণ কাজ চলাকলিন সময়ে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিরসনের নিমিত্তে চিটাগং ড্রাই ডক লি: হতে চিটাগাং বোট ক্লাবের মধ্যবর্তি জায়গায় ৩টি জেটিসহ ২৭.০০ একর জায়গায় জুলাই ২০১৭ থেকে পশ্চাৎ সুবিধাসহ "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ''পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১ নং ওয়ার্ডে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জেটিতে অধিক সংখ্যক জাহাজ বার্থিং দেয়া এবং ইয়ার্ডের কটেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে জেটিতে একসাথে ৩টি জাহাজের বার্থিং সুবিধা সৃষ্টি হবে এবং কন্টেইনার হ্যান্ডেলিংয়ের পরিমাণ বছরে ৪.৫০ লক্ষ TEUS বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ মধ্যে বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সময়কাল ০১ জুলাই, ২০১৭ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ১৮৬৮২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত ডিপিপিতে ৬৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় হ্রাস করে ১২২৯৫৮.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

প্রতি বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও (২০২১-২২) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ভুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের "নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম" এবং সমাপ্ত প্রকল্পের "প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা" পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি'র সেক্টর-৮ এর মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ররামর্শক প্রতিষ্ঠান অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি চারটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়, ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজসমূহ পর্যালোচনা ২) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ৩) প্রকল্পের প্রতিবেদন, দস্তাবেজ এবং মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই করা এবং ৪) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। সমীক্ষা এলাকা হিসাবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল এবং তার আশেপাশের ২ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রভাব এলাকা যার আওতাভুক্ত জনগণ প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী এবং ২ কিলোমিটার বাহিরে কন্ট্রোল এলাকা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। সংখ্যাগত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৬৩০ জন সুবিধাভোগীর তথ্য সংগ্রহ করা হয় যার মধ্যে ১৯০ জন কন্ট্রোল এলাকার। গুনগত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনটি দলগত আলোচনা (FGD), দশটি মূল উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার (KII) এবং ১০টি নিবিড় সাক্ষাৎকার (IDI) গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা, প্রকল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি অডিট কার্যক্রমও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পণ্য ক্রয়ের সকল কাজ, পূর্ত কাজের তিনটি প্যাকেজ ও সেবা ক্রয়ের ১টি প্যাকেজ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অপরদিকে মূল পূর্ত কাজ এবং সেবা ক্রয়ের ১টি কাজ ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগ্রেড কর্তৃক অর্পিত ক্রয় কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায়

বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের পূর্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগ্রেড কর্তৃক বাস্তবায়িত ২৬টি প্যাকেজের মধ্যে ১০০% কাজ শেষ হয়েছে ৬টি প্যাকেজের। ৯২% থেকে ৯৯% কাজ হয়েছে ১০টি প্যাকেজের। ৬৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩টি প্যাকেজের, ৩২% কাজ শেষ হয়েছে প্যাকেজের একটি প্যাকেজের এবং ২৫% কাজ শেষ হয়েছে ৩টি প্যাকেজের। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৬৫% বা তার কম কাজ বাকি আছে এমন পূর্ত কাজসমূহের বাস্তবায়ন ৩০ জুন ২০২২-এর মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগ্রেডের একটি প্যাকেজের কাজের জন্য টেন্ডার এখনও আহবান করা হয়নি। অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত পূর্ত কাজের ৩টি প্যাকেজের একটি কাজও শুরু হয়নি। আরডিপিপি অনুযায়ী সকল প্যাকেজের কাজ ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার উল্লেখ রয়েছে। পণ্য ক্রয়ের কাজের ১২টি প্যাকেজের মধ্যে ৮টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হলেও ৪টি কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধিন আছে। সেবা ক্রয় কাজের ২টি কাজের মধ্যে ১টি কাজ সমাপ্ত হলেও অপর কাজটি চলমান রয়েছে। মে ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ৯০% ভৌত অগ্রগতির বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৭০%। প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অগ্রিম হিসাবে ১৬৩,১৩.৪১ লক্ষ টাকা প্রদান করায় ২০২০-২০২১ অর্থবছর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত টাকার বিপরীতে অডিট আপত্তি প্রদান করে যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যেমন, প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত হলেও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রায় ৮ মাস পরে অর্থাৎ ফেব্রয়ারী ২০১৮ এর শেষ সপ্তাহে সেনাবাহিনীকে কাজের সাইট হস্তান্তর করা হয়। এরপর বৈশ্বিক অতিমারি নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, বিমান বাহিনীর শাহীন গলফ মাঠের সাথে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) প্রকল্পের সীমানা নির্ধারণ, প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনা অন্যত্র স্থানান্তর সংক্রান্ত জটিলতা ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করা গেলেও বর্তমানে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সমাপ্ত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর ১৩.১৯% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল চালু হলে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৩৬%-এ দাড়াবে বলে আশা করা যায়। এই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য পিসিটি চালুর সাথে সাথে বন্দরের পুরাতন জেটিসমূহ সংস্কারের পাশাপাশি অধিক ড্রাফ্টের জাহাজের জন্য ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করা। নব নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা টেকসই রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করার নিমিত্তে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। সেই সাথে বিদেশী অপারেটর কর্তৃক পিসিটি পরিচালিত হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। প্রকল্পে যেসকল অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তা যথাসময়ে নিষ্পত্তি। পরিশেষে বলা যায় উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

Acronym

ADB	:	Asian Development Bank
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
BCR	:	Benefit-Cost Ratio
BoQ	:	Bill of Quantity
BOR	:	Berth Occupancy Rate
CCT	:	Chittagong Container Terminal
CFS	:	Container Freight Station
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPM	:	Direct Procurement Method
DPP	:	Development Project Proposal
ERR	:	Economic Rate of Return
FGD	:	Focus Group Discussion
GCB	:	General Cargo Berths
GoB	:	Government of Bangladesh
G to G	:	Government to Government
IA	:	Important Assumptions
ICT	:	Information and Communications Technology
IDI	:	In-depth Interview
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KCT	:	Karnaphuli Container Terminal
KII	:	Key Informant Interview
NCT	:	New Mooring Container Terminal
MoV	:	Means of Verification
NGO	:	Non-Governmental Organization
OTM	:	Open Tender Method
OVI	:	Objectively Verifiable Indicators
PCT	:	Patenga Container Terminal
PD	:	Project Director
PIU	:	Project Implementation Unit
PPR	:	Public Procurement Rules
QCBS	:	Quality and Cost Based Selection
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SMP	:	Strategic Master Plan
SPSS	:	Statistical Package for Social Sciences
TEUS	:	Twenty-foot Equivalent Unit
TOC	:	Tender Opening Committee
ToR	:	Terms of Reference
UNCTAD	:	United Nations Conference on Trade and Development
কি:মি:	:	কিলোমিটার
ব:মি:	:	বর্গ মিটার
চবক	:	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
চসিক	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
পিসিটি	:	পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল

Glossary

হোয়ার্ফ: হোয়ার্ফ হল একটি কাঠামো যা নৌ চলাচলের উপযোগী জলের তীরে বা একটি কোণে তৈরি করা হয় যাতে জাহাজ থেকে পণ্য উঠা-নামা করার জন্য নোঙ্গর করা যেতে পারে।

জেটি: সাধারণভাবে জেটি একটি দীর্ঘ, সরু কাঠামো যা একটি উপকূলরেখাকে স্রোত এবং জোয়ার থেকে রক্ষা করে। তবে বন্দরে ভূমি থেকে পানিতে নির্মাণ করা হয় যা ব্রেক ওয়াটার এবং ওয়াকওয়ে হিসাবে কাজ করতে পারে।

ডলফিন জেটি: মানুষের তৈরি বার্থিং বা মুরিং অবকাঠামো যা জলস্তরের উপরে প্রসারিত এবং উপকূল বা অন্য কোনও কাঠামো যেমন কী ওয়াল বা জেটির সাথে সংযুক্ত নয়। তরল পণ্য বিশেষত তেল খালাসে এটি ব্যবহৃত হয়।

সিএফএস শেড: সাধারণত একটি বড় গুদাম, যেখানে বিভিন্ন রপ্তানিকারক বা আমদানিকারকদের কার্গো রপ্তানি বা আমদানি করার আগে একত্রিত বা অসংহত করা হয়।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশে মোট আমদানি-রপ্তানি কাজের ৮৫ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) এর আমদানি-রপ্তানি ১২ হতে ১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে চবক এর জিসিবি, সিসিটি ও এনসিটি এলাকায় জাহাজ বার্থিং এর নিমিত্তে ১৯টি জেটি/ বার্থ (মোট দৈর্ঘ্য ৩.৬৩ কিমি) এবং কন্টেইনার সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রায় ৮,৫০,০০০ (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) বর্গমিটার কন্টেইনার ইয়ার্ড আছে, যা দিয়ে অদ্যাবধি আমদানি-রপ্তানি পণ্য/ কন্টেইনার উঠা-নামা ও সংরক্ষণ করার কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে Berth Occupancy Rate ৭৫.৮১%। UNCTAD এর গাইড লাইন অনুসারে Berth Occupancy Rate ৬০% এর অধিক হলে নতুন জেটি/ বার্থ নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেহেতু, Berth Occupancy Rate ইতোমধ্যে UNCTAD এর গাইড লাইন অতিক্রম করেছে, সেহেতু কালবিলম্ব না করে আমদানি-রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মোকাবিলা করার জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রতি বছর কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হারে নতুন জেটি ও কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বন্দরের Strategic Master Plan অনুসারে ২০২১ সাল নাগাদ প্রতি বছর ৩২৮৯টি জাহাজ বার্থিং দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩৬৩০ মিটার জেটি বিদ্যমান আছে।

তাছাড়া, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) এর জিসিবি এলাকার ১ থেকে ৬নং জেটি/ বার্থ ১৯৭০ এর দশকে এবং ৭ থেকে ১২ নং জেটি/ বার্থ ১৯৫০ এর দশকে নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত জেটি/ বার্থসমূহের অবস্থা এতটাই নাজুক যে, বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা এর বিশেষজ্ঞগণ সরেজমিনে পরিদর্শন করে পুরাতন জেটিসমূহ ভেঙ্গে তদস্থলে নতুন জেটি নির্মাণের জন্য জোর তাগাদা দিয়েছেন। সে লক্ষ্যে, জিসিবি এলাকার পুরাতন/ ভগ্নপ্রায় জেটিসহ পশ্চাৎ সুবিধাদি ভেঙ্গে তদস্থলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কর্নফুলি কন্টেইনার টার্মিনাল (কেসিটি) নির্মাণ কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন কন্টেইনার ইয়ার্ড ও জেটি নির্মাণ ব্যতিরেকে কেসিটি নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হলে চবক এর আমদানি-রপ্তানি কাজের গতিশীলতা হ্রাস পাবে বা বাধাগ্রস্থ হবে। এমতাবস্থায়, চবক-এর ক্রমাগত আমদানি-রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মোকাবেলা করা এবং প্রস্তাবিত কেসিটি নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময় সম্ভাব্য উদ্ভুত পরিস্থিতি নিরসনের নিমিত্তে চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ হতে চিটাগাং বোট ক্লাব এর মধ্যবর্তি জায়গায় ৩টি (প্রতি ২০০.০০ মিটার) জেটিসহ ২৭.০০ একর জায়গায় পশ্চাৎসুবিধাদি নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রস্তাবিত পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল হতে ২.৭০ কিমি দূরে রুবি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী সংলগ্ন এলাকায় চবক এর ১০.০০ একর জায়গার উপর নব-নির্মিত কন্টেইনার ইয়ার্ডকে বর্তমান সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি রেল লাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত করে ব্যাক-আপ ইয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করা খুবই সুবিধাজনক হবে (জিওবি, ২০১৭)। এখানে উল্লেখ্য যে, ফলপ্রসু হবে না বিধায় রেল সংযোগ সংশ্লিষ্ট আইটেমসমুহ আরডিপিপি-তে বাদ দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সারণি ১.১: প্রকল্প পরিচিতি

০১.	**প্রকল্পের নাম**	:	পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প		
০২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ**	:	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়		
০৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ		
০৪.	**প্রকল্প এলাকা**	:	**বিভাগ**	**জেলা**	**সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ উপজেলা**
			চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সূত্র: চবক, ২০২১

১.২ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যঃ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পণ্য/ কন্টেইনার হ্যান্ডেলিংয়ের পরিমাণ প্রায় ১২% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বন্দরের যে পরিমাণ জেটি ও ইয়ার্ড রয়েছে, তা দিয়ে কোনমতে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই প্রবৃদ্ধি মোকাবেলা করা যাবে বিধায় নতুন জেটি ও ইয়ার্ড নির্মাণ করা অতীব জরুরী। সুতরাং, জেটিতে অধিক সংখ্যক জাহাজ বার্থিং দেয়া এবং ইয়ার্ডের কটেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে উহার জেটিতে একসাথে ৩টি জাহাজের বার্থিং সুবিধা তৈরী হবে এবং কন্টেইনার হ্যান্ডেলিংয়ের পরিমাণ ৪.৫০ লক্ষ টিইইউস বৃদ্ধি পাবে।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ১৩ জুন ২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুরুপভাবে ০৫ অক্টোবর, ২০২১ ইং প্রকল্পের ডিপিপি এর ১ম সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি সংশোধনের ফলে ডিপিপি মূল্য (১৮৬৮.২৮ - ১২২৯.৫৮)= ৬৩৮.৭০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২.৫ বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল			**প্রকল্প শুরুর তারিখ**	**প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ**
ক)	মূল		০১ জুলাই, ২০১৭	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
খ)	সংশোধিত		০১ জুলাই, ২০১৭	৩০ জুন ২০২২
ঘ)	সময় বৃদ্ধি (% মূল অনুমোদিত সময়ের তুলনায়)		৩০ মাস (১০০% সময় বৃদ্ধি)	

সূত্র: চবক, ২০২১

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/ সংশোধন এর হ্রাস/ বৃদ্ধির হার)

সারণি ১.২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের অর্থায়ন			মূল ব্যয়	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত অর্জন (মে ২০২২)
ক)	**মোট**		১৮৬৮২৮.০০	১২২৯৫৮.০০	১০৭৬৯৯.০০
খ)	জিওবি		--	--	
গ)	নিজস্ব অর্থ		১৮৬৮২৮.০০	১২২৯৫৮.০০	
ঘ)	অন্যান্য		--	--	
ঙ)	হ্রাস/ বৃদ্ধির পরিমান		--	(-) ৬৩৮৭০.০০	
চ)	হ্রাস/ বৃদ্ধির হার		--	(-) ৩৪.১৯%	

সূত্র: চবক, ২০২১

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ ও তার পরিমান নিম্নরূপ:

১.	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	১ কিমি
২.	রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	৫০২০ বমি
৩.	ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ	১৬৭৭৫০ ঘমি
৪.	১০নং খালের জন্য বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ	২৭০ মি
৫.	আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	৮১০০০ বমি
৬.	হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ- ৩টি বার্থ	৬০০ মি*৪৩মি
৭.	আরসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৭৮৪ মি
৮.	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ	৪২০ মি
৯.	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ	২১২৮ বমি
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানির ট্যাংক নির্মাণ	২টি
১১.	ডলফিন জেটি নির্মাণ	২২০ মি
১২.	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ	৫৫৮০ বমি
১৩.	ফাস্ট স্পিড বোট ক্রয়	২টি

১.৬ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

সারণি ১. ৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২১		২০২১-২০২২ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন (মে ২০২২)	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
ক	**রাজস্ব উপাদান**							
	সম্মানী	৪.০০	০.৪৮	০.০০ %	৩.৫২	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	স্টেশনারী সামগ্রী	৩.০০	০.`০০	০.০০%	৩.০০	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	পরামর্শ সেবা: ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন, ডকুমেন্টেশন এবং টপ সুপারভিশন সেবা (৩০ মাস)	১৭৩৭.০০	১৩০০.০০	০.০০%	৪৩৭.০০	০.০০%	৪৩৭.০০	০.০০০%
৫	কম্পিউটার সামগ্রী	১.০০	০.০০	০.০০%	১.০০	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	অন্যান্য ব্যয়	৬.৭৫	০.০০	০.০০%	৬.৭৫	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	আসবাব পত্র	৩.০০	১.৯৮	০.০০%	১.০২	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	অফিস সামগ্রী	১.০০	০.০০	০.০০%	১.০০	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১.০০	০.০০	০.০০%	১.০০	০.০০%	০.০০	০.০০০%
	উপ-মোট- ক, টাকা=	১৭৫৬.৭৫	১৩০২.৪৬	০.০০%	৪৫৪.২৯	০.০০%	৪৩৭.০০	০.০০০%
খ	**মূলধনি কাজঃ**							
খ.১	**ক্রয় কাজঃ**							
	কম্পিউটার-২টি ডেস্কটপ ও লেপটপ (সিপিইউ, মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি সহ)	৩.৫	৩.৪৫	০.০০২৯%	০.০৫	০.০০%	০.০০০০	০.০০০০%
	ফটোকপি মেশিন	২.০	১.৯৯	০.০০১৭%	০.০১	০.০০%	০.০০০০	০.০০০০%
	জিপ-অনুর্ধ ২৭০০ সিসি (অর্থ বিভাগের নির্ধারিত মূল্য)	৯৫.০	৯০.৬৮	.০৭৫৯%	৪.৩২	০.০০৩৭%	০.০০০০	০.০০০০%
	মোটর সাইকেল-১২৫ সিসি (অর্থ বিভাগের নির্ধারিত মূল্য)	৫.০	৪.৮২	০.০০৪০%	০.১৮	০.০০০২%	০.০০০০	০.০০০০%
	উপ-মোট-খ.১ টাকা=	১০৫.৫	১০০.৯৪	৮.৪৫%	৪.৫৬	০.৩৯	০.০০০০	০.০০০০%
খ.২	**নির্মাণ কাজঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়**							
	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (১কি:মি:)	৩৪৯০.০০	৩৪০০.০০	২.৮০%	৬০৩.০০	০.১২৩%	৪০০.০০	০.১২৩%
	রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	১০৫০.০০	১০২০.০০	০.৮২%	৫০.০০	০.০৫৯%	০.০০	০.০৫৯%
	কাস্টমস অফিসের অংশ বিশেষ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	৯৫০.০০	৯৩০.০০	০.৭৬০০%	৭৯৩.০০	০.০৩৬%	৭২৫.০০	০.০৩৬%
	বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমনঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি লাইন স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (১.২০ কিমি)	৬০০.০০	৫২৫.০০	০.৪০০০%	৭৫.০০	০.১০২%	০.০০	০.১০২%
	ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ (১৬৭৭৫০ ঘমি)	১১৭০০.০০	১১৫০০.০০	৯.৫০০০%	৫০০.০০	০.২৯৮%	০.০০	০.২৯৮%

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২১		২০২১-২০২২ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন (মে ২০২২)	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
	সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম	১০০০.০০	০.০০	০.০১০০%	১০০০.০০	০.৮২৭%	০.০০	০.২০০%
	১০নং খালের জন্য বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ (২৭০মি)	১২১০.০০	১১৭০.০০	০.৯৪৮৫%	৫০.০০	০.০৫৬%	০.০০	০.০৫৬%
	ফায়ার অফিস, ফায়ার এক্সটিংগুইসার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	৩০৫.০০	৩০২.৬০	০.০০২৪%	১৫.০০	০.২৬২%	০.০০	০.২৬২%
	লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট	৫০০.০০	৪৫০.০০	০.২৫০০%	৫০.০০	০.১৬৯%	০.০০	০.১৬৯%
	আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	১০৮০০.০০	১০৬৭৫.০০	০.২০০০%	৬০০.০০	৮.৮৪৪%	১৫০.০০	২.৯০০%
	ইয়ার্ড ইলেকট্রিফিকেশন কাজ	১৮৫০.০০	০.০০০০	০.০৬০০%	১৮৫০.০০	১.৪৮৯%	০.০০	০.৪৬৯%
	হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ (৬০০মি*৪৩মি)-৩টি বার্থ	৪৪৫০০.০০	৪০২০০.০০	৩১.৭০০%	১৭৪১০.০০	৫.৫৬৬%	১৫৬০০.০০	৪.২০০%
	ডলফিন জেটি নির্মাণ (২২০মি)	৩৫০০.০০	৩৪০০.০০	১.৮০০০%	১৪০০.০০	১.১৩১%	১২৫০.০০	১.১৩১%
	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ (২১২৮ বমি)	৯০০.০০	৮৮০.০০	০.৭০০০%	৫০.০০	০.০৫৪%	০.০০	০.০৫৪%
	ওভারহেড পানির ট্যাংক ও পাম্প স্টেশন নির্মাণ	৫২০.০০	৫০০.০০	০.২০০০%	৭০.০০	০.২৩৫%	০.০০	০.২৩৫%
	ভূ-গর্ভস্থ পানির ট্যাংক নির্মাণ	৯৮০০০	৯৫০.০০	০.৫০০০%	১৩০.০০	০.৩২১%	০.০০	০.৩২১%
	গেইট ও গেইট কমপ্লেক্স নির্মাণ	৫৫০.০০	৫০০.০০	০.৩০০০%	১২০.০০	০.১৬১%	০.০০	০.১৬১%
	নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ	৭০.০০	৬০.০০	০.০৫০০%	২০.০০	০.০০৯%	০.০০	০.০০৯%
	সীমানা দেয়াল নির্মাণ (১৭৫০ মি দীর্ঘ)	১৩৬৫.০০	১৩২০.০০	১.০০০০%	৬৫.০০	০.১৪৩%	০.০০	০.১৪৩%
	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডি. সেন্টার নির্মাণ (৫৫৮০বমি)	২২০০.০০	২১৫০.০০	১.৪০০০%	১০০.০০	০.৪৪২%	০.০০	০.৪৪২%
	যান্ত্রিক ও মেরামত কারখানা নির্মাণ (১২০০ বমি)	১০০০.০০	৯০০.০০	০.৫০০০%	৬৮৫.০০	০.৩৩৭%	৬০০.০০	০.৩৩৭%
	ফুয়েল স্টেশন নির্মাণ (৫৮বমি)	৬৫.০০	৬০.০০	০.০৫০০%	১৫.০০	০.০০৪%	০.০০	০.০০৪%
	ড্রাইভার/ লেবার শেড, কেন্টিন ও টয়লেট নির্মাণ (২৫০বমি)	৩২৫.০০	৩০০.০০	০.২০০০%	২২৫.০০	০.০৭২%	২০০.০০	০.০৭২%
	মসজিদ নির্মাণ	১৬০.০০	১৫০.০০	০.১০০০%	৮০.০০	০.০৩৪%	০.০০	০.০৩৪%
	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ (৪২০ মি)	৭০০০.০০	৬৯০০.০০	৫.৫০০০%	৩০০.০০	০.৩৬২%	০.০০	০.৩৬২%
	সংকেত টাওয়ার নির্মাণ	৫০.০০	০.০০০০	০.০০০০%	৫০.০০	০.০৪২%	০.০০	০.০৪২%
	১২ মি. ড্রাফট এর জন্য জেটি এলাকায় ড্রেজিং করা	৫০০.০০	৪৫০.০০	০.০০০০%	৫০০.০০	০.৪১৯%	৪৫০.০০	০.৪০০%
	সার্ফেস ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ	১৩৫০.০০	১২০০.০০	০.২০০০%	৭৯১.৪০	০.৯৩১%	৭০০.০০	০.৪০০%
	আরসিসি স্টিল সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৭৭৬০.০০	৭৬২০.০০	৬.০০০০%	১৪৬০.০০	০.৪৯৯%	১১০০.০০	০.৪৯৯%

ক্রমিক নং	অঙ্গের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্জন জুন ২০২১		২০২১-২০২২ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন (মে ২০২২)	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ	৮০০.০০	৭৫০.০০	০.২০০০%	০.০০	০.৪৭০%	০.০০	০.৪৭০%
	জেটির নিচ থেকে কাদা মাটি ও পাথর অপসারণ ও শোর পাইল ড্রাইভের জন্য ড্রেজিং সম্পাদন	৬০০.০০	৫৫০.০০	০.২০০০৫	০.০০	০.৩০২%	০.০০	০.৩০২%
	প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপর‍্যাপ সারফেস নির্মাণ	১৫০০.০০	১৪০০.০০	০.০০০০%	০.০০	১.২৫৬%	০.০০	১.২৫৬%
	মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	১৩০০.০০	১২৫০.০০	১.০০০%	০.০০	০.০৮৯%	০.০০	০.০৮৯%
	বিমান বাহিনী ও পিসিটির মধ্যে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১১০০.০০	১০৫০.০০	০.৮৮০০%	০.০০	০.০৪১%	০.০০	০.০৪১%
	১১ নং খালের বক্স কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ	১৫০.০০	১৪০.০০	০.১২০০%	০.০০	০.০০৬%	০.০০	০.০০৬%
	বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ড্রেন নির্মাণ কাজ	১০০.০০	৯০.০০	০.০৭৫০%	০.০০	০.০০৯%	০.০০	০.০০৯%
	আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত টার্মিনাল নির্মাণ জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বিদেশী পোর্ট পরিদর্শন	১০০.০০	১০০.০০	০.০৮০০%	০.০০	০.০০৪%	০.০০	০.০০৪%
	সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১৩৫০.০০	১২০০.০০	১.০০০০%	১৫০.০০	০.১৩১%	০.০০	০.১০৪%
	উপ-মোট- খ ২. টাকা=	১১৩২৫০.০০	১০৪০৪২.৬০	৬৯.৫১%	২৯২০৭.৪০	২৫.৩৩৫%	২১১৭৫.০০	১৭.৮০০%
খ.৩	**টার্মিনাল পরিচালনার কাজে ব্যবহার্য**							
	ফায়ার ভেহিকল-৩টি (২টি ফাঃ ট্রাক ও ১টি ফাঃ কার)	১২০০.০০	০.০০০০	০.০০০০%	১২০০.০০	১.০০৫%	০.০০	০.১০০%
	নিরাপত্তা পেট্রোল কার/ পিকআপ ক্রয়	১৬৫.০০	০.০০০০	০.০০০০%	১৬৫.০০	০.১৩৮%	০.০০	০.১০০%
	এম্বুলেন্স ক্রয়	৪০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০%	৪০.০০	০.০৩৩%	০.০০	০.০০০%
	পাইলট বোট ক্রয়	৪০০০.০০	০.০০০০	১.৩৭০০%	৪০০০.০০	১.৯৮০%	০.০০	০.০০০%
	ফাস্ট স্পিড বোট ক্রয়	৬৫০.০০	৬৪১.০০	১.৯১০০%	৯.০০	০.০০৪%	০.০০	০.৫০০%
	উপ-মোট- খ.৩ টাকা=	৬০৫৫.০০	৬৪১.০০	১.৯১০০%	৫৪১৪.০০	৩.১৬১%	০.০০	০.৭০০%
	মোট-খ=(খ.১+খ.২+খ.৩), টাকা=	১১৯৪১০.৫০	১০৪৭৮৪.৫৪	৭১.৫০০০%	৩৪৬২৫.৯৬	২৮.৫০০%	২১১৭৫.০০	১৮.৫০০%
	সিডি ভ্যাট (যন্ত্রপাতি @ ৫%+জলযান @৩৭%)=	১৭৯০.৭৫	০.০০০০	০.০০০০%	১৭৯০.৭৫	০.০০০%	০.০০	০.০০০%
	প্রকল্পের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় (ক+খ+ভ্যাট+কন্টিজেন্সি), টাকা=	১২২৯৫৮.০০	১০৬০৮৭.০০	০.০০০০%	৩৬৮৭১.০০	০.০০০%	২১৬১২.০০	০.০০০%

সূত্র: চবক, জুন ২০২১

১.৭ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা

সারণি ১.৪: প্রকল্পের সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
সংস্থা	: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট :	১২২৯৫৮.০০
জিওবি :	০.০০
নিজস্ব অর্থ:	১২২৯৫৮.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক-যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জি-১	কম্পিউটার-২টি ডেস্কটপ ও ১টি ল্যাপটপ (সিপিইউ, মনিটর, প্রিন্টার, স্ক্যানার ইত্যাদি সহ)	সেট	৩	আরএফকিউ	চবক	চবকের নিজস্ব অর্থায়নে	৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২০১৮	১৮/০৯/২০১৮	২৩/০৯/২০১৮
জি-২	ফটোকপি মেশিন	সেট	১	আরএফকিউ	চবক		২.০০		০৫/০৯/২০১৮	১৮/০৯/২০১৮	২৩/০৯/২০১৮
জি-৩	জিপ-অনুর্ধ ২৭০০ সিসি (অর্থ বিভাগের নির্ধারিত মূল্য)	সংখ্যা	১	ডিপিএম*	চবক		৯৫.০০		২৫/০৯/২০১৮	০৮/১১/২০১৮	০৩/১২/২০১৮
জি-৪	মোটর সাইকেল-১২৫ সিসি (অর্থ	সংখ্যা	৩	ডিপিএম*	চবক		৫.০০		২৫/০৯/২০১৮	২৯/১১/২০১৮	২৯/১১/২০১৮

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক-যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বিভাগের নির্ধারিত মূল্য)										
জি-৫	আসবাব পত্র	এলএস		আরএফকিউ	চবক		৩.০০		০৫/০৯/২০১৮	১৯/০৯/২০১৮	২৬/০৯/২০১৮
জি-৮	ফায়ার ভেহিকল ৩টি (২টি ফাঃ ট্রাক ও ১টি ফাঃ কার)	সংখ্যা	৩	ওটিএম/	চবক		১২০০.০০	প্রযোজ্য নয়	আগষ্ট' ২০২১	অক্টোবর' ২০২১	এপ্রিল' ২০২২
জি-৯	নিরাপত্তা পেট্রোল কার/ পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	৩	ওটিএম	চবক		১৬৫.০০		আগষ্ট' ২০২১	অক্টোবর' ২০২১	এপ্রিল' ২০২২
জি-১০	এম্বুলেন্স ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	চবক		৪০.০০		আগষ্ট' ২০২১	অক্টোবর' ২০২১	এপ্রিল' ২০২২
জি-২০	পাইলট বোট ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	নৌপম		১৭৫০.০০		৩০.০১.২০২০	০৯.০৮.২০২০	মার্চ' ২০২১
	পাইলট বোট ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	নৌপম		২২৫০.০০		আগষ্ট' ২০২১	অক্টোবর' ২০২১	এপ্রিল' ২০২২
জি-২১	ফাস্ট স্পিড বোট ক্রয়	সংখ্যা	২	ওটিএম	চবক		৬৫০.০০		১৫.০৭.২০১৯	২১.১১.২০১৯	নভেম্বর' ২০২০
						ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য, টাকা=	**৬১৬৩.৫০**				

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।	
সংস্থা	: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।	
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট :	১২২৯৫৮.০০
জিওবি :	০.০০
নিজস্ব অর্থ :	১২২৯৫৮.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক-যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডব্লিউ-১	৩টি কন্টেইনার জেটি নির্মাণ (৫৮৩ মি), ১টি ডলফিন জেটি নির্মাণ (২০৪ মি), আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (৭৮৪ মি), ১.২ কিমি রাস্তা নির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ (৪৬০ মি), প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন স্থাপনাসমুহ ইনকন্ট্রেড ডিপোর পিছনে স্থানান্তর ও পূনঃনির্মাণ, ৮১০০০ বর্গমিটার আরসিসি ইয়ার্ড/ পেভমেন্ট নির্মাণ, ২১২৮ বর্গমিটার সিএফএস শেড নির্মাণ, সীমানা দেয়াল নির্মাণ (১৩৭০ মি), গেট ও গেট কমপ্লেক্স নির্মাণ, ৫৫৮০ বমি পোর্ট অফিস বিল্ডি নির্মাণ, ১৪০০ বমি যান্ত্রিক ও মেরামত কারখানা নির্মাণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সাপ্লাই ইউটিলিটি স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ৭৫০০০ ঘমি প্রি-ড্রেজিং কাজ এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক স্থাপনা যেমনঃ সিকিউরিটি পোষ্ট, গেট হাউস, ফুয়েল স্টেশন, লেবার রেষ্ট রুম, কেন্টিন, টয়লেট ব্লক ইত্যাদি নির্মাণ কাজ।	প্যাকেজ	১	অর্পিত ক্রয়কার্য	সিসিজিপি	চবকের নিজস্ব অর্থায়ন	১১৩২৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	২৫.১০.২০১৭	২৩.১১.২০১৭	জুন, ২০২২
						ক্রয়কৃত পূর্ত কাজের মোট মূল্য, টাকা=	**১১৩২৫০.০০**				

বি.দ্র: বর্ণিত পূর্তকাজসমুহ অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।	
সংস্থা	: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।	
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট :	১২২৯৫৮.০০
জিওবি :	০.০০
নিজস্ব অর্থ :	১২২৯৫৮.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিএপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক-যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এস-১	পরামর্শ সেবা: ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন, ডকুমেন্টেশন এবং প্রকল্প চলাকালীন টপ সুপারভিশন সেবা গ্রহণ (৩০ মাস)	মান	৫৪	ডিপিএম*	সিসিজিপি	চবকের নিজস্ব অর্থায়ন	১৭৩৭.০০	প্রযোজ্য নয়	২০.০৬.২০১৭	১৬.০৭.২০১৭	জুন, ২০২২
						ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্য, টাকা=	১৭৩৭.০০				

বি.দ্র.: বর্ণিত পরামর্শসেবা গ্রহণের কাজটি অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে। সেনাবাহিনী বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।

সূত্র: জিওবি, ২০২১

১.৮ লগ ফ্রেম

সারণি ১.৫: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal) বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ।	১। তুলনামূলক খরচ কমানো। ২। বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	১। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান ও Cost of doing Business Report. ২। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পরিসংখ্যান।	--
উদ্দেশ্য (Purpose/ Outcome) চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার ও লিকুইড কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১। কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ইয়ার্ডের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি। ২। বার্থের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৩। ফিডার ভেসেলের জট হ্রাস ৪। জেটিতে ও বহিঃনোঙ্গরে জাহাজের অবস্থান কাল হ্রাস। ৫। বার্থিং জট হ্রাস করা।	১। কন্টেইনারের হোল্ডিং ও হ্যান্ডলিংয়ের সংরক্ষিত তথ্য। ২। জাহাজের গড় অবস্থান কাল ও বিভিন্ন সংরক্ষিত তথ্য। ৩। কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সংরক্ষিত পরিসংখ্যান। ৪। মাসিক সমন্বয় সভা, আইএমইডি ও পিসিআর রিপোর্ট।	১। স্টেক হোল্ডারদের সহযোগিতা । ২। নির্মিত পতেঙ্গা টার্মিনাল পরিচালনার জন্য Global Operator নিয়োগ যথাসময়ে সম্পন্ন করা।
আউটপুট (Output) ১। ৫৮৩ মিঃ কন্টেইনার জেটি সম্পন্ন কন্টেইনার টার্মিনাল। ২। ২২০ মিঃ ওয়েল/ ডলফিন জেটি। ৩। ৮১০০০ বমি ব্যাক-আপসহ আনুসাঙ্গিক স্থাপনাদি। ৪। যন্ত্রপাতি ও জলযান।	১। ৩টি কন্টেইনার জেটি ও ১টি ওয়েল/ ডলফিন জেটি। ২। ৮১০০০ বমি ব্যাক-আপ ইয়ার্ড। ৩। ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদি। ৪। যন্ত্রপাতি ও জলযান।	১। মাসিক ও ত্রৈমাসিক (IMED-৫ & IMED-৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন। ২। মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা। ৩। PSC ও PIC সভা। ৪। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR).	১। মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা অব্যাহত থাকা। ২। পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যয়ে যথা সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা।
ইনপুট (Input) ১। পরামর্শ সেবা। ২। অর্থ ও ভূমি। ৩। প্রয়োজনীয় জনবল। ৪। ঠিকাদার, নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি।	১। পরামর্শক সেবা গ্রহণ বাবদ ১৭.৩৭ কোটি। ২। নির্মাণ কাজ সম্পাদন বাবদ ১১৩২.৫০ কোটি। ৩। জলযান, ফায়ার ট্রাক, পেট্রোল কার ও এম্বুলেন্স ক্রয় বাবদ ৬০.৫৫ কোটি এবং ৪। সিডি ভ্যাট বাবদ ১৭.৯১ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।	১। নির্মাণ কাজ ও পরামর্শ সেবা বাবদ সেনাবাহিনীকে পরিশোধিত অর্থ। ২। যন্ত্রপাতি ও জলযান ক্রয় বাবদ ঠিকাদারের দাখিলকৃত দরপত্র দলিলাদি। ৩। মাসিক ও ত্রৈমাসিক (IMED-৫ & IMED-৩) অগ্রগতি প্রতিবেদন।	১। প্রকল্পের আরডিপিপি প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন। ২। প্রকল্পের এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনাসমুহ যথাসময়ে অপসারণ। ৩। যন্ত্রপাতি ও জলযান যথাসময়ে সরবরাহ করা।

সূত্র: আরডিপিপি, ২০২১

১.৯ প্রকল্পের Exit Plan

প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকল্পটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্বখাতে ট্রাফিক, নৌ, পুরকৌশল ও যান্ত্রিক বিভাগের নতুন জনবলের পদ সৃজনের প্রয়োজন হবে। পদসমূহ রাজস্ব খাতে সৃজনের জন্য চবক প্রশাসন বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বাৎসরিক ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে (ডিপিপি, ২০১৭)।

তবে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের Exit Plan তৈরী করা হয়েছে। জি টু জি তে বিদেশী অপারেটরের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনার জন্য পিপিপি অথরিটি থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ০৫ টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যেমনঃ (ক) রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল (আরএসজিটি), সৌদি আরব, (খ) দুবাই পোর্ট ওয়ার্ল্ড (ডিপি ওয়ার্ল্ড), সংযুক্ত আরব আমিরাত, (গ) এপি মুলার, ডেনমার্ক, (ঘ) আদানি পোর্ট এন্ড স্পেশাল ইকোনোমিক জোন লিঃ (এপিএসইজেড), ভারত, (ঘ) পিএসএ পোর্ট, সিঙ্গাপুর অপারেশন পরিচালনার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। উল্লেখ্য, বিদেশী অপারেটরের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনা করা হলেও চবক নিজে ভোজ্য তেল খালাসের জন্য নির্মিত ডলফিন জেটির অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জন্য টেকসইকরণ প্ররিকল্পনার উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে টার্মিনাল এবং ইক্যুইপমেন্টসমূহের উপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে (ডিপিপি, ২০১৭)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR)

- প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
- প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ, অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭.১ বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ, চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানী কাজের ও অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সহায়ক হবে কি-না এ বিষয়ে মতামত প্রদান;

৭.২ জাহাজ বার্থিং, কার্গো কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্দরের ফিডার ভেসেলের জট কমানো, জাহাজের অবস্থানকাল হ্রাস, ও বহি:নোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজসমূহের বার্থিং সময় হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা নির্ণয়;

- প্রকল্প সমাপ্তির পর এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
- ক্রমিক নং ৯-এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে; এবং
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা

"পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা ও আধেয় (content) বিশ্লেষণ করা হয়। এ কাজে প্রকল্পের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মাঠ গবেষণায় প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিকট থেকে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ ছাড়াও একটি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং একটি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাসমূহ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে মোট ১২০ দিন সময় লাগে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে যেসকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে সমীক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা। উক্ত গবেষণা পদ্ধতিটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের গবেষণা পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়নের কাজটি চারটি ভাগে বিভক্ত: ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজসমূহ পর্যালোচনা ২) মাঠ পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ৩) প্রকল্পের প্রতিবেদন, দস্তাবেজ এবং মাঠ পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই করা এবং ৪) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনসমূহ বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় পর্যালোচনার জন্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত প্রতিবেদন সমূহের আধেয় (content) বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিন্যাস কাঠামো ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান আইএমইডি-এর সাথে পরামর্শক্রমে তৈরী করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট দস্তাবেজসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে: ১) প্রকল্পের পর্যালোচনা ২) প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা ৪) ক্রয় বিধিমালা পিপিআর প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ ৫) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ৬) বাস্তবায়নের বিলম্ব পর্যবেক্ষণ ৭) ক্রয়ের ও সংগ্রহের গুণগত দিক পর্যালোচনা ৮) প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং ৯) প্রকল্প সমাপ্তির পর কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে পর্যবেক্ষণ। নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে (চিত্র ১) গবেষণা পদ্ধতির কাঠামোটি তুলে ধরা হলো।

চিত্র ২.১: গবেষণা পদ্ধতির কাঠামো

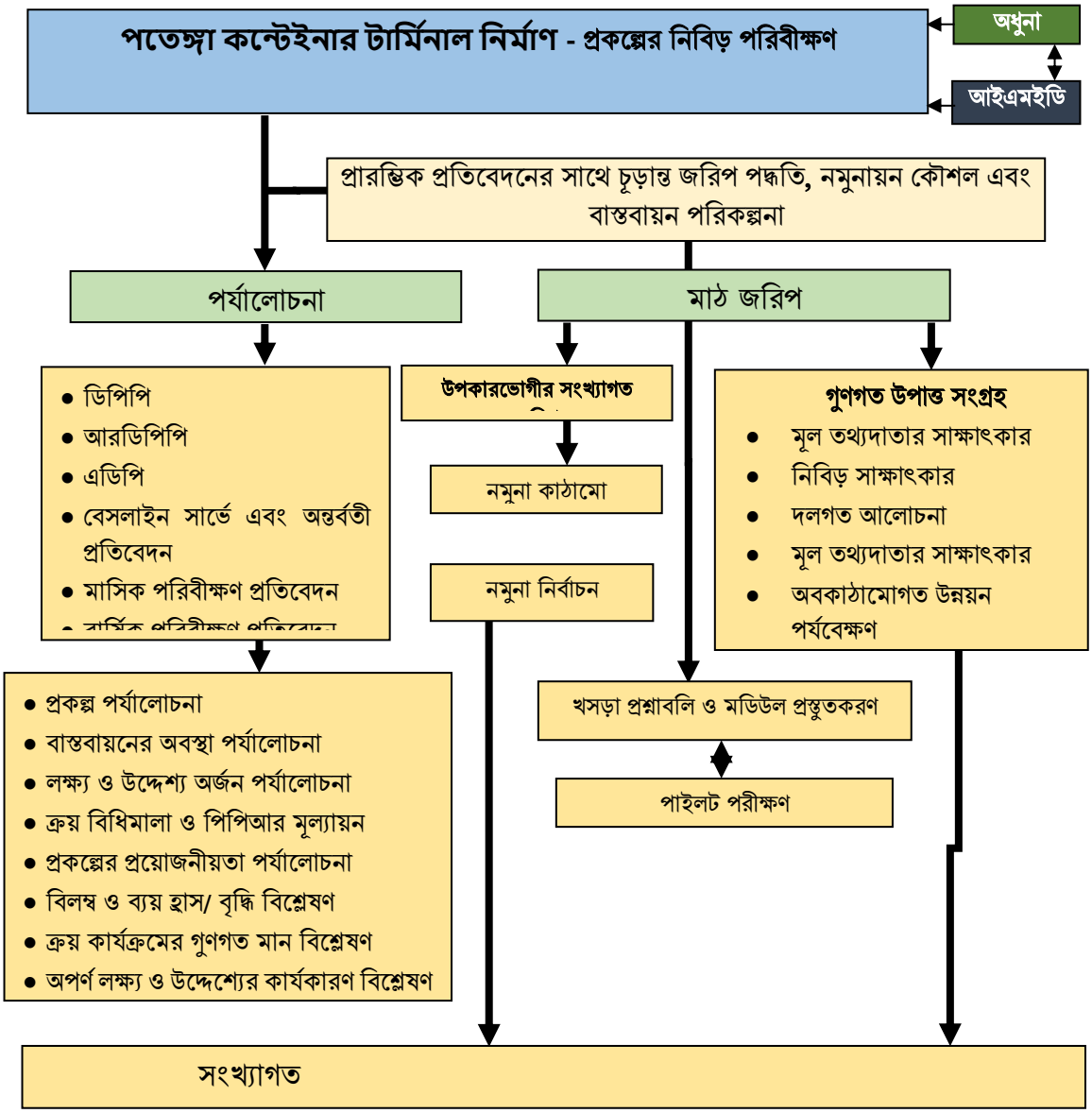

চিত্র ২.২: গবেষণা পদ্ধতি

সারণি ২.১: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎস

গবেষণার মূল পরিসর	তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎস	
	উপকরণ	উৎস
প্রকল্প পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • উপকারভোগী জরিপ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
ক্রয় বিধিমালা	• নথিপত্র পর্যালোচনা ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্পের নথিপত্র ; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • নিবিড় সাক্ষাৎকার; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • নিবিড় সাক্ষাৎকার	• প্রকল্পের নথিপত্র ; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
অডিট পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • নিবিড় সাক্ষাৎকার; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডের ফলপ্রদতা ও উপযোগ বিশ্লেষণ	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • উপকারভোগী জরিপ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • নিবিড় সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ	• প্রকল্পের নথিপত্র ; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
SWOT বিশ্লেষণ	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা	• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
টেকসইকরণ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • গৌণ (secondary) উপাত্ত সংকলন	• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী
আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা	• নথিপত্র পর্যালোচনা; • উপকারভোগী জরিপ; • মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; • দলগত আলোচনা; • নিবিড় সাক্ষাৎকার; • পর্যবেক্ষণ	• প্রকল্পের নথিপত্র; • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ; • সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; • প্রকল্পের উপকারভোগী

২.৩.১ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল দস্তাবেজ মূল গবেষণা দল কর্তৃক সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ কাজে গবেষণা সহকারীগণ একটি নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করে গবেষকদেরকে দলিল-দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদানের পর থেকেই শুরু হয় এবং তা প্রয়োজনে নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণ পর্যন্ত চলবে। নিম্নে বিশ্লেষণের নিমিত্তে যেসব প্রতিবেদন ও দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো।

১. ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রফর্মা (ডিপিপি);
২. রিভাইজইড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রফর্মা (আরডিপিপি);
৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি);
৪. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর);
৫. ডেভেলপমেন্ট পার্টনার প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট প্লান;
৬. বার্ষিক প্রকল্প প্রতিবেদন;
৭. আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী এজেন্সি/ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাসিক এবং বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন; এবং
৮. সম্ভাব্যতা যাচাই-এর প্রতিবেদন;

২.৩.২ এলাকা নির্বাচন

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এবং বর্হিবাণিজ্যের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮০ ভাগ এ বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডিলিং করা হয়। বর্হিবিশ্বের সাথে দিন দিন আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ২০২১ সালের মধ্যে চবকের বে টার্মিনাল এবং লালদিয়া টার্মিনাল এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে বিধায় চবকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে নৌ-পরবিহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয় যা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থয়ানে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাঠ গবেষণাটি চট্রগ্রাম জেলার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিচালনা করা হয় এবং কন্টেইনার টার্মিনাল এলাকা থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কন্টেইনার টার্মিনালের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়া বাঞ্ছণীয়। কন্টেইনার টার্মিনাল এবং এর এরিয়া অফ ইনফ্লুয়েন্স (AOI) এর আওতাভুক্ত জনগণও প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী। কন্ট্রোল এরিয়া হিসেবে কন্টেইনার টার্মিনাল এবং এর চতুর্দিকের ২ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিবেচনা করা হয়েছে।

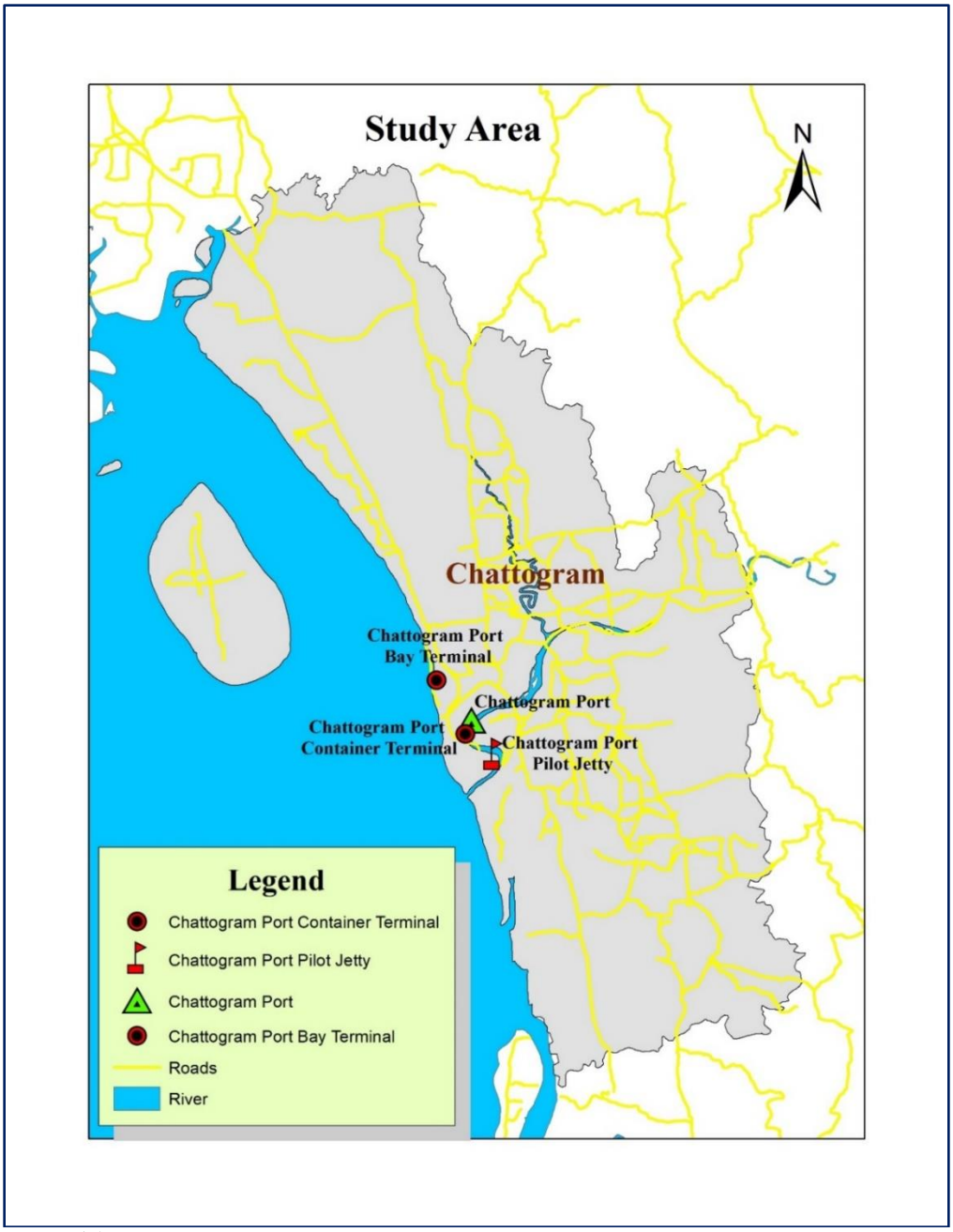

সূত্র: অধুনা, ২০২২

মানচিত্র ১: সমীক্ষা এলাকা

২.৩.৩ মাঠ গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ হলো মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ, নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা। এছাড়াও, বন্দরে রক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে জরিপ চলাকালীন সময়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার সাহায্যে প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে জরিপের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি ১)।

২.৩.৪ সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা সমগ্রক নির্ধারণ

সংখ্যাগত জরিপ কাজটি একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে করা হয়। প্রশ্নমালা নির্ধারিত টিওআর, প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হয়। জরিপ কার্যক্রমটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা মূলত: প্রকল্প এলাকার দুই কিলোমিটারের মধ্যে এমনকি যারা প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী নয় তাদের মধ্যেও পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য নমুনায়ন কৌশল (যেখানে সংখ্যাগত দিকে প্রতিটি নমুনার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সমান রয়েছে) প্রয়োগ করে মোট নমুনা নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে সিস্টেমেটিক নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় করা হয়। এভাবে প্রকল্পের উপকারভোগী মোট ৪৪০ এবং উপকারভোগী নয় এমন মোট ১৯০ করে সর্বমোট ৬৩০ জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়। নিম্নের সূত্র ব্যবহার করে উক্ত নমুনাসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

$$n = \frac{Z^2 * pq}{e^2} + (n_r)$$

(যেখানে, n = নমুনা সমগ্রক,
Z = স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ভেরিয়েট,
p = সর্বাধিক সম্ভাব্য অনুপাত,
q=১-p
e = মার্জিন অফ এরর, এবং
(n_r)= নন-রেসপন্স)

সারণি ২.২: সংখ্যাগত গবেষণার নমুনা বিন্যাস

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনের মোট খানা	ওয়ার্ডের মোট খানা	উপকারভোগী নমুনা	কন্ট্রোল নমুনা	মোট নমুনা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৫৫৬৩৯১	৮৫৮৬	৪৪০	১৯০	৬৩০

সূত্র: বিবিএস, ২০১৪

সারণি ২.৩: প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের ধরন অনুযায়ী উত্তরদাতা বিভাজন

উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন	প্রত্যক্ষ উপকারভোগী			পরোক্ষ উপকারভোগী	মোট উপকারভোগী (১০০%)	কন্ট্রোল গ্রুপ নমুনা	সর্বমোট নমুনা
	বন্দর ব্যবহারকারী (৪০%)	বন্দর শ্রমিক (১০%)	পরিবহন শ্রমিক (১০%)	সাধারণ উপকারভোগী (৪০%)			
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	১৭৬	৪৪	৪৪	১৭৬	৪৪০	১৯০	৬৩০

উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কন্টেইনার টার্মিনালে পাশ্ববর্তী এলাকায় ক্লাস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য মহল্লার যেকোন প্রান্ত থেকে ১০টি খানা পরপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আইএমইডি কর্তৃক উপাত্ত সংগ্রহের টুলসসমূহ অনুমোদন করার পর উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল (মোবাইল ভিত্তিক) পদ্ধতি অনুসরণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বা ট্যাবে উপাত্ত সংগ্রহের অ্যাপ কোবো টুলবক্স (Kobo Toolbox[১]) (KoBo Toolbox, Harvard Humanitarian Initiative, Cambridge, USA, available at: https://www.kobotoolbox.org/) ব্যবহার করে নির্ধারিত প্রশ্নমালা ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পূরণ করা হয়।

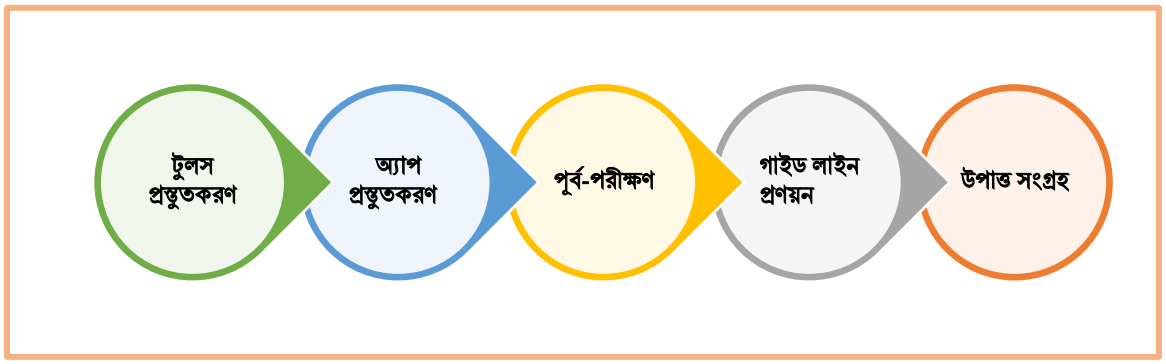

সূত্র: অধুনা, ২০২২

চিত্র ২.৩: উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া

২.৩.৫ গুণগত তথ্য-উপাত্ত

বিষয়বস্তু গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য প্রকল্প এলাকা ও প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে উপলব্ধিতে আনার জন্য গুণগত তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপ:

- মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- নিবিড় সাক্ষাৎকার
- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ
- বন্দরের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা
- জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

[1] KoBo Toolbox is committed to protecting the data of its users. It employs industry standard best practices (both technical and administrative) to protect against unauthorized access of users' data. To protect from loss of data, it does frequent system and incremental backups which are stored encrypted in various locations

২.৩.৫.১ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (KII)

এই পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, স্থানীয় এফবিসিসিআই-এর প্রতিনিধি/ সুশিল সমাজের প্রতিনিধি/ স্থানীয় এনজিও'র প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, বন্দর ব্যবহারকারী, প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (সংযুক্তি ২)। এক্ষেত্রে অন্যান্য উৎস হতে যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় সেসব মিলিয়ে দেখা, ক্রিটিক্যাল ইস্যুসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ এবং সেসব থেকে উত্তরণ কিভাবে করা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার উপর জোর দেয়া হয়। জরিপ এলাকা থেকে সমসংখ্যক মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এধরণের মোট ১০টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সারণি ২.৪: মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

তথ্যদাতার ধরন	সংখ্যা
স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর)	১
স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট র্কমর্কতা/ প্রকৌশলী)	১
আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/ প্রতিনিধি	১
ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট সমিতির সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/ প্রতিনিধি	১
স্থানীয় এফবিসিসিআই-এর প্রতিনিধি/ সুশিল সমাজের প্রতিনিধি/ স্থানীয় এনজিও'র প্রতিনিধি	১
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	১
প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক	১
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	১
বাংলাদেশ ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	১
মেরিন ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক/ প্রতিনিধি	১
মোট	**১০**

২.৩.৫.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার (IDI)

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে যে পরিবর্তনগুলি হচ্ছে সে সম্পর্কে জানেন এবং প্রত্যক্ষ করছেন তাদের মধ্যে থেকে বন্দর এলাকা/ বন্দর ব্যবহারকারী থেকে ৫জন এবং এই কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ সংশ্লিষ্ট আরও ৫জন, মোট ১০জনের নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই ক্ষেত্রে উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিষেবা প্রদানে বন্দরের সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করেছে। এই সাক্ষাৎকারটি একটি নির্দিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় (সংযুক্তি ৩)। যেসকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের গ্রহণ করা হয় তাদের ধরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণি ২.৫: নিবিড় সাক্ষাৎকারের উত্তরদাতার ধরন

তথ্যদাতার ধরন	সংখ্যা
আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতির প্রতিনিধি	৪
স্থানীয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	১
বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি	১
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	১
স্থানীয় ব্যবসায়ী	২
বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ প্রতিনিধি	১
মোট	**১০**

৩.৩.৫.৩ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

বন্দর পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়। সতর্কতার সাথে বাছাই করা ৮-১০ জন প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত গ্রুপে এই আলোচনা করা হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক এবং বন্দর শ্রমিকদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বন্দর কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। একজন মডারেটর এবং একজন নোট টেকারের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সম্পাদন করা হয়। মডারেটর একটি গাইডলাইন অনুসরণ করে আলোচনায় সহায়তা করেন (সংযুক্তি ৪)। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নোট টেকার লিপিবদ্ধ করেন, যা পরবর্তীকালে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রকল্পের অগ্রগতি, মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। টার্মিনার এলাকায় ৪টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)-এর আয়োজন করা হয়।

২.৩.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ এবং এতে ব্যবহৃত মালামাল পরিদর্শনপূর্বক কাজের গুনগত মান এবং প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যাদি নিরসনের সুপারিশ প্রণয়ন নিবিড় পরিবীক্ষণের মূখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কন্টেইনার টার্মিনালে যেসকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে যেমন: ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ১০নং খালের জন্য বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ, আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ, হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ, স্টিল সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ। এগুলোর মধ্য থেকে তিনটি উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট চেকলিস্ট-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি ১১)। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কাজ পরিদর্শনকালে যে বিষয়ের উপর পরামর্শক কর্তৃক পরীক্ষা/ নিরীক্ষা করা হয় তা হলো: কাজে ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত মালামালের গুনাগুন নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে যে সকল পরীক্ষা/ নিরীক্ষা/ টেস্ট কোড, স্পেসিফিকেশন ও ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী করা হয়েছে তার দলিলাদি পরিবীক্ষণ; অনুমোদিত ডিজাইন, প্রোফাইল, সুপার এলিভিশন, টার্নিং রেডিয়াস কার্ভ; মালামালের গুনগত মান যাচাই; এমএস রড, সিসি ঢালাই, আরসিসি ঢালাই-এর গুনগত মান যাচাই; চলমান কাজের কর্মপদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিদর্শন।

২.৩.৭ কাজের গুনগত মান পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত মালামালের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষাসমূহ টেস্ট স্পেসিফিকেশন ও ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হয়। উক্ত টেস্টসমূহের নূন্যতম ১০% টেস্ট রেজাল্টের ডকুমেন্ট সাইট ল্যাবরেটরীতে যাচাই করা হয়।

২.৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

প্রকল্প মূল্যায়ন পরিকল্পনায় যেসকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে সে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নকালিন সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.৯ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর প্রধান কার্যালয় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২টি প্যাকেজের উপর ক্রয় সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই তথ্যাদি নির্দিষ্ট চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে (সংযুক্তি ৯ ও ১০) । ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য কোন ধরনের দরপত্র পদ্ধতি অনুসকরণ করা হয়েছে;
- পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারি নীতিমালা (পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং ঠিকমত অনুসরণ না করা হলে কি ধরনের ব্যত্যয় হয়েছে;
- কাজের চুক্তির মূল্যমান দরপত্রের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য ছিল কিনা; যদি না হয়, কেন এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে;
- পণ্য, কার্য ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি মানদন্ড ছিল এবং তা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা;
- চুক্তি অনুযায়ী সকল কাজ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কিনা;
- সরবরাহকৃত পণ্যের গুণগতমান কেমন ছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে কিভাবে তার সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের তহবিল বরাদ্দ যথেষ্ট কি না; এবং
- বরাদ্দকৃত তহবিল ১০০% ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে কিনা; যদি না হয় তার কারণ কি হতে পারে।

২.৩.১০ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে ক্রয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থান, তারিখ, সময় এবং অতিথিদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। তবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার মানুষ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা, আমদানি ও রপ্তানিকারক

সমিতির প্রতিনিধি, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, মেরিন ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাসহ ক্রয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা।

২.৩.১১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে অন্তত ১২০ জন সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্পের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অংশীদার, বিশেষজ্ঞ, সমাজ গবেষক এবং উপকারভোগীদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়।

সারণি ২.৬: নমুনা সারসংক্ষেপ

তথ্য / উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	নমুনা আয়তন	অংশগ্রহণকারী
উপকারভোগী জরিপ	৬৩০	৬৩০
মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	১০	১০
দলগত আলোচনা (৮-১০ জন করে)	৩	৩০
নিবিড় সাক্ষাৎকার	৮	৮
ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা	৫	১০
অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ	১০	১০
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	৬০	৬০
জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১২০	১২০
মোট		**৮৭৮**

২.৪ উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল

সংখ্যাগত উপাত্ত কোবো টুল বক্সে সংগ্রহ করার ফলে সরাসরি সার্ভার থেকে মাইক্রোসফট এক্সেল ফরমেটে তথ্য ডাউনলোড করা হয়েছে। এরপর এ সকল তথ্য-উপাত্ত ক্লিনিং করা হয়। ক্লিনিংকৃত ডেটা পরবর্তী বিশ্লেষণের জন্য এসপিএসএস সফটওয়্যারে রুপান্তর করা হয়। সংগৃহীত গুনগত তথ্য ট্রান্সক্রিপ্ট আকারে সংরক্ষিত করা হয়েছে, যা থেকে পরবর্তীতে কোডিং করে বিশ্লেষণ করা হয়।

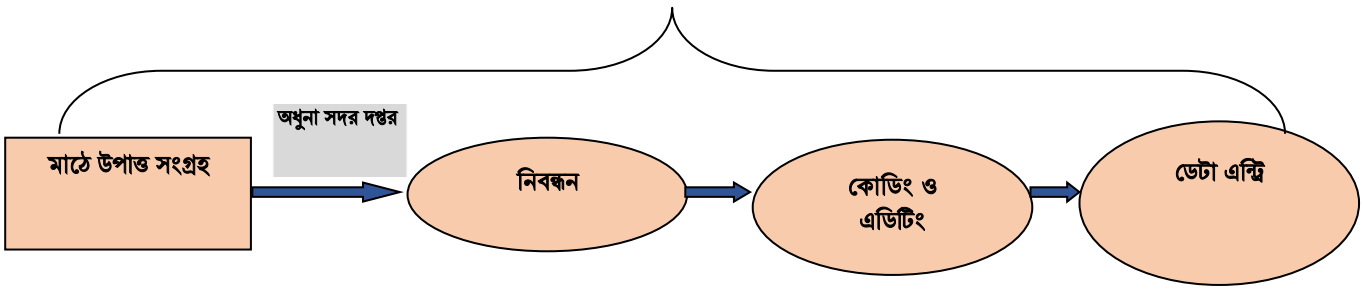

চিত্র ২.৪: উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কৌশল

২.৫ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা

সংগৃহীত প্রাথমিক সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে তথ্য বিশ্লেষণ সফটওয়্যার এসপিএসএস ব্যবহৃত হয়।

২.৫.১ সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রধানত ইউনি-ভ্যারিয়েট, বাই-ভ্যারিয়েট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি ধাপে বিশেষ পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। মূলত যে সব পরিসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- নমিনাল এবং অর্ডিনাল চলক বিশ্লেষণে—
  - ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন (গণসংখ্যা নিবেশন) গ্রাফ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন (সংখ্যা, অনুপাত ও শতকরা)
  - পরিসংখ্যান (মিডিয়ান, মোড ইত্যাদি)
  - ক্রস টেব্যুলেশন

- *কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল*
  - পরিসংখ্যান (গড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসডি, ভ্যেরিয়েন্স, শতকরা ইত্যাদি)
  - সচিত্র উপস্থাপন
  - কনফিডেন্স ইন্টারভেল (প্রয়োজনে)

২.৫.২ গুণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

১. তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ
২. তথ্য-উপাত্ত কে ধারণায় বিন্যস্ত করা
৩. একটি ধারণার সাথে অন্যদের সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ধারণ
৪. সংযোগ বিকল্প ব্যাখ্যা
৫. প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার।

সারণি ২.৭: গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণের ধাপ

ধাপ	শিরোনাম	দায়িত্ব
১	*উপাত্ত সংগ্রহ*	নির্বাচিত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ। উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি হল নিবিড় সাক্ষাৎকার, মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।
২	*স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ*	সংগৃহীত উপাত্ত বিস্তারিত লেখা স্ক্রিপ্ট আকারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
৩	*অংশগুলো চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ*	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি গবেষণার প্রশ্নাবলির সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন অংশে চিহ্নিত নির্ধারিত করার জন্য লিখিত স্ক্রিপ্ট পাঠ করা হয়, বিশ্লেষণ করা হয়।
৪	*কোডিং, এডিটিং*	নির্ধারিত অংশসমূহের সেটের মাধ্যমে কোডিং, এডিটিং সম্পন্ন হয়েছে।
৫	*পুন:বিবেচনা*	নতুন ফলাফল খুঁজে পাওয়া, নির্ধারিত অংশসমূহের প্রেক্ষিতে স্ক্রিপ্টগুলো পর্যালোচিত হয়।
৬	*পুনরায় কোড করা*	পর্যালোচিত স্ক্রিপ্টগুলোতে মতামত থাকলে কোডগুলো আবার দেখা হবে। নতুন ফলাফলের প্রেক্ষিতে কোডিং, এডিটিং সংশোধিত হয়।
৭	*পরিগণনা*	গুণগত উপাত্ত গণনা অনুসরণ করে পুনরায় কোড করা হয়।
৮	*হাইয়ার্কিক্যাল শ্রেণি পদ্ধতি সৃষ্টি করা*	মূল দলের সদস্যগণের চিন্তাভাবনা মাধ্যমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরূপ কোডিং পদ্ধতি তৈরি করা হয় । এ পদ্ধতির প্রয়োগ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
৯	*মেমো তৈরি*	যখন মতামত ধারণাসমূহ পাওয়া গিয়েছে, এগুলো ধারণা হিসেবে লিখার জন্য অতিরিক্ত উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণ করার জন্য স্মারকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
১০	*সম্পর্ক পরীক্ষণ উপাত্ত প্রদর্শন*	সম্পর্ক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া একটি মেট্রিক্সের আয়ত্বে আনা হয়, যা কিনা দেখায় কিভাবে বিভিন্ন ধারণাসমূহ সংযুক্ত হয় অথবা হতে পারে; কোন ফলাফলগুলো কোন কারণের সাথে যুক্ত।
১১	*ফলাফল প্রতিপাদন বিশুদ্ধিকরণ*	কর্মশালার শুদ্ধতা পরীক্ষণ, প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়ার স্টেকহোল্ডার ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মিটিং এর মাধ্যমে ফলাফলের বৈধতা নিরূপণ করা হয়।
১২	*উপসংহারে উপনীত হওয়া*	গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে উপসংহার টানা হয় এ বিষয় মনে রেখে ‘তথ্যাদি কতটা বিশ্বাসযোগ্য আর বিশুদ্ধ ছিলো’ ‘গবেষণা প্রশ্নমালার উত্তরের বিবৃতি থেকে হয়েছিলো’ অথবা ‘সেগুলো কতটা স্বতস্ফূর্ত ছিল’।

২.৬ সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্ম পরিকল্পনা (চিত্র ২:৫) গ্রহণ করা হয় এবং সে আলোকে পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালিত হয়েছে।

ক্রম	বিবরণ	জানু ২২	ফেব্রুয়ারী ২০২২				মার্চ ২০২২				এপ্রিল ২০২২				মে ২০২২		
		১ম সপ্তাহ	২য় সপ্তাহ	৩য় সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ	৫ম সপ্তাহ	৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৭ম সপ্তাহ	৮ম সপ্তাহ	৯ম সপ্তাহ	১০ম সপ্তাহ	১১তম সপ্তাহ	১২তম সপ্তাহ	১৩তম সপ্তাহ	১৪তম সপ্তাহ	১৫তম সপ্তাহ	১৬তম সপ্তাহ
১.	প্রকল্পের দলিলাদি পর্যালোচনা																
২.	কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়																
৩.	কর্মপদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন ছক ও প্রশ্নমালা প্রণয়ন																
৪.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন																
৫.	তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান																
৬.	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ																
প্রতিবেদন জমা প্রদান	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন			১০ ফেব্রুয়ারী													
	১ম খসড়া প্রতিবেদন											১১ এপ্রিল					
	২য় খসড়া প্রতিবেদন													২৫ এপ্রিল			
	চূড়ান্ত প্রতিবেদন																২৪ মে

চিত্র ২.৫: কর্ম পরিকল্পনার প্রবাহ চিত্র

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ছিলো প্রায় ১২ শতাংশ যেখানে অগ্রগতি হয়েছে ৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৪৫.৩৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় যেখানে অগ্রগতি হয় ১৫ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ৯.৩২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় এবং ১১ শতাংশ অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকল্প শেষ হওয়ার পথে। আরও দেখা যায় যে প্রকল্পের সর্বনিম্ন অগ্রগতি ছিলো ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যা মাত্র ৫ শতাংশ। প্রতি অর্থবছরে প্রকল্পের ক্রমাগত অগ্রগতি সাধন হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে তা সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ হয় এবং প্রকল্পের বাকি কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরে শেষ হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (সারণি ৩.১)।

সারণী ৩.১: অর্থবছর ভিত্তিক প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

আর্থিক বছর	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (%)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৭-১৮	১১.৯৭	৫.০০
২০১৮-১৯	৪৫.৩৮	১৫.০০
২০১৯-২০	১৬.৭৫	২৮.০০
২০২০-২১	১৬.৫৮	৩০.০০
২০২১-২২	৯.৩২	১১.০০

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, চবক, মে, ২০২২

অপরদিকে প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মূল ডিপিপি অনুযায়ী মোট আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ১৮৬৯২৮ লক্ষ টাকা কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১২২৯৫৮ লক্ষ টাকা। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আর্থিক লক্ষমাত্রা ছিলো ২৩৫০৪.১৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১২.৪৭ শতাংশ কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা হয় ১৫৫৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১১.৯৭ শতাংশ। মূল ডিপিপি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০৬৬৯৪.০৪ লক্ষ টাকা আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০১৯-২০ অর্থবছরে যা সংশোধিত ডিপিপিতে মাত্র ২০০০০ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিলো সর্বোচ্চ ৫৭.০৭ শতাংশ। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা কেবল ১৬.৭৫ শতাংশ হয়। মূল ডিপিপি অনুযায়ী ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার জন্য কোন বরাদ্দ না থাকলেও সংশোধিত ডিপিপিতে তা ছিলো যথাক্রমে ২০০০০ ও ১৩১৭১ লক্ষ টাকা এবং তা ছিলো বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার ১৬.৫৮ ও ৯.৩২ শতাংশ (সারণি ৩.২)।

সারণী ৩.২: প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা (ডিপিপি অনুযায়ী)

(লক্ষ টাকা)

আর্থিক বছর	আর্থিক লক্ষমাত্রা		বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	
	মূল ডিপিপি (লক্ষ টাকায়)	১ম সংশোধিত ডিপিপি (লক্ষ টাকায়)	মূল ডিপিপি (%)	১ম সংশোধিত ডিপিপি (%)
১	২	৩	৪	৫
২০১৭-১৮	২৩৫০৪.১৫	১৫৫৯৩.০০	১২.৪৭	১১.৯৭
২০১৮-১৯	৫৬৬২৯.৮১	৫৪১৯৪.০০	৩০.৪৬	৪৫.৩৮
২০১৯-২০	১০৬৬৯৪.০৪	২০০০০.০০	৫৭.০৭	১৬.৭৫
২০২০-২১	০.০০	২০০০০.০০	-	১৬.৫৮
২০২১-২২	০.০০	১৩১৭১.০০	-	৯.৩২
মোট	১৮৬৯২৮.০০	১২২৯৫৮.০০	১০০%	১০০%

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

৩.১.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

নিম্নোক্ত সারণী অর্থবছর অনুযায়ী মূল/সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান, সংস্থার চাহিদা, ডিপিপিতে বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করে। নিম্নোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা ২০২১-২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আবার অর্থবছর বৃদ্ধি পেলেও প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ৬৩৮৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়। সংস্থার চাহিদা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তাদের সর্বনিম্ন ১৭৪৫ লক্ষ টাকা চাহিদা ছিলো এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাদের চাহিদা ছিলো সর্বোচ্চ ৩৪০৯০ লক্ষ টাকা। ডিপিপিতে বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১০৬৬৯৪.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ২৩৫০৪.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো (সারণী ৩.৩)।

সারণী ৩.৩: অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	মূল/ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		সংস্থার চাহিদা	ডিপিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অর্জন (%)
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী					
২০১৭-১৮	২৩৫০৪.১৫	১৫৫৯৩.০০	১৭৪৫.০০	২৩৫০৪.১৫	১৭৪৪.৮৯	৭২.৮৭	০.৪৭
২০১৮-১৯	৫৬৬২৯.৮১	৫৪১৯৪.০০	৩৩৬১০.০০	৫৬৬২৯.৮১	৩৩৬১০.৫০	২২৫৪৪.৫১	৪১.৬০
২০১৯-২০	১০৬৬৯৪.০৪	২০০০০.০০	৩৪০৯০.০০	১০৬৬৯৪.০৪	৩৪০৯০.৫৮	৩০৮৯৪.৫১	১৫৪.৪৭
২০২০-২১	০.০০	২০০০০.০০	২৩৪৩০.০০	২০০০০.০০	১৬৩১৩.৪১	১৫৬২৭.৪৩	৭৮.১৪
২০২১-২২	০.০০	১৩১৭১.০০	১৮৯৭৫.০০	১৩১৭১.০০	২১৬১২.৬২	১৮০১৩.৩৭	১৩৬.৭৭
মোট	১৮৬৮২৮.০০	১২২৯৫৮.০০	১১১৮৫০.০০	-	১০৭৩৭২.০০	৮৭১৫২.৬৯	৭০.৮৮

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

৩.১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ১৩ জুন ২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুরুপভাবে ০৫ অক্টোবর, ২০২১ ইং প্রকল্পের ডিপিপি এর ১ম সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি সংশোধনের ফলে ডিপিপি মূল্য (১৮৬৮২৮.০০ – ১২২৯৫৮.০০) = ৬৩৮৭০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২.৫ বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটি সংশোধনের কারণ বা যৌক্তিকতা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

আইটেমসমুহ	যৌক্তিকতা
ক. রাজস্ব উপাদান	প্রকল্পের মেয়াদ ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পওয়ায় পরামর্শ সেবার মূল্য ৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলেও এই খাতের অন্যান্য দফার ব্যয় কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কাস্টমস, মেরিন ফিসারিজ এবং ওমেরা ফুয়েলস স্থাপনাসমুহ স্ব-স্ব অবস্থানে বিদ্যমান থাকবে ধরে আলোচ্য কাজের ডিপিপি প্রনয়ন করা হয়। বাস্তবে জেটির তুলনায় ব্যাক-আপ এরিয়া খুবই কম হওয়ায় আলোচ্য প্রকল্প থেকেই পূনর্বাসন কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতঃ বর্ণিত স্থাপনাসমুহ চবকের অন্যত্র পূনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে ব্যাক-আপ এলাকা প্রায় ৪.০০ একর বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে রাজস্ব উপাদানে ৪১১.৮৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
খ. মূলধনী কাজ	
খ.১. ক্রয় কাজ	কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু অর্থ বিভাগের নির্ধারিত দরে জীপ ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রীকভাবে, এই খাতে ২০.৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
খ.২. নির্মাণ কাজ	১) গত ২৬/১১/২০২০ ইং অনুষ্ঠিত ২য় আন্তঃমন্ত্রনালয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমূলে রেল কানেকটিভিটি ফলপ্রসূ হবে না বিধায় রেল সংশ্লিষ্ট আইটেমসমুহ সংশোধিত ডিপিপি থেকে বাদ দেয়ায় ৯০৬০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২) চবকের নিজস্ব Automation System এর সাথে পিসিটি প্রকল্পের Automation System সংযুক্ত করায় ডিজিটাল পোর্ট সলুশন আইটেমটি সংশোধিত ডিপিপি থেকে বাদ দেয়ায় ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব হয়েছে। ৩) প্রকল্পের পূর্তকাজ সম্পাদনের বাস্তব প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর চাহিদা এবং উপ-কমিটি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক ০৮টি আইটেম সংশোধিত ডিপিপি নতুন করে সংযোজন করায় ৬২০০.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়েছে। ৪) অবশিষ্ট পূর্তকাজের ক্ষেত্রে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি ও কিছু কিছু দফার কাজের পরিমাণ হ্রাস/ বৃদ্ধি হওয়ায় আলোচ্য আইটেমসমুহ বাবদ ১৪৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫) সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিতব্য পূর্তকাজের প্রাক্কলিত মূল্যের উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও উপ-কমিটির Vetting গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম এর সাথে বায়েমেট্রিক গেট কন্ট্রোল সিস্টেম অর্ন্তভুক্ত করায় এই খাতের মূল্য ২৬৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

আইটেমসমুহ	যৌক্তিকতা		
	৬) বাস্তবতা অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের Vetting এবং উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পূর্তকাজ সম্পাদন বাবদ সামগ্রিক ব্যয় (১১৩২৫০.০০ - ১০৬১৬৬.০০) = ৭০৮৪.০০ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।		
খ.৩. টার্মিনাল পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	১) গত ১০/০৮/২০২০ ইং সচিব, নৌপম ও চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত Zoom Meeting এ পিসিটি প্রকল্পের অপারেশনাল যন্ত্রপাতিসমুহ (কিউজিসি, স্ট্রাডেল কেরিয়ার, রিচ স্ট্যাকার, আরটিজি, বিভিন্ন ধরণের ফর্ক লিফ্ট ও আরএমজি ইত্যাদি) SOT তে সরবরাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সেগুলো ডিপিপি থেকে বাদ দেয়ার ফলে ৪৯৬৬০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। টার্মিনালটি SOT তে পরিচালনার যৌক্তিকতা নিম্নরূপঃ Chairman, Board of Governance, Public Private Partnership (PPP), Honourable PM of Pepole's Republic of Bangladesh এর সভাপতিত্বে গত ৩০/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৩০% প্রকল্প PPP Moddel এর আওতায় সম্পাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পিসিটি প্রকল্পের পূর্তকাজসমুহ সম্পাদন শেষে প্রকল্পের ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়সহ টার্মিনাল পরিচালনার কাজ SOT তে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২) বাস্তবতা অনুযায়ী ২টি স্পিড বোটের ক্রয়মূল্য ১৫০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ৪র্থ আন্তঃমন্ত্রনালয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমূলে আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে টাগ বোটদ্বয় সরবরাহের নিমিত্তে তা ডিপিপি থেকে বাদ দেয়ায় ১০০.০০ কোটি টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩) সামগ্রিকভাবে প্রকল্পের অপারেশনাল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে মোট (৬৫৮৬৫.০০ - ৬০৫৫.০০)= ৫৯৮১০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।		
গ. সিডি ভ্যাট	অনুমোদিত ডিপিপিতে যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৫% এবং পূর্তকাজ সম্পাদন বাবদ ৩% হিসেবে মোট ৬৪৮২.৪৮ লক্ষ টাকা সিডি ভ্যাট বাবদ বরাদ্দ রাখা ছিল। প্রকল্পের বাস্তবতা অনুযায়ী প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে পূর্তকাজ সম্পাদন বাবদ সিডি ভ্যাট বাদ দেয়া হয়েছে। টাগবোটটি আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এক্ষেত্রেও সিডি ভ্যাট বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং ফায়ার ভেহিকল, নিরাপত্তা পিকআপ ও এম্বুলেন্স ক্রয় বাবদ ৫% ও পাইলট বোট ও স্পিড বোট ক্রয় বাবদ ৩৭% সিডি ভ্যাটের সংস্থান রাখায় সামগ্রিকভাবে সিডি ভ্যাট বাবদ (৬৪৮২.৪৮ - ১৭৯০.৭৫)= ৪৬৯১.৭৩ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।		
ঘ. প্রাইস কন্টিনজেন্সি	প্রস্তাবিত আরডিপিপি হতে প্রাইস কন্টিনজেন্সি বাদ দেয়ায় ৩৪৪২.৩২ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।		
ঙ. ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	প্রস্তাবিত আরডিপিপি হতে ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি বাদ দেয়ায় ৩৪৪২.৩২ লক্ষ টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।		
	প্রাক্কলিত/ ডিপিপি দর	সংশোধিত/ আরডিপিপি দর	পার্থক্য (হ্রাস)
	১৮৬৮২৮.০০	১২২৯৫৮.০০	-৬৩৮৭০.০০

আরডিপিপি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে দেখা যায় যে, রেল কানেকটিভিটি ফলপ্রসূ হবে না বিধায় রেল সংশ্লিষ্ট আইটেমসমুহ সংশোধিত ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া এবং পিসিটি প্রকল্পের অপারেশনাল যন্ত্রপাতিসমুহ বাদ দেয়া যথার্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও রেল সংশ্লিষ্ট আইটেমসমুহ বাদ দেয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

৩.১.৪ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, মূল ডিপিপি এবং সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনা

যেকোন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতাযাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলমান প্রকল্পে মে ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পের সম্ভাব্যতাযাচাই কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি, বুয়েট-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং সে মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে সম্ভাব্যতা যাচাই, মূল ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি'র প্রধান প্রধান অঙ্গের তুলনামূলক তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	সম্ভাব্যতা যাচাই অনুযায়ী	মূল ডিপিপি	সংশোধিত ডিপিপি'র
১.	ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ	১০,৬০০.০০	১৩,৯১২.৫০	১১,৭০০.০০
২.	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুন: নির্মাণ	২,৭৫০.০০	২,৮৮৭.৫০	৩,৪৯০.০০
৩.	আরসিসি ইয়ার্ড/ পেভমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	৮,০০০.০০	১১,১৩০.০০	১০,৮০০.০০
৪.	হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ	২০,০০০.০০	২৭,০৯০.০০	৪৪,৫০০.০০
৫.	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ	২,১০০.০০	২,২০৫.০০	২,২০০.০০
৬.	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ	৮,৫০০.০০	৮,৯২৫.০০	৭,০০০.০০

ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাস্তব সম্মত Log Frame, Bar Chart & Time Bounded Action Plan-এর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি-তে লগ ফ্রেমের কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে Bar Chart & Time Bounded Action Plan-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, মূল ডিপিপি এবং সংশোধিত ডিপিপি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে বর্ণিত কাজের যে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল, মূল ডিপিপি-তে সে সকল কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে সংশোধিত ডিপিপি-তে ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুন: নির্মাণ এবং হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকি কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের অর্থায়ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিপিপির তুলনায় সংশোধিত ডিপিপি-তে ৬৩৮৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের কাজের পরিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২৪টি অঙ্গের কাজের পরিমান একই রয়েছে, ৬টি অঙ্গের কাজের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৩ অঙ্গের কাজের

পরিমান হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আরডিপিপি-তে নতুন ১১টি অঙ্গের সংস্থান বা সংযুক্তি হলেও ১৯টি অঙ্গের কাজ বাদ দেয়া হয়েছে।

৩.১.৫ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থব্যয় ধরা হয় ১৫৫৯৩ লক্ষ টাকা, যেখানে ১৭৪৪.৮৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং ব্যয় হয় ৭২.৮৭ লক্ষ টাকা। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সর্বোচ্চ অর্থ ব্যয় ধরা হয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে, যার পরিমাণ ৫৪১৯৪ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থ অবমুক্ত করা হয় ৩৩৬১০.৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয় ২২৫৪৪.৫১ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৩৪০৯০.৫৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং সর্বোচ্চ ৩০৮৯৪.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত ডিপিপিতে প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন ১৩১৭১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যেখানে ২১৬১২.৬২ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং এখন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮০১৩.৩৭ লক্ষ টাকা।

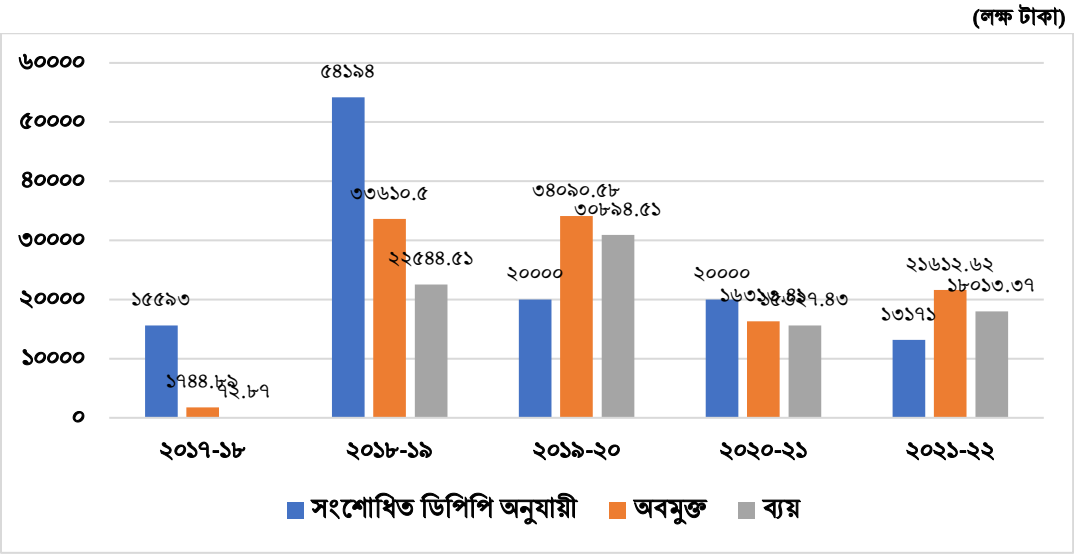

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

চিত্র ৩.১: প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

৩.১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি

৩.১.৬.১ প্রকল্পের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)

কন্টেইনার জেটি

প্রকল্পের কন্টেইনার জেটির অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৯৩ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। BOQ অনুযায়ী ১৮৮৬৫ মিটার কন্টেইনার জেটির আরসিসি শীট পাইল কাস্ট ও ড্রাইভ এর কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ৯৫৪ টি পিএইচসি পাইল সরবরাহ করা হয়েছে যার শতভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও BOQ অনুযায়ী ৭৬০.৫০ মিটার ব্রেস্ট ওয়াল, ৭৫১.২০ মিটার এংকর ওয়াল, ৯৩৬টি পাইলক্যাপ কাস্টিং, ৮টি স্ল্যাব কাস্টিং, প্রিকাস্ট বার্থিং এর ব্লক কাস্টিং, প্রিকাস্ট বার্থিং এর ব্লক ইন্সটলেশন, নদীর ৪১৫০০ বর্গ মি. তলদেশ থেকে রিপ র‍্যাপ পরিষ্কারকরণ, জেটি এলাকায় ড্রেজিং, বোলার্ড ইন্সটলেশন ও সরবরাহ, ল্যাডার ইন্সটলেশন ও সরবরাহ,

১১৬৪ মিটারের কিইউ রেলের সরবরাহ ও ইন্সটলেশন, ফ্যান্ডার ব্যবস্থা সরবরাহ ও ইন্সটলেশনের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এর পাশাপাশি সয়েল টেস্ট, সার্ভিস পাইলের স্ট্যাটিক লোড টেস্ট, সার্ভিস পাইলের উচ্চতর সহনশীল ক্ষমতা টেস্ট, সার্ভিস পাইলের ইনটেগ্রিটি টেস্ট এর কাজও শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে। তবে সকল অঙ্গের কার্যক্রম শেষ হলেও কাস্ট ইন সিটু গার্ডারের কাস্টিং, প্রিকাস্ট স্ল্যাব ইন্সটলেশন ও সারফেস লেয়ার স্ল্যাব কাস্টিং এর কাজ যথাক্রমে ৯, ১৭ ও ২৫ ভাগ কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। এছাড়া ল্যাডার এবং রেলিং সরবরাহ এবং ইন্সটলেশনের কাজ এখনও বাকি রয়েছে। জেটির সকল কাজ সম্পন্ন হলে এসকল কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

সারণি ৩.৪: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (কন্টেইনার জেটি)

SL.	Description of Item	Unit	BOQ Quantity	Work Done Quantity	Remaining Quantity	Work Progress (%)	Overall Progress
1	RC Sheet Pile Cast & Drive	Nos	1225 (18865 Meter)	1225	0.0	100%	92.63%
2	PHC Pile Supply & Driving	Nos	954	954	0.0	100%	
3	Breast Wall	Mtr	760.50	760.50	0.0	100%	
4	Anchor Wall	Mtr	751.20	751.20	0.0	100%	
5	Soil Test	Nos	8	8	0.0	100%	
6	Static Load Test on Service Pile of Bay B & F,-06 Nos	Set	2	2	0.0	100%	
7	Pile Integrity Test on Service Piles	Nos	954	954	0.0	100%	
8	High Strain Test on Service Piles	Nos	48	48	0.0	100%	
9	Pilecap Casting i/c HMT Foundation	Nos	936	936	0.0	100%	
10	Cast in Place Slab Casting	Nos	8	8	0.0	100%	
11	Precast Girder i/c Precast Berthing Block Casting	Nos	696	696	0.0	100%	
12	Precast Girder i/c Precast Berthing Block Installation	Nos	696	696	0.0	100%	
13	Cast in Situ Girder casting including CG & SG	Mtr	6290.00	5731.00	558.10	91.11%	
14	Precast Slab Casting	Nos	1026	1026	0	100%	
15	Precast Slab Installtion	Nos	1026	852	172	83%	
16	Surface Layer Slab Casting	Sqm	31145.00	23145.00	7999.0	74.30%	
17	Riprap Cleaning from River Bed	Sqm	41500.00	41500.00	0.0	100%	
18	River Dredging of Jetty Area	Cum	100666.00	100666.00	0.0	100%	
19	Supply and Installation Fender	Set	56	56	0	100%	
20	Supply and Installation of Bollard	Nos	32	32	0	100%	
21	Supply and Installation of QU 100 rail	Mtr	1164.00	1164.00	0.0	100%	
22	Supply and Installation of Ladder	Nos	16.00				
23	Supply and Installation of Railing	Sqm	109.76				
24	Expansion Work	Mtr	690.00				

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

চিত্র ৩.২: জেটি নির্মানে পাইল ড্রাইভ এবং পাইল কাটিং

চিত্র ৩.৩: জেটি নির্মাণ

ডলফিন জেটি

২২০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫৬৯০ বর্গ মিটার আয়তনের ডলফিন জেটির নির্মাণ কাজ এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত ৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৮৪টি পাইল স্থাপন যেখানে উল্লম্ব পাইলের সংখ্যা ৩২টি, ৫৬.২ মিটার দৈর্ঘ্যের ও ৩.৬ মিটার প্রস্থ সম্বলিত ২০২৩ বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলের এপ্রোচ ওয়ে, ৪ পয়েন্টের মুরিং ডলফিন যেখানে প্রতিটি পয়েন্টে ৬টি করে পাইল ও প্রতিটি পাইলের আয়তন ৩৩.৬ ঘন মিটার, ১০টি পাইল সংবলিত ২৪০ বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলের প্লাটফর্ম, ৪ পয়েন্টের ২৪০ বর্গ মিটার ক্ষেত্রফলের ব্রেস্টিং ডলফিন যেখানে পাইলের আয়তন ৮১ ঘন মিটার, ৮টি ১০০ টন ও ৮টি ১০ টন ওজনের কাস্ট আয়রন বোলার্ড এবং ৪টি কোণাকৃতির ফ্যান্ডার ব্যবস্থার কাজ সার্বিকভাবে ৯৮ শতাংশ সম্পাদিত হয়েছে।

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (ডলফিন জেটি)

SL No.	Name of Item	Technical Details	Overall Progress
1	Total Jetty Area	224.471 m* 69.900 m= 15690.45 m^2	98%
2	No. of Total Pile	84 NOS 9Vertical 32 Nos) (Inclined 52 NOS)	
3	Approach Way	A) Approach area: 56.2 m* 3.6 m= 2023m^2 B) Total Pile: 22 NOS C) Pile Dia: 600 mm	
4	Mooring Dolphin	A) No. of Point: 4 NOS B) Pile in each Point: 6 NOS C) Pile Head Volume: (4.5 m* 2.8m* 2.5m) D) Pile Dia: 600 mm	
5	Platform	A) Platform Total Pile: 10 NOS B) Platform Area: (20m* 12m= 240m^2) C) Platform Dia:100mm	
6	Breasting Dolphin	A) No. of Point: 4 NOS B) Platform Area: (20m* 12m= 240m^2) C) Pile Head Volume: (7.2 m* 4.5m* 2.5m) D) Pile Dia: 1000 mm	
7	Fender System	A) No. of Fender: 4 NOS B) Fender Type: Cone (Including Front with Facia Pad)	
8	Cast Iron Bollard	A) No. of Cast Iron Bollard: 16 NOS B) 100 Ton Bollard: 8 NOS, 10 Ton Bollard: 8 NOS	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

চিত্র ৩.৪: ডলফিন জেটির বর্তমান অবস্থা

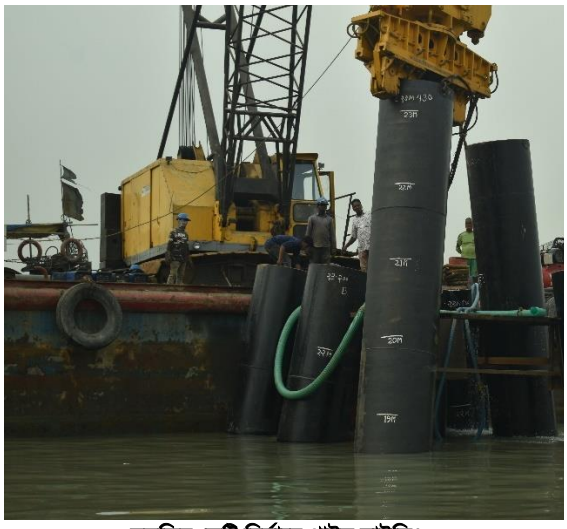

ডলফিন জেটি নির্মানে পাইল ড্রাইভিং

ডলফিন জেটি নির্মাণ

চিত্র ৩.৫: ডলফিন জেটি নির্মাণ পর্যায়ে

গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, ওভার হেড পানির ট্যাংক এবং পাম্প হাউস

গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, ওভার হেড পানির ট্যাংক এবং পাম্প হাউসের কাজ সার্বিকভাবে ২৩ শতাংশ সম্পাদিত হয়েছে। BOQ অনুযায়ী গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার এর ৯৭২ বর্গ মিটারের শীট পাইল স্থাপন ৭০ শতাংশ ও ৭৩৭ ঘনমিটারের কংক্রিটিং এর কাজ ২৬ শতাংশ সম্পাদিত হয়েছে। ওভার হেড পানির ট্যাংক এর ১০৮ রানিং মিটারের প্রিকাস্ট পাইলের কাজ শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু পাম্প হাউসের কার্যক্রম এখনো শুরু করা হয়নি।

সারণি ৩.৬: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বাস্তব কাজের অগ্রগতি (গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, ওভার হেড পানির ট্যাংক এবং পাম্প হাউস)

SL.	Description of Item	Unit	BOQ Quantity	Work Done Quantity	Remaining Quantity	% Progress	Overall Progress
1	Ground Water Reservoir						
1.1	Installation of Sheet Pile	Sqm	972	777.1	194.9	70%	
1.2	Concreting Work	Cum	2896	737	2159	26%	23%
2	Overhead Water Tank						
2.1	Construction of Precast Pile	Rm	108	108	-	100%	
2.2	Driving of Precast Pile	Rm	108	108	-	100%	
2.3	Concreting Works	Cum	459	0	0	0%	
3	Pump House				-	0%	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

৩.১.৭ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (মে ২০২২ পর্যন্ত)

সারণি ৩.৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তব ও ভৌত অগ্রগতি প্রাক্কলিত ব্যয় ও BOQ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ: ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৪৯০ লক্ষ টাকা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারাই এর কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের মধ্যে রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, মেরিন ফিশারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ- ৩টি বার্থ,

আরসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ (২১২৮ ব.মি.), যান্ত্রিক মেরামত কারখানা এবং ওয়াশ পিট নির্মাণ, ফুয়েল স্টেশন, বাউন্ডারী ওয়াল ও বিএএফ এর অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতিও শতভাগ অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের বাকী অঙ্গসমূহের বাস্তব ও ভৌত অগ্রগতি শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে কাস্টমস স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ অর্জিত সম্পাদিত হয়েছে। অপরদিকে ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ এর আর্থিক ৯৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ, পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট, সার্ফেজ ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এর আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১৮.৩৩%। ১২ মি. ড্রাফট এর জন্য জেটি এলাকায় ড্রেজিং, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, ওভারহেড ট্যাংক, পাম্প হাউজ (সিভিল ওয়ার্ক) এর ভৌত কাজ কেবল মাত্র ২৫% সম্পাদিত হয়েছে।

সারণি ৩.৭: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গের আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	প্রক্কলিত ব্যয়	BOQ অনুযায়ী		বাস্তব অগ্রগতি	
			টাকার পরিমান	মোট টাকার %	টাকার পরিমান	অর্জন %
২	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	৩৪৯০.০০	২৭০৩.৪২	২.৮৪	৩৪৫০.২০	৯৭%
১৯	রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	১০৫০.০০	৭৬৫.৯০	০.৮৫	১০৩৮.৪৪	১০০%
২০	কাস্টমস স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	৯৫০.০০	৭৯৪.৩৮	০.৭৭	৯৪০.৪৬	১০০%
২১	মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১.০৬	১২৯৭.৬৭	১০০%
১১	আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	১০৮০০.০০	৭৭৩৯.২৫	৬.৩০%	১৬২৭.৮২	১৮.৩৩%
	পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট	৫০০.০০	৩৭৬.৩৬	০.৩০%		
	সার্ফেজ ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ	১৩৫০.০০	৭৬৩.৬৩	০.৬২%		
১	ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন	১১৭০০.০০	৮৫৫৪.৮৮	৯.৫২	১১৭০০.০০	১০০%
৩	১০নং খালের জন্য বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ	১২০০.০০	৯৪৫.৪৩	০.৯৮	১২০০.০০	১০০%
৫	হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ- ৩টি বার্থ	৪৪৫০০.০০	২২৭৬৩.২৬	৩৬.১৯	৪৪৫০০.০০	৯২%
	আরসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৭৭৬০.০০	৭৭৬০.০০	৬.৩১	৭৭৬০.০০	১০০%
৬	ডলফিন জেটি নির্মাণ (২২০মি:)	৩৫০০.০০	২৯১৫.৫০	২.৮৫	৩৪২৫.৪০	৯৮%

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	প্রক্কলিত ব্যয়	BOQ অনুযায়ী		বাস্তব অগ্রগতি	
			টাকার পরিমান	মোট টাকার %	টাকার পরিমান	অর্জন %
৭	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ	৭০০০.০০	৪৮৮৯.০৬	৫.৬৯	৭০০০.০০	১০০%
৮	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ	২২০০.০০	১৯৮১.৩৮	১.৭৯	২১৯২.০০	৯৭%
২২	১২ মি. ড্রাফট এর জন্য জেটি এলাকায় ড্রেজিং করা	৫০০.০০	৪২৬.৭৫	০.৩৪%	-	-
১০	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ (২১২৮ বমি)	৯৫০.০০	৮৫৩.৯২	০.৭৩	৯২০.০০	১০০%
৯	যান্ত্রিক মেরামত কারখানা এবং ওয়াশ পিট নির্মাণ	১০০০.০০	৯০২.৫২	০.৮১	১০০০.০০	৯৯%
১৫	ইলেকট্রিক সাব স্টেশান-১ এবং ২ (সিভিল ওয়ার্ক)	৮০০.০০	৪৬৮.০২	০.৩৯%	৩৫৭.৬৯	৪৪.৯৬%
১২	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৯৮০.০০	৬০৫.০০	০.৫০%	১৩৩.৫০	১৪.৪৭%
	ওভারহেড ট্যাংক	৫২০.০০	৩১৭.৭১	০.২৬%		
	পাম্প হাউজ (সিভিল ওয়ার্ক)					
১৩	ফায়ার স্টেশান এবং মেশিনারীজ	৩১৫.০০	১২৪.৪৬	০.৪৮%	৬৮.৬৩	১১.৬৩%
	গেইট ও গেইট কমপ্লেক্স	৫৫০.০০	৪৬৫.৬৮			
১৮ (১,২,৩,৪,৫)	লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-১	৩২৫.০০	৭২.৮৫	০.০৬%	৩৯.৪০	১২.১২%
	লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-২		৭০.০৯	০.০৬%	-	-
	ড্রাইভার শেড এবং ক্যান্টিন		৪৬.৫৯	০.০৪%	২৫.৬৬	৭.৯০%
	মেকানিক রেস্টরুম এবং টয়লেট ব্লক		৪১.১১	০.০৩%	২২.৯০	৭.০৪%
	প্রেয়ার রুম		৩৮.৯১	০.০৩%	২৩.৩৮	৭.২০%
১৬	ফুয়েল স্টেশন	৬৫.০০	২০.৮৭	০.০১%	৬৫.০০	১০০%
১৭	মসজিদ নির্মাণ (তিন তলা ভিত্তিসহ ১তলা মসজিদ)	১৬০.০০	১৩৭.৭৮	০.১১%	১৩২.৫২	৮৩%
১৪	প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপর‍্যাপ সার্ফেজ নির্মাণ	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১.২২%	-	-
২৩	বাউন্ডারী ওয়াল, বিএএফ	১১০০.০০	১১০০.০০	০.৯০%	৬৬৮.৭১	৬১%
২৪	সীমানা দেয়াল নির্মাণ (উচ্চতা ৬মি)	১৩৬৫.০০	১২৫২.০৬	১.০৯%	৯২৬.৫৮	৬৮%
২৫	নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ-৫	৭০.০০	৭০.০০	০.০৬%	৫৭.২১	৮২%
২৬	বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সাপ্লাই লাইন ইত্যাদি	৬০০.০০	৬০০.০০	০.৪৮%	৫২০.২০	৮৭%

প্যাকেজ নং	কাজের বিবরণ	প্রক্কলিত ব্যয়	BOQ অনুযায়ী		বাস্তব অগ্রগতি	
			টাকার পরিমান	মোট টাকার %	টাকার পরিমান	অর্জন %
মোট		১০৮১০০	৭৩৩৬৬.৭৭	৭০.৫২২৮	৯১০৯৩.৩৭	৮৪.২৭

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন ব্রিগেড মে, ২০২২

৩.২ পূর্ত কাজের গুণগতমান ও ডিজাইন এর পর্যালোচনা

নির্মাণকালে বিভিন্ন অঙ্গের প্রাক্কলন ব্যয় বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য সংগৃহীত মালামাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুনগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্মাণাধীন কন্টেইনার টার্মিনালের আয়ুষ্কাল শত বছর, সেই সাথে কন্টেইনার ইয়ার্ডের আয়ুষ্কালও অর্ধশতবছর নির্ধারণ করা হয়েছে। কন্টেইনার টার্মিনাল এবং জেটির ডিজাইন লাইফ নির্ভর করে এর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর উপর। চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর প্রবৃদ্ধির হার ১২%। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এ হার আরও বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কন্টেইনার টার্মিনাল এবং জেটির ডিজাইন লাইফকে নির্ধারিত সময় থেকেও বেশি হতে পারে। অপরদিকে ফ্লাইওভার বা ওভার পাসের আয়ুষ্কাল শতবছর ধরা হয়েছে একইভাবে সড়কের পেভমেন্টের আয়ুষ্কাল ৫০ বছর নির্ধারণ করে গুনগতমান বজায় রেখে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দক্ষ জনবল, যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে জেটি, ইয়ার্ড, সড়ক ও ওভারপাসসহ সকল অবকাঠামোর ডিজাইন লাইফ সচল রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩.৩ প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল প্রকল্পের আওতাধীন ৪২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ করতে ডিপিপি অনুসারে ৭৭৬০ লক্ষ টাকাই খরচ হয়েছে। তবে প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ফ্লাইওভারের প্রবেশমুখের পার্শ্ব রাস্তা বেশ সংকীর্ণ, যা ট্রাক বা কার্গো চলাচলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। প্রকল্পের আওতায় রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ করতে ডিপিপি অনুযায়ী ১০৫০ লক্ষ টাকা ধরা হলেও শতভাগ কাজ সম্পন্ন করতে মোট ১০৩৮.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ২২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ডলফিন জেটি নির্মাণ এর নির্মাণ কাজ ৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ডলফিন জেটির মোট ক্ষেত্রফল ১৫৬৯০ বর্গ মিটার যেখানে প্লাটফর্মের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গ মিটার। ডলফিন জেটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৫০০ লক্ষ টাক এবং ব্যয় হয়েছে ৩৪২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করে দেখা যায় যে কন্টেইনার জেটির প্রায় ৯৩ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। কন্টেইনার জেটির সকল অঙ্গের কাজ শেষ হলেও প্রিকাস্ট স্ল্যাব ইন্সটলেশন ও সারফেস লেয়ার স্ল্যাব কাস্টিং এর কাজ যথাক্রমে ১৭ ও ২৫ ভাগ অবশিষ্ট রয়েছে। আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহের নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সাইট পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় যে আরসিসি ইয়ার্ডের পেভমেন্ট এর ঢালাই কাজ পুরোদমে চলমান রয়েছে।

চিত্র ৩.৬: কাস্টমস অফিস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থানান্তর ও পুন:নির্মাণ

চিত্র ৩.৭: কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ

৩.৪ ভৌত কাজের গুনগত মান

ভৌত কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগতমান পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

সয়েল সেম্পল

ক) অ্যাটারবার্গ লিমিট পরীক্ষাটি অ-প্লাস্টিক (nonplastic), যা মানদণ্ডকে সন্তুষ্ট করে এবং সঠিক রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

খ) স্ট্যান্ডার্ড প্রক্টর ফলাফল সহ MDD ১৭৫৫ এবং ১৬০০ এর লক্ষ্যের উপরে এবং ঠিক আছে।

গ) CBR পরীক্ষিত ৩৪% এবং ৮% এর লক্ষ্যের চেয়ে ভাল এবং ঠিক আছে।

ঘ) FDD পরীক্ষিত হিসাবে ৯৫.৫০% যা ৯০% এর লক্ষ্যের উপরে এবং ঠিক আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

এমএস রড

M S রড টেনসাইল স্ট্রেংথের ফলাফল ৬৩৬.৪০ MPA, যা এর লক্ষ্যের ৬২০ MPA বিপরীতে ঠিক আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

সিমেন্ট

ক) কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট (৩,৭ এবং ২৮ দিনের গড়) শক্তি ২২.১০ MPA ১৬ MPA-এর চেয়ে বেশি এবং লক্ষ্য পূরণ করে। খ) ২৬০ লক্ষ্যের বিপরীতে সূক্ষ্মতা ৩০০ সঠিক রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। গ) সেট করার সময় ২২৫ যা ৩৭৫ এর কম এবং ঠিক আছে।

সারণি ৩.৮: ভৌত কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুনগত মান পরীক্ষা (Soil Sample, MS Rod ও Cement**)**

SL. No.	Item Description	Name of Test	No of Test	Reference Value	Result	Comment
1.	Soil Sample of Subgrade, shoulder, Embankment	Atterburg Limit	2	-	Non - Plastic	
		MDD	2	Standard Proctor	1766,1745	
		CBR	1	>8%	34%	
		FDD		Greater or equal to 90%	95.5%	
3.	MS Rod	Tensile Strength	2	620 MPA	636.4 MPA	Grade 60
4.	Cement	Compressive Test 3, 7 & 28 days	2	20 MPA	22.1	3, 7 & 28 days
		Fineness	2	250 KN	300 KN	
		Setting Time	2	Not more than 375 minutes	225 minutes	Final Setting Time

ভৌত কাজের গুনগত মান

বিভিন্ন স্তরের থিকনেসের তুলনা অনুমোদিত ডিজাইনের জন্য "A" এবং প্রাপ্ত ফলাফল "B" -তে নিম্নে প্রদান করা হলো। রাস্তার সকল স্তরের পুরুত্ব অনুমোদিত ডিজাইনের পুরুত্বের চেয়ে বেশি এবং রাস্তার কাঠামো যথেষ্ট স্থিতিশীল। মানের দিক থেকে একে সন্তোষজনক বলা যায়।

আবার, ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত আইএসজি'র ক্ষেত্রে পুরুত্ব সন্তোষজনক। অপরদিকে অন্যান্য সমস্ত মান ডিজাইনের পুরুত্বের মানের কাছাকাছি। সুতরাং অবকাঠামোটি সকল দিক দিয়ে সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

সারণি ৩.৯: ভৌত কাজের গুনগত মান পরীক্ষা (রাস্তা)

Sl. No.	Component	A: Thickness as per Approved Design (mm)	B: Thickness as per Field Measurement (mm)	(B-A) mm	Remarks
1.	ISG	6613	6955	342	Satisfied with the requirements
2.	Sub-BASE	6613	7835	222	do
3.	BASE TYPE 2	3306.6	3918	222	do
4.	Binder Course	22042	22116	611.40	do
5.	Wearing Course	22042	25117	74	do

Source: Test Result at Lab, 2022

৩.৫ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৩.৫.১ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল পূর্ত কাজসমুহ ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড কর্তৃক ১টি প্যাকেজের (ডব্লিউ-১) মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড উক্ত প্যাকেজটিকে ২৬টি প্যাকেজের আওতায় এনে বাস্তবায়ন করছে। অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তিনটি প্যাকেজের (ডব্লিউ-২, ৩, ৪) মাধ্যমে তিনটি পূর্ত ক্রয় কাজ বাস্তবায়ন করছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় পূর্ত ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজ এবং সেবা ক্রয় কার্যের একটি প্যাকেজের (১, ২, ৩, ৫ এবং এস-১) দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। পূর্ত ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজেই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অপরদিকে সেবা ক্রয় কার্যের প্যাকেজ নং এস-১ সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পূর্ত ক্রয় কাজ এবং সেবা ক্রয় কাজের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৮৮৭ লক্ষ টাকা। এ সকল ক্রয় পরিকল্পনার বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে তিনটি প্যাকেজের পূর্ত কাজ এবং ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অপর একটি প্যাকেজের পূর্ত কাজ চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করা হয়েছিল। সেবা ক্রয় প্যাকেজের কাজটি ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির উল্লেখ ছিল এবং কাজটি যথা সময়ে সমাপ্ত হয়েছিল। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কাজসমূহ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কেবলমাত্র সেবা ক্রয় কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য ৪টি প্যাকেজের এবং পণ্য ক্রয়ের নিমিত্তে ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের লক্ষ্য ছিল। পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য ৪টি প্যাকেজের সবগুলোই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২৫০০ লক্ষ টাকা। পণ্য ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজ আরএফকিউ এবং ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০.৩ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। এসকল ক্রয় পরিকল্পনার বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের ৪টি প্যাকেজের চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল যথাক্রমে ২০১৯ সালের জুলাই, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে। পণ্য ক্রয়ের ৪টি প্যাকেজের চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় প্রকল্প পরিচালকের দফতর থেকে পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য ৬টি প্যাকেজের এবং পণ্য ক্রয় কাজের ১টির জন্য ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। বার্ষিক ক্রয়ের পূর্ত কাজের ৬টি প্যাকেজই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এ প্যাকেজসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৮৬৫ লক্ষ টাকা। অপরদিকে পণ্য ক্রয় কাজের প্যাকেজটি উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৫০ লক্ষ টাকা। ক্রয় প্রক্রিয়ার নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের প্যাকেজসমূহের চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল যথাক্রমে ২০১৯ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এবং ২০২০ সালের মে ও জুন মাসে। পণ্য ক্রয় কাজের প্যাকেজটি চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য ২টি প্যাকেজের সবগুলোই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮৭০ লক্ষ টাকা। ক্রয় প্রক্রিয়ার নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের প্যাকেজসমূহের চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল একটি প্যাকেজের ২০২০ সালের আগস্ট মাসে অপরটির ২০২২ সালের মার্চ মাসে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় প্রকল্প পরিচালকের দফতর থেকে পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য ১৪টি প্যাকেজের এবং পণ্য ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। ১৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১১টি প্যাকেজ ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮২৩৯.৪০ লক্ষ টাকা। অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তিনটি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল তার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৯০০ লক্ষ টাকা। পণ্য ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা লক্ষ্য ছিল তার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০৫ লক্ষ টাকা। ক্রয় প্রক্রিয়ার নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের প্যাকেজসমূহের চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে। মাসে। পণ্য ক্রয় কাজের ৩টি প্যাকেজের চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং একটি প্যাকেজের কাজ ২০২৩ সালের ডিসেম্বর নভেম্বর মাসে সমাপ্ত হবে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ক্রয় পরিকল্পনার সকল প্যাকেজই ডিপিপি অনুযায়ী পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক ক্রয় করা হয়েছে। প্যাকেজসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

৩.৫.২ প্রকল্পের ক্রয় কার্য পর্যালোচনা

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল পূর্ত কাজসহ অন্যান্য কাজ PPR-২০০৮ এর আলোকে, অর্পিত ক্রয়কার্য প্রক্রিয়া (Delegated Procurement), সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিম্নে পূর্ত কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো:

চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য প্রণীত ৩০ বছর মেয়াদী স্ট্রাটেজিক প্লানে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ১৭ লক্ষ TEUS ছিল। প্রকল্পের শুরু থেকে আগামী ৩০ বছর অর্থাৎ ২০৪৩ সালে বাংলাদেশে ১০২ লক্ষ TEUS কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হবে, যা চট্টগ্রাম বন্দরের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য উক্ত মাস্টার প্লানে ২০২৬ সাল নাগাদ ৩য় আরেকটি সমুদ্র বন্দরকে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এ এগিয়ে আসতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত মাস্টার প্লানে ২০২০ সাল নাগাদ কর্ণফুলি কন্টেইনার টার্মিনাল, ২০২৩ সাল নাগাদ বে-কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করে অপারেশনে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২০ সাল নাগাদ কর্ণফুলি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের ঐক্যমত্য হয়েছে। এতে এডিবি কর্তৃক প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে সম্মত হয়েছে। এ লক্ষ্যে কর্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত টার্মিনাল নির্মাণ করতে হলে ৫০এর দশকে নির্মিত ৯-১৩ নং জেটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তখন চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে দেশের আমদানি-রপ্তানি কর্যক্রম ব্যাহত হবে। আমদানি-রপ্তানি কর্যক্রম নির্বিঘ্ন রেখে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেসিটি নির্মাণের পূর্বে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী। উল্লেখ্য,

২০১৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা দাড়াবে ২৩.৮০ লক্ষ TEUS। নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা না হলে এ সক্ষমতা ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে এবং ২০২১ সাল নাগাদ এ ঘাটতি প্রায় ১২.১৫ লক্ষ TEUS হবে বলে পরামর্শকগণ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া ২০২১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরকে প্রায় ৩৫.৯৫ লক্ষ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে হবে। উক্ত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে ২০২১ সাল নাগাদ প্রতি বছর ৩২৮৯টি জাহাজ বার্থিং করতে হবে। এর জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের প্রায় ৪৩০০ মিটার জেটি প্রয়োজন হবে। কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩৬৩০ মিটার জেটি বিদ্যমান রয়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে ২০১৯ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ করতে হলে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। উক্ত টার্মিনালের গুনগত মান বজায় রেখে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নির্মাণ করতে হলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন সরকারি (সেনাবাহিনী/ নৌবাহিনী) প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) নির্মাণ করা যৌক্তিক হবে। অন্যথায় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে উক্ত টার্মিনাল নির্মাণ করা গেলে দরপত্র আহবান, মূল্যায়নসহ অন্যান্য দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ। এতে করে ২০১৯ সালের মধ্যে উক্ত টার্মিনাল নির্মাণ সম্ভব হবে না। যার ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা তথা জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অপরদিকে ২৭ আগস্ট ২০১৭ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সার্কুলারে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থানকৃত পূর্তকাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ডিপিএম-এর পরিবর্তে 'অর্পিত ক্রয়কার্য' হিসেবে সম্পাদনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তবে এটি ডিপিপি সংশোধনকালে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পিপিআর- ২০০৮ এর ধারা- ১২ অনুসারে প্রকল্পের পূর্তকাজসমুহ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement Method) প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড-কে প্রদান করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে লে. কর্নেল পদমর্যাদার একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত রয়েছে। চবক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ৩১/১২/২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত MOU এবং ২১/১১/২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত AMOU অনুযায়ী ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড Project Implementation Policy (PIP)-এর মাধ্যমে পূর্তকাজসমুহ সম্পাদন করছে। ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড ২৬টি প্যাকেজের ২৬টি প্যাকেজেই অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method) অনুসরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ক্রয়, সেবা ও পূর্ত কাজসমুহের মধ্যে ৩টি প্যাকেজে পূর্ত কাজ, ১টি প্যাকেজে সেবা এবং ১০টি প্যাকেজের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ কাজ সম্পাদনের উল্লেখ রয়েছে। প্যাকেজসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পূর্ত কাজের ৩টি প্যাকেজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা ওটিএম অনুসরণ করার উল্লেখ রয়েছে। সরবরাহ কাজের ১০টির মধ্যে ৫টিতে প্যাকেজ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা ওটিএম অনুসরণ করার করা হয়েছে। বাকি ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের ক্রয়কার্য ডিপিএম এবং তিনটি প্যাকেজের ক্রয়কার্য আরএফকিউ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর- ২০০৮ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে। নিম্নে পূর্ত কাজের ৫টি প্যাকেজের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

"পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের ৪টি প্যাকেজ রয়েছে। এরমধ্যে প্রকল্পের মূল কাজটি প্যাকেজ নং ডব্লিউ-১ এর মাধ্যমে ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাকি চারটি কাজ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড প্যাকেজ

নং ডব্লিউ-১ কে কাজের সুবিধার্থে ২৬ টি প্যাকেজের আওতায় ভাগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজসমূহের মধ্যে থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৫টি প্যাকেজ বাছাই করে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে কেইস স্টাডির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

প্যাকেজ নং ২

উক্ত প্রকল্পের ২ নং প্যাকেজের অধীনে ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ শিরোনামে কাজ শুরু করা হয়। এই লক্ষ্যে ০২-০৫-২০১৮ ইং তারিখে দরপত্র আবাহবান করা হয়। ৩রা মে, ২০১৮-তে দরপত্র খোলা হয় যেখানে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিলো ৩টি। ১৪ মে, ২০১৮ ইং তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কাজ শেষ করা হয়। উক্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্রের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ২৮-০৫-১৮ ইং তারিখে Notification of Award জারি করা হয় এবং Initial Tender এর মধ্যে Validity Period Contract Award জারি করা হয়। উক্ত কাজের উদ্ধৃত দর অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৩৪৯০ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ্যে HOPE কর্তৃক ঢাকা সেনানিবাসের মেজর জেনারেল, ই ইন সি ৩৪৯০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যের চুক্তি অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মীর আক্তার হোসেন লিমিটেড এর সাথে চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ১৪-১০-২০১৮ ইং তারিখে উক্ত প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার উল্লেখ থাকলেও ৩ বছরের বেশী সময় পর ১৮-০১-২০২১ ইং তারিখে উক্ত অঙ্গের কাজ সমাপ্ত হয়। তবে কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ার ফলে Liquidated Damage আরোপ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। কাজটি মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরদিকে কাজটি শতভাগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কার্য শেষে প্রদান করা হয়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ বিল ছিল ৪০৮১৩১১১.০০ টাকা এবং সর্বমোট বিল হয় ২০১৩৪০৮৪৩.০০ টাকা। সর্বশেষ ০৯-০৬-২০২১ ইং তারিখে বিল দাখিল করা হয়। চূড়ান্ত বিল থেকে ১৪০৪৭০৩৮.০০ টাকা ভ্যাট এবং ৮৯১৮৭৫৫.০০ টাকা আয়কর হিসেবে কর্তন করা হয়। বিলসমূহ থেকে কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়েই কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগও ছিল না। ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।

প্যাকেজ নং ২০

২০ নং প্যাকেজের আওতায় কাস্টমস অফিসের স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ শিরোনামে অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত কাজের জন্য ০৮-০৮-১৯ ইং তারিখে Notification of Award জারি করা হয় এবং Initial Tender এর মধ্যে Validity Period Contract Award করা হয়েছে। উক্ত কাজের উদ্ধৃত দর অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯৫০ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ্যে ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী এর সাথে ৯৫০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে চুক্তি অনুমোদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ০৩-১১-২০১৯ ইং তারিখে উক্ত প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে ১০-১২-২০২০ ইং তারিখে সমাপ্ত হয়। তবে কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। কাজটি মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং ৩০-০১-২০২২ ইং তারিখে প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়ন প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল ছিলো ৬৩৩৩৬৪৫.০০ টাকা এবং সর্বমোট বিল হয় ৯৪২৯৩৬৯৫.০০ টাকা। অপরদিকে

০১-০৩-২০২২ ইং তারিখে চূড়ান্ত বিল দাখিল করা হয়। চূড়ান্ত বিল থেকে কর্তনকৃত ভ্যাটের পরিমাণ ছিলো ৬২৩১৩২৪.০০ টাকা এবং আয়কর ৩৮৭৫৩৯২.০০ টাকা। উক্ত কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/ কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগও ছিল না। ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল।

প্যাকেজ নং ৬

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬ নং প্যাকেজের অধীনে ডলফিন জেটি নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে ০৫-১০-২০১৮ ইং তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। ০৭-১১-২০১৮ ইং তারিখে দরপত্র খোলা হয় এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিলো ৩টি। ০৮-১১-২০১৮ ইং তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্তর প্যাকেজটির ক্রয়কার্য অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্রের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়েই কোন প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগও ছিল না। ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। ২৯-১১-১৮ ইং তারিখে Notification of Award জারি করা হয় এবং Initial Tender এর মধ্যে Validity Period Contract Award জারি করা হয়। উক্ত কাজের উদ্ধৃত দর অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩৫০০ লক্ষ টাকা এবং এটিই চুক্তি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড এই কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মায়ার লিমিটেড এর সাথে চুক্তি করে। এই লক্ষ্যে HOPE কর্তৃক ঢাকা সেনানিবাসে মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার (মেজর জেনারেল, ই ইন সি) কর্তৃক ৩৫০০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে চুক্তি অনুমোদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২৮-০৭-২০১৯ ইং তারিখে উক্ত প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার উল্লেখ ছিলো। তবে ২ বছরের বেশি সময় পর ৩১-০৫-২০২২ ইং তারিখে উক্ত প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়। তবে কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ার ফলে Liquidated Damage আরোপ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। কাজটি মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরদিকে কাজটি শতভাগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়ন পত্র পাওয়া যায়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ বিল ছিল ৫৬.৬৮ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট বিল হয় ২৪.১২ কোটি টাকা। সর্বশেষ ১৯-০৪-২০২২ ইংতারিখে বিল দাখিল করা হয়। সর্বশেষ বিল থেকে ১৫৮.৩৬ লক্ষ টাকা ভ্যাট এবং ১০৩.৭২ লক্ষ টাকা আয়কর হিসেবে কর্তন করা হয়। বিলসমূহ থেকে কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্যাকেজ নং ৭

উল্লিখিত ৭ নং প্যাকেজের অধীনে ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই লক্ষ্যে ১২ই নভেম্বর, ২০১৮ সালে একটি খোলা দরপত্র আহবান করা হয়। ১৩ নভেম্বর, ১৮ সালে খোলা দরপত্রের রেসপনসিভ সংখ্যা ছিল ৩টি। ১৬ জুলাই, ২০১৮ সালে উক্ত দরপত্র মূল্যায়নের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। উক্ত প্যাকেজটিও অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়েই কোন প্রকার অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়নি এবং দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগও পাওয়া যায়নি। ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। ০৮-০৮-২০১৯ ইং তারিখে Notification of Award জারি করা হয় এবং Initial Tender এর মধ্যে Validity

Period Contract Award জারি করা হয়। উক্ত কাজের উদ্ধৃত দর অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯৫০ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ্যে HOPE কর্তৃক ঢাকা সেনানিবাসে মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার (মেজর জেনারেল, ই ইন সি) এর সাথে ৭০০০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে চুক্তিটি অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাটেক কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিমিটেড এর সাথে চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ২রা অক্টোবর,২০১৯ সালে ৭ নং প্যাকেজের সকল কাজ সমাপ্ত হওয়ার উল্লেখ থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০শে জানুয়ারী, ২০২০ সালে ফ্লাইওভার/ ওভারপাস এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। কাজ সমাপ্তিতে দেরী হলে Liquidated Damage আরোপ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা আরোপ করা হয়নি। কাজটি মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছিল। অপরদিকে কাজটি শতভাগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কার্য শেষে প্রদান করা হয়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ বিল ছিল ৯২.৪৯ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট বিল ছিল ৬৮.৯০ কোটি টাকা। সর্বশেষ ০১-১০-২০২০ ইং তারিখে চূড়ান্ত বিল দাখিল করা হয়। চূড়ান্ত বিল থেকে কর্তনকৃত ভ্যাটের পরিমাণ ছিলো ৪৫.৬৭ লক্ষ টাকা এবং আয়কর ৩৭২.৪৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে উক্ত কর্তনকৃত কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

প্যাকেজ নং ১০

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০ নং প্যাকেজের মাধ্যমে সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ শিরোনামে কাজ শুরু করা হয়। এই লক্ষ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সালে দরপত্র আহবান করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সালে দরপত্র খোলা হয় এবং রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিলো ৩টি। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ দরপত্র মূল্যায়নের সকল কাজ শেষ করা হয়। অন্য সকল প্যাকেজের ন্যায় এ প্যাকেজটিও অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়েই কোন প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগও ছিল না। ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। ১২ মার্চ, ২০২০ সালে Notification of Award জারি করা হয় এবং Initial Tender এর মধ্যে Validity Period Contract Award জারি করা হয়। উক্ত কাজের উদ্ধৃত দর অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৯০০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সাংহাই জিরুর মেটোলোজিক্যাল এন্ড হেভি মেশিনারীজ এর সাথে চুক্তি করে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা সেনানিবাসে HOPE কর্তৃক ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান (মেজর জেনারেল, ই ইন সি) এর সাথে ৯০০ লক্ষ টাকার চুক্তি মূল্যে চুক্তি অনুমোদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৩০শে জুন, ২০২০ সালে এই প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হওয়ার উল্লেখ থাকলেও প্রায় দেড় বছর পর ২০শে ডিসেম্বর, ২০২১ সালে উক্ত অঙ্গের কাজ সমাপ্ত হয়। তবে কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ার ফলে Liquidated Damage আরোপ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। কাজটি মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই বাস্তবায়িত হয়েছিল। অপরদিকে কাজটি শতভাগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কার্য শেষে প্রদান করা হয়নি। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ বিল ছিল ৭৯.৯৪ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট বিল ছিল ৮৫.৬৮ কোটি টাকা। সর্বশেষ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ সালে বিল দাখিল করা হয়। বিলসমূহ থেকে ৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা ভ্যাট এবং ৪২.৩০ লক্ষ টাকা আয়কর হিসেবে কর্তন করা হয়। চূড়ান্ত বিল থেকে কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৩.১০: পূর্ত ক্রয় কাজ সম্পর্কিত প্যাকেজসমূহ

ক্রম	বিষয়	৫টি পূর্ত ক্রয় প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত বিবরণ				
১.	প্যাকেজ নং	২	২০	৬	৭	১০
২.	প্যাকেজের নাম	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	কাস্টমস অফিসের স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	ডলফিন জেটি নির্মাণ	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ
৩.	কাজের ধরন	পূর্ত কাজ	পূর্ত কাজ	পূর্ত কাজ	পূর্ত কাজ	পূর্ত কাজ
৪.	ক্রয় পদ্ধতি	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement)	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement)	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement)	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement)	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement)
৫.	Notification of Award জারির তারিখ	২৮-০৫-১৮	০৮-০৮-১৯	২৯-১১-১৮	২৫-০৯-১৮	১২-০৩-২০
৬.	Initial Tender এর মধ্যে Validity Period Contract Award করা হয়েছে কিনা	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে
৭.	Contract Award CPTU-এর Website এ প্রকাশ হয়েছিল কিনা	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে	অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে
৮.	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩৪৯০.০০	৯৫০.০০	৩৫০০.০০	৭০০০.০০	৯০০.০০
৯.	উদ্ধৃত দর (লক্ষ টাকা)	৩৪৯০.০০	৯৫০.০০	৩৫০০.০০	৭০০০.০০	৯০০.০০
১০.	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩৪৯০.০০	৯৫০.০০	৩৫০০.০০	৭০০০.০০	৯০০.০০
১১.	চুক্তি অনুমোদনকারীর নাম ও ঠিকানা	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস
১২.	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	১৪-১০-২০১৮	০৩-১১-২০১৯	২৮-০৭-২০১৯	০২-১০-২০১৯	৩০-০৬-২০২০
১৩.	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ	১৮-০১-২০২১	১০-১২-২০২০	৩১-০৫-২০২২	২০-০১-২০২০	২০-১২-২০২১

ক্রম	বিষয়	৫টি পূর্ত ক্রয় প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত বিবরণ				
১৪.	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে কি না	না	না	না	না	না
১৫.	কাজটি মূল ঠিকাদার কর্তৃক সমাপ্ত/ বাস্তবায়িত হয়েছিল কিনা	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
১৬.	প্রকল্পে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও পরামর্শক কর্তৃক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ	কার্য শেষে প্রত্যায়ন পত্রের তারিখ প্রদান করা হবে	৩০-০১-২০২২	কার্য শেষে প্রত্যায়ন পত্রের তারিখ প্রদান করা হবে	কার্য শেষে প্রত্যায়ন পত্রের তারিখ প্রদান করা হবে	কার্য শেষে প্রত্যায়ন পত্রের তারিখ প্রদান করা হবে
১৭.	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমান ও দাখিলের তারিখ	সর্বশেষ বিল (টাকা): ৪০৮১৩১১১.০০ সর্বমোট বিল (টাকা): ২০১৩৪০৮৪৩.০০ সর্বশেষ বিল দাখিলের তারিখ: ০৯-০৬-২০২১	চূড়ান্ত বিল (টাকা): ৬৩৩৩৬৪৫.০০ সর্বমোট বিল (টাকা): ৯৪২৯৩৬৯৫.০০ চূড়ান্ত বিল দাখিলের তারিখ: ০১-০৩-২০২২	সর্বশেষ বিল (টাকা): ৫৬৬৮০৩৫.০০ সর্বমোট বিল (টাকা): ২৪১২১০১৫৫.০০ সর্বশেষ বিল দাখিলের তারিখ: ১৯-০৪-২০২২	সর্বশেষ বিল (টাকা): ৯২৪৯২৫৫.০০ সর্বমোট বিল (টাকা): ৬৮৮৯৬৩২৯৪.০০ সর্বশেষ বিল দাখিলের তারিখ: ০১-১০-২০২০	সর্বশেষ বিল (টাকা): ৭৯৯৪৩০৪.০০ সর্বমোট বিল (টাকা): ৮৫৬৮১৮৬৩.০০ সর্বশেষ বিল দাখিলের তারিখ: ২৫-০২-২০২২
১৮.	কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাটের পরিমান	ভ্যাট (টাকা): ১৪০৪৭০৩৮.০০ আয়কর (টাকা): ৮৯১৮৭৫৫.০০	ভ্যাট (টাকা): ৬২৩১৩২৪.০০ আয়কর (টাকা): ৩৮৭৫৩৯২.০০	ভ্যাট (টাকা): ১৫৮৩৬৮৫৮.০০ আয়কর (টাকা): ১০৩৭২৪৯৩.০০	ভ্যাট (টাকা): ৪৫৬৭২২৭১.০০ আয়কর (টাকা): ৩৭২৪৫৫১০.০০	ভ্যাট (টাকা): ৫৯৭৭৮০৮.০০ আয়কর (টাকা): ৪২২৯৯৭৪.০০

ক্রম	বিষয়	৫টি পূর্ত ক্রয় প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত বিবরণ				
১৯.	কর্তনকৃত আয়কর ও ভ্যাট ট্রেজারিতে জমা প্রদান করা হয়েছে কিনা	জমা প্রদান করা হয়েছে	জমা প্রদান করা হয়েছে	জমা প্রদান করা হয়েছে	জমা প্রদান করা হয়েছে	জমা প্রদান করা হয়েছে
২০.	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়ে কোন প্রকার অনিয়ম হয়েছে কিনা	কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি	কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি	কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি	কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি	কোন প্রকার অনিয়ম হয়নি
২১.	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/ কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কিনা	না	না	না	না	না
২২.	অভিযোগের কারণে কোন দরপত্রের Award Notification করতে হয়েছে কিনা	না	না	না	না	না
২৩.	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুসরণ করা হয়েছে

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, মে ২০২২

সরবরাহ কাজের ক্রয় কার্য পর্যালোচনা

সারণি ৩.১১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চবক কর্তৃক প্যাকেজ নং জি-১ এবং জি ২ এর মাধ্যমে ৩ সেট কম্পিউটার (২টি ডেস্কটপ ও ১ টি ল্যাপটপ), ১ সেট ফটোকপি মেশিন সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সেপ্টেম্বর- ২০১৮ তারিখের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে যার চুক্তি মূল্য যথাক্রমে ৩.৪৫ লক্ষ টাকা এবং ১.৯৯ লক্ষ টাকা। অপরদিকে প্যাকেজ নং জি ৩ এর মাধ্যমে ১টি জীপ- অনূর্ধ ২৭০০ সিসি যা প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং তা নভেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে সরবরাহ করার কথা থাকলেও ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সরবরাহ করা হয়, যার চুক্তি মূল্য ৯০.৬৮ লক্ষ টাকা। প্যাকেজ নং জি ৪ এর মাধ্যমে ৩টি মোটর সাইকেল- ১২৫ সিসি যা এটলাস বাংলাদেশ থেকে ক্রয় করা হয় এবং নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করা হয়, যার চুক্তি মূল্য ৪.১৯ লক্ষ টাকা। আসবাব পত্র ডিপিপি অনুযায়ী সেপ্টেম্বর- ২০১৮-যার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এর চুক্তি মূল্য ১.৯৮ লক্ষ টাকা।

অপরদিকে প্যাকেজ নং ডব্লিউ-২ এর মাধ্যমে সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের জন্য সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মার্চ, ২০২২ চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে জুন, ২০২২ তারিখের মধ্যে সম্পাদনের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত কাজের চুক্তি মূল্য ১৭৮.২১ লক্ষ টাকা। প্যাকেজ নং ডব্লিউ-৪ এর মাধ্যমে সংকেত টাওয়ার নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করার লক্ষ্যে APP পাস করা হয়েছে। ইয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন হলে সুবিধাজনক স্থানে এটি নির্মাণ করা হবে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এ কাজটি ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করে জুন ২০২২ এর মধ্যে শেষ করার উল্লেখ রয়েছে। প্যাকেজ নং জি- ৮ এর মাধ্যমে ফায়ার ভেহিকল- ৩টি (২টি ট্রাক ও ১টি কার) ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্যাকেজ নং জি-৯ ও জি-১০ এর মাধ্যমে ৩টি নিরাপত্তা পিকআপ ক্রয়, ১টি এম্বুলেন্স ক্রয় করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে, যার কাজ যথাক্রমে ডিসেম্বর- ২০২২, আগষ্ট- ২০২২, এবং আগষ্ট- ২০২২ তারিখের মধ্যে শেষ করা হবে। উক্ত প্যাকেজ দুটিতে ১৭/০৪/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা ১৮/০৫/২০২২ তারিখে খোলা হয়। বর্তমানে এটি মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে। প্যাকেজ জি-২০ এর মাধ্যমে ২টি পাইলট বোট ক্রয় করার লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েয়ে যা ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সকল কার্যক্রম শেষ হবে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একটি ২১/০৪/২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় যা ২৩/০৬/২০২২ তারিখে খোলা হবে। অপরটি ২৬/০৬/২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে এবং ১১/০৮/২০২২ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।

সারণি ৩.১১: সরবরাহ কাজের ক্রয় কার্য এবং অগ্রগতি

প্যাকেজ নং	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	মে, ২০২২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মন্তব্য
							লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		
							বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১
ডব্লিউ- ২	১৭৮.২১	সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম (পূর্তকাজ)	সুমাইয়া এন্টার প্রাইজ, হালিশহর, চট্টগ্রাম	২৬/০৫/২০২২	২৬/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	৮০	৬০	৬০	০০	
ডব্লিউ - ৩	১৫৩৫.৫০	ইয়ার্ড ইলেক্ট্রিফিকেশন কাজ (পূর্তকাজ)	এ এন্ড জে ইন্টার ন্যাশনাল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	৩০/০৩/২০২১	০২/০৪/২০২২	৩০/০৭/২০২২	৮০	৬০	৭০	০০	
ডব্লিউ- ৪	- -	সংকেত টাওয়ার নির্মাণ	- -						--	--	দরপত্র প্রক্রিয়াধীন (APP পাস করা হয়েছে।)
এস- ১	নং- ০২/ ১৬.০৭.১৭ ২৩৭	পরার্মশ সেবা: ড্রইং, ডজিাইন, ডকুমন্টেশেন (আংশিক)	বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা	১৬/০৭/১৭	১৬/০৭/১৭	০৭/১২/১৭			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে
জি- ১	নং- ১৫/ ১৮.০৯.১৮ ৩.৪৫	কম্পিউটার- ২টি ডেস্কটপ ও ১ টি ল্যাপটপ	সুপার কম্পিউটার বিডি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	১৭/০৯/১৮	২৩/০৯/১৮	২৩/০৯/১৮			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে
জি- ২	নং- ১৪/ ১৮.০৯.১৮ ১.৯৯	ফটোকপি মেশিন	সুপার কম্পিউটার বিডি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	১৭/০৯/১৮	২৩/০৯/১৮	২৩/০৯/১৮			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে
জি- ৩	নং- ২৬/ ০৮.১১.১৮ ৯০.৬৮	জীপ- অনূর্ধ ২৭০০ সিসি (অর্থ বিভাগের নির্ধাঃ মূল্যে)	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিস বিডি, ঢাকা	২২/১০/১৮	২২/১০/১৮	০৩/১২/১৮			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে

প্যাকেজ নং	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	মে, ২০২২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মন্তব্য
							লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		
							বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭	৮	৯	১০	১১
জি- ৪	নং- ৩১/ ২৯.১১.১৮ ৪.১৯	মোটর সাইকেল- ১২৫সিসি (অর্থ বিভাগের নির্ধারিত মূল্যে)	এটলাস বাংলাদেশ লি: গাজীপুর	১৪/১১/১৮	১৪/১১/১৮	২৮/১১/১৮			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে
জি- ৫	নং- ১৬/ ১৯.০৯.১৮ ১.৯৮	আসবাবপত্র	মোর্শেদা ট্রেডার্স, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	১৭/০৯/১৮	১৭/০৯/১৮	২৬/০৯/১৮			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে
জি- ৮	- -	ফায়ার ভেহিকল- ৩টি (২টি ট্রাক ও ১টি কার)	- -			--			--	--	ফায়ার ভেহিকল ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
জি- ৯	- -	নিরাপত্তা পেট্রোল কার/ পিকআপ ক্রয় ৩টি)	- -			--			--	--	১৭/০৪/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা ১৮/০৫/২০২২ তারিখে খোলা হয়। বর্তমানে এটি মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে।
জি- ১০	- -	এম্বুলেন্স ক্রয়	- -			--			--	--	১৭/০৪/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা ১৮/০৫/২০২২ তারিখে খোলা হয়। বর্তমানে এটি মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে।
জি- ২০	- -	পাইলট বোট ক্রয় (২টি)	- -			--			--	--	একটি ২১/০৪/২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় যা ২৩/০৬/২০২২ তারিখে খোলা হবে। অপরটি ২৬/০৬/২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে এবং ১১/০৮/২০২২ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।
জি- ২১	নং- নাই/ ২১.১১.১৯ ৬৪১	ফাষ্ট স্পিড বোট ক্রয়	ইউনি মেরিন সার্ভিস পিটিই প্রাইভেট লি: সিঙ্গাপুর	২৪/১১/১৯	২৪/১১/১৯	৩১/১০/২১			১০০%	১০০%	১০০% সম্পাদিত হয়েছে

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, চবক, মে, ২০২২

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতি

সরবরাহ ও পরমর্শ সেবা কাজের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতি

সারণি ৩.১২-তে প্রকল্পের অঙ্গসমূহ কোন প্যাকেজের আওতাধীন কি কি ক্রয় করা হচ্ছে এবং ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ এবং এর অগ্রগতি কতটুকু তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্যাকেজ নং এস-১ এর আওতায় বিআরটিসি, বুয়েট কর্তৃক পরার্মশ সেবা: ড্রইং, ডিজাইন, ডকুমন্টেশেনের কাজ জুলাই, ২০১৭ সালে শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে। এছাড়াও কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, জীপ, মোটর সাইকেল, ফাষ্ট স্পিড বোট আসবাব পত্র ইত্যাদির ক্রয়কার্য শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে। অপরদিকে পাইলট বোট ক্রয়, এম্বুলেন্স ক্রয়, নিরাপত্তা পেট্রোল কার/ পিকআপ ক্রয়, ফায়ার ভেহিকল এবং সংকেত টাওয়ার নির্মাণের জন্যে যন্ত্রাংশ ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম ও ইয়ার্ড ইলেক্ট্রিফিকেশনের কাজের ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে ৬০% এবং ৭০%। অবশিষ্ট কাজসমূহ জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২২ এর মধ্যে শেষ হবে।

সারণি ৩.১২: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র (পরার্মশ সেবা ও সরবরাহ)

প্যাকেজ নং	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান ও তারিখ	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	
ডব্লিউ-২	সিসিটিভি সিকিউরিটি সার্ভেল্যান্স সিস্টেম (সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ, হালিশহর, চট্টগ্রাম)	৬০%	৪০%, জুন- ২০২২	ইয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন হলে বাকি কাজ সম্পাদন করা যাবে।
ডব্লিউ-৩	ইয়ার্ড ইলেক্ট্রিফিকেশন কাজ (এ এন্ড জে এন্টারপ্রাইজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম)	৭০%	৩০%, জুলাই- ২০২২	ইয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন হলে বাকি কাজ সম্পাদন করা যাবে।
ডব্লিউ-৪	সংকেত টাওয়ার নির্মাণ	দরপত্র প্রক্রিয়াধীন	১০০%, জুলাই- ২০২২	APP পাস করা হয়েছে। ইয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন হলে সুবিধাজনক স্থানে এটি নির্মাণ করা হবে।
এস-১	পরার্মশ সেবা: ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন, ডকুমেন্টেশন (আংশিক) (বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা)	১০০%	০%, মার্চ- ২০১৮	
জি-১	৩ সেট কম্পিউটার- ২টি ডেস্কটপ ও ১ টি ল্যাপটপ (সুপার কম্পিউটার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম)	১০০%	০%, সেপ্টেম্বর- ২০১৮	
জি-২	১ সেট ফটোকপি মেশিন (সুপার কম্পিউটার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম)	১০০%	০%, সেপ্টেম্বর- ২০১৮	
জি-৩	১টি জীপ- অনূর্ধ ২৭০০ সিসি (প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা)	১০০%	০%, ডিসেম্বর- ২০১৮	
জি-৪	৩ টি মোটর সাইকেল- ১২৫সিসি (এটলাস বাংলাদেশ, গাজীপুর)	১০০%	০%, নভেম্বর- ২০১৮	
জি-৫	আসবাবপত্র (মোর্সেদা ট্রেডার্স, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম)	১০০%	০%, সেপ্টেম্বর- ২০১৮	

প্যাকেজ নং	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান ও তারিখ	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	
জি-৮	ফায়ার ভেহিকল- ৩টি (২টি ট্রাক ও ১টি কার)	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন	১০০%, ডিসেম্বর- ২০২২	ফায়ার ভেহিকল ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
জি-৯	৩টি নিরাপত্তা পিকআপ ক্রয়	দরপত্র আহবান করা হয়েছে	১০০%, আগষ্ট- ২০২২	১৭/০৪/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা ১৮/০৫/২০২২ তারিখে খোলা হয়। বর্তমানে এটি মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে।
জি-১০	১টি এম্বুলেন্স ক্রয়	দরপত্র আহবান করা হয়েছে	১০০%, আগষ্ট- ২০২২	১৭/০৪/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যা ১৮/০৫/২০২২ তারিখে খোলা হয়। বর্তমানে এটি মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে।
জি-২০	২টি পাইলট বোট ক্রয়	দরপত্র আহবান করা হয়েছে	১০০%, ডিসেম্বর- ২০২৩	একটি ২১/০৪/২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় যা ২৩/০৬/২০২২ তারিখে খোলা হবে। অপরটি ২৬/০৬/২০২২ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হবে এবং ১১/০৮/২০২২ তারিখে দরপত্র খোলা হবে।
জি-২১	২টি ফাষ্ট স্পিড বোট ক্রয় (ইউনি মেরিন সার্ভিস পিটিই লি: সিঙ্গাপুর)	১০০%	০%, নভেম্বর- ২০২০	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, চবক, মে ২০২২

পূর্ত কাজের কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতি

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের ৪টি প্যাকেজ রয়েছে। এর মধ্যে প্রকল্পের মূল কাজটি প্যাকেজ নং ডব্লিউ-১ এর মাধ্যমে ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাকি চারটি কাজ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড প্যাকেজ নং ডব্লিউ-১ কে কাজের সুবিধার্থে ২৬ টি প্যাকেজের আওতায় ভাগ করে বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্যাকেজসমূহের কিছু কিছু কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলেও কিছু প্যাকেজের কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মীর আক্তার হোসেন লিমিটেড কর্তৃক ২ নং প্যাকেজের ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ডন প্রোপাইটিজ কর্তৃক ৩ নং প্যাকেজের ১০নং খালের বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ, সিআরবিসি-ইইএল কনসোর্টিয়াম কর্তৃক ৫ নং প্যাকেজের আরসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ইনফ্রাটেক কনস্ট্রাকশন

কোম্পানী লি: কর্তৃক ৭ নং প্যাকেজের ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ, সাংহাই জিরুর মেটোলোজিক্যাল এন্ড হেভি মেশিনারীজ কর্তৃক ১০ নং প্যাকেজের সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ, তানাজজিনা এ্যাসোসিয়েটস কর্তৃক ১৬ নং প্যাকেজের ফুয়েল স্টেশন, সাঈদ এন্টারপ্রাইজ ও সিকদার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ১৯ নং প্যাকেজের রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, জামান এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ২০ নং প্যাকেজের কাস্টমস অফিসের স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ড্রিম টাচ ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক ২১ নং প্যাকেজের মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, নজরুল এন্ড ব্রাদার্স ২৩ নং বাউন্ডারী দেয়াল, বিএএফ এবং আলমাট কর্তৃক ২৫ নং নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ-৫ এর কাজ শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে। অন্যান্য প্যাকেজের কাজসমূহ বেশিরভাগই জুন, ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। জুন, ২০২২ এর মধ্যেই শতভাগ সম্পাদিত হওয়া কাজসমূহের সম্পন্ন হওয়া কাজের পরিমাণ এবং অবশিষ্ট কাজের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মীর আক্তার হোসেন লিমিটেড কর্তৃক ১ নং প্যাকেজের ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ ৯৯.২৫% সম্পন্ন হয়েছে এবং ০.৭৫% অবশিষ্ট রয়েছে। বাকি কাজ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃকই ১১ নং প্যাকেজের অধীনে যথাক্রমে আরসিসি ইয়ার্ড ও পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ, পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট এবং সার্ফেজ ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ কাজ যথাক্রমে ৪০%, ৭০% এবং ৬৭% বাস্তবায়িত হলেও বাকি যথাক্রমে ৬০%, ৩০% এবং ৩৩% কাজ জুন, ২০২২-এ শেষ হবে বলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জানায়। সিআরবিসি-ইইএল কনসোর্টিয়াম কর্তৃক ৫ নং প্যাকেজের হোয়ার্ফ/জেটি নির্মাণ- ৩টি বার্থ এর কাজ ৯২% সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮% কাজ জুন, ২০২২ শেষ হবে বলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান উল্লেখ করেন। মায়ার লিমিটেড কর্তৃক ৬ নং প্যাকেজের ডলফিন জেটি নির্মাণ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ ২০২২ সালের মে মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। স্টার ট্রেডিং কর্পোরেশন কর্তৃক ৮ নং প্যাকেজের পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ কাজ ৯৭% সম্পাদিত হয়েছে এবং বাকি ৩% কাজও মে, ২০২২ এর মধ্যেই শেষ হবে। দি বিল্ডার্স এ্যাসোসিয়েটস লি: দ্বারা ৯ নং প্যাকেজের যান্ত্রিক ও মেরামত কারখানা নির্মাণ কাজ ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজও মে, ২০২২ এর মধ্যেই শেষ হবে। সাংহাই জিয়ারুই ম্যাটারুজিক্যাল এন্ড হেভী মেশিনারিজ (বিডি) লিমিটেড কর্তৃক ১৩ নং প্যাকেজের ফায়ার স্টেশন এবং মেশিনারীজ স্থাপন ও গেইট ও গেইট কমপ্লেক্স এর কাজ যথাক্রমে ৯৪% ও ৯০% সম্পাদিত হলেও অবশিষ্ট যথাক্রমে ৬% ও ১০% জুন ২০২২ সালের মধ্যেই শেষ হবে বলে জানান। বিডি টেকনোলজি লি: কর্তৃক ১৫ নং প্যাকেজে ইলেকট্রিক সাব স্টেশন-১ এবং ২ (সিভিল ওয়ার্ক) এর কাজ ৭০% সম্পাদিত হলেও অবশিষ্ট ৩০% কাজ জুন, ২০২২-এ শেষ হবে বলেই ব্যক্ত করা হয়। গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক ১৮(২) নং প্যাকেজের লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-২ ও ১৮(৩) নং প্যাকেজের ড্রাইভার শেড এবং ক্যান্টিন নির্মাণ কাজ যথাক্রমে ৯৩% ও ৯০% সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭% ও ১০% কাজ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। সাকিব হাসান এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ১৮(৪) নং প্যাকেজের ম্যাকনিক রেস্টরুম এবং টয়লেট ব্লক এবং ১৮(৫) নং প্যাকেজের প্রেয়ার রুম এর কাজ যথাক্রমে ৯৩% এবং ৯০% বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট যথাক্রমে ৭% এবং ১০% কাজ জুন, ২০২২ এর মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। মেগা বিল্ডার্স লি: কর্তৃক ১৭ নং প্যাকেজের মসজিদ নির্মাণ (তিন তলা ভিত্তিসহ ১তলা মসজিদ) কাজ ৯৯% সম্পন্ন হলেও বাকি কাজ ২০২২ সালের জুন মাসেই শেষ হবে বলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জানায়। অপরদিকে নজরুল এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক ২৪ নং প্যাকেজের সীমানা দেয়াল নির্মাণ (উচ্চতা ৬মি) কাজ ৯৯% বাস্তবায়িত হয় এবং অবশিষ্ট কাজ জুন, ২০২২ সালেই শেষ হবে। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ বিদ্যুr উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ

টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ২৬ নং প্যাকেজের বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সাপ্লাই লাইন ইত্যাদি এর কাজ ৯৯% শেষ হয়েছে ও বাকি কাজ জুন, ২০২২ সালেই শেষ হবে।

মীর আক্তার হোসেন লিমিটেড কর্তৃক ১২ নং প্যাকেজের আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপনের কাজ ও ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ কাজ যথাক্রমে ৮৫% ও ২০% বাস্তবায়িত হলেও বাকি যথাক্রমে ১৫% ও ৮০% কাজ সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর ২০২২ সালে শেষ হবে বলে জানা যায়। অপরদিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানেরই একই প্যাকেজের পাম্প হাউজ (সিভিল ওয়ার্ক) এখন পর্যন্ত শুরু না হলেও অক্টোবর, ২০২২ নাগাদ শেষ হবে বলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জানায়। মায়ার-জিওসোল জেভি কর্তৃক ১৪ নং প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপর্যাপ সার্ফেজ নির্মাণ কাজ মাত্র ২০% সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮০% কাজ শেষ হতে হতে ২০২২ সালের আগস্ট মাস হবে বলে জানা যায়। গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক ১৮(১) নং প্যাকেজের লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-১ নির্মাণ কাজ মাত্র ৫% বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকি ৯৫% কাজ ২০২২ সালের জুলাই মাসে শেষ হবে বলে জানা যায়।

সারণি ৩.১৩:কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক (চিত্র) পূর্ত কাজ

প্যাকেজ নং	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান/ তথ্য	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	
২	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (মীর আক্তার হোসেন লি:, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা)	১০০%	-	
১৯	রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (সাঈদ এন্টারপ্রাইজ ও সিকদার এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা)	১০০%	-	
২০	কাস্টমস অফিসের স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (জামান এন্টারপ্রাইজ, এসডব্লিউসিএন্ডডি-টিডি জেভি, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা)	১০০%	-	
২১	মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ (ড্রিম টার্চ ইঞ্জিনিয়ার্স, র‍্যাপিড পিআর-টিডি জেভি ও সিনার্জি কনসালটেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লি: গুলশান, ঢাকা)	১০০%	-	
১	ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ (মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা)	৯৯.২৫%	০.৭৫%, জুন ২০২২	
৩	১০নং খালের বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ (ডন প্রোপাইটিজ)	১০০%	-	
৫	হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ- ৩টি বার্থ (সিআরবিসি-ইইএল কনসোর্টিয়াম)	৯২%	৮%, জুন ২০২২	
৬	ডলফিন জেটি নির্মাণ (মায়ার লিমিটেড)	৯৮%	২%, মে ২০২২	
৫	আরসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	১০০%	-	

প্যাকেজ নং	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান/ তথ্য	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	
	(সিআরবিসি-ইইএল কনসোর্টিয়াম)			
৭	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ (ইনফ্রাটেক কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লি:)	১০০%	-	
৮	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ (স্টার ট্রেডিং কর্পোরেশন)	৯৭%	৩%, মে ২০২২	
১০	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ (সাংহাই জিরুর মেটোলোজিক্যাল এন্ড হেভি মেশিনারীজ)	১০০%	-	
৯	যান্ত্রিক ও মেরামত কারখানা নির্মাণ (দি বিল্ডার্স এ্যাসোসিয়েটস লি:)	৯৯%	১%, মে ২০২২	
১১	আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	৪০%	৬০%, মূল কাজ জুন ২০২২	
	পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট	৭০%	৩০%, জুন ২০২২	
	সার্ফেজ ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	৬৭%	৩৩%, জুন ২০২২	
১২	আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৮৫%	১৫%, সেপ্টেম্বর ২০২২	
	ওভারহেড ট্যাংক	২০%	৮০%, নভেম্বর ২০২২	
	পাম্প হাউজ (সিভিল ওয়ার্ক) মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	০%	১০০%, অক্টোবর ২০২২	
১৩	ফায়ার স্টেশন এবং মেশিনারীজ	৯৪%	৬%, জুন ২০২২	
	গেইট ও গেইট কমপ্লেক্স সাংহাই জিয়ারুই ম্যাটারুজিক্যাল এন্ড হেভী মেশিনারিজ (বিডি) লি: ওয়াসা সার্কেল, চট্টগ্রাম	৯০%	১০%, জুন ২০২২	
১৫	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন-১ এবং ২ (সিভিল ওয়ার্ক) বিডি টেকনোলজি লি: নিউ বেইলি রোড, ঢাকা	৭০%	৩০%, জুন ২০২২	
১৮(১)	লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-১ গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স মিরপুর-১২, ঢাকা	৫%	৯৫%,জুলাই ২০২২	
১৮(২)	লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-২ গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স মিরপুর-১২, ঢাকা	৯৩%	৭%, জুন ২০২২	
১৮(৩)	ড্রাইভার শেড এবং ক্যান্টিন গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স মিরপুর-১২, ঢাকা	৯০%	১০%, জুন ২০২২	
১৮(৪)	ম্যাকনিক রেস্টরুম এবং টয়লেট ব্লক সাকিব হাসান এন্টারপ্রাইজ চাঁদগাও, চট্টগ্রাম	৯৩%	৭%, জুন ২০২২	
১৮(৫)	প্রেয়ার রুম সাকিব হাসান এন্টারপ্রাইজ চাঁদগাও, চট্টগ্রাম	৯০%	১০%, জুন ২০২২	

প্যাকেজ নং	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান/ তথ্য	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	
১৬	ফুয়েল স্টেশন তানজিনা এ্যাসোসিয়েট, শাহজাদপুর, ঢাকা	১০০%	-	
১৭	মসজিদ নির্মাণ (তিন তলা ভিত্তিসহ ১তলা মসজিদ), মেগা বিল্ডার্স লি: বনানী, ঢাকা	৯৯%	১%, জুন ২০২২	
১৪	প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপর‍্যাপ সার্ফেজ নির্মাণ মায়ার লিমিটেড, নয়া পল্টন, ঢাকা	২০%	৮০%, আগস্ট ২০২২	
২৩	বাউন্ডারী ওয়াল, বিএএফ (নজরুল এন্ড ব্রাদার্স, বাশতল বাজার, মির্জাপুর, টাংগাইল)	১০০%	-	
২৪	সীমানা দেয়াল নির্মাণ (উচ্চতা ৬মি) (নজরুল এন্ড ব্রাদার্স, বাশতল বাজার, মির্জাপুর, টাংগাইল)	৯৯%	১%, জুন ২০২২	
২৫	নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ-৫ অলমাট, রুমানা হক টাওয়ার, ১২৬৭/এ (৫ম ফ্লোর), গোসাইলডাঙ্গা, আগ্রাবাদ, সি/এ চট্ট গ্রাম)	১০০%	-	
২৬	বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সাপ্লাই লাইন ইত্যাদি কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ১৩৭/এ, সিডিএ এভিনিউ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা অফিস ভবন, দামপাড়া, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড, উপ-ব্যবস্থাপক, ক্যাবল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	৯৯%	১%, জুন ২০২২	

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, মে ২০২২

ভৌত কাজের অগ্রগতি

নিম্নোক্ত সারণি ৩.১৪ প্রকল্পের অঙ্গসমূহের কাজ কোন প্যাকেজের অধীনে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে, চুক্তি মূল্য কত, কাজের বিবরণ, চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু করার ও সমাপ্তির তারিখ, মে, ২০২২ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি কতটুকু তা দেখানো হয়েছে। যেমন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মীর আক্তার হোসেন লি: ২ নং প্যাকেজের অধীনে ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণের কাজ করার চুক্তি হয় ২৮ মে, ২০১৮, সালে যার চুক্তি মূল্য ৩৪৯০ লক্ষ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী ১৪ই অক্টোবর, ২০১৮ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এপ্রিল, ২০২২-এ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়। ৬ নং প্যাকেজের আওতায় মায়ার লিমিটেড ৩৫০০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ডলফিন জেটি নির্মাণ করার জন্য ২৯-১২-১৮ কাজ শুরু করে এবং ২৮-০৭-২০১৯ শেষ করার কথা থাকলেও মে, ২০২২-এ এসে কাজ ৯৮ভাগ সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু উক্ত কাজের আর্থিক অগ্রগতি এখনোও ৯৭ শতাংশ। ৫ নং প্যাকেজের অধীনে সিআরবিসি-ইইএল কনসোর্টিয়াম ৪৪৫০০ ও ৭৭৬০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যের যথাক্রমে হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ- ৩টি

বার্থ ও আরসিসি শীট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করার জন্য ২৫-১০-১৭ ইং তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই কাজ তারা ১৭-০৯-১৮ ইং তারিখে শুরু করে ১৮-১২-২০১৯ তারিখে শেষ করার কথা থাকলেও এই কাজও এপ্রিল, ২০২২ সালে শতভাগ সম্পন্ন করে। ২২ নং প্যাকেজের আওতায় ১৩০০ লক্ষ টাকা চুক্তি মূল্যে ১২ মি. ড্রাফট -এর জন্য জেটি এলাকায় ড্রেজিং কাজের জন্য মায়ার জিওসোল (জেভি) ১৭-১২-২১ কার্যাদেশ পায়। কার্যাদেশ পাওয়ার দিনেই তারা কাজ শুরু করলেও ৩১-০৫-২০২২ তারিখে ভৌত কাজ শতভাগ সম্পাদিত হয় কিন্তু আর্থিক অগ্রগতি এখনো কেবল মাত্র ২৫ শতাংশ। এছাড়াও বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন চুক্তি মূল্যে প্রকল্পের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করছে।

সারণি ৩.১৪: ভৌত কাজের অগ্রগতি

প্যাকেজ নং	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	এপ্রিল, ২০২২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			
							লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
							বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
২	৩৪৯০.০০	৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	২৮-০৫-১৮	১৪-০৬-১৮	১৪-১০-২০১৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭%
১৯	১০৫০.০০	রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	সাঈদ এন্টারপ্রাইজ ও সিকদার এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	০৭-০৮-১৯	০৮-০৮-১৯	৩১-১১-২০১৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২০	৯৫০.০০	কাস্টমস অফিসের স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	জামান এন্টারপ্রাইজ, এসডব্লিউসিএন্ডডি-টিডি জেভি, মিরপুর ডিওএইচএস	০৮-০৮-১৯	১০-০৮-১৯	০৩-১১-২০১৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২১	১৩০০.০০	মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ	ড্রিম টার্চ ইঞ্জিনিয়ার্স, র‍্যাপিড পিআর-টিডি জেভি ও সিনার্জি কনসালটেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লি: গুলশান, ঢাকা	০৮-০৮-১৯	১০-০৮-১৯	৩০-১১-২০১৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১	১১৭০০.০০	ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং উহার উন্নয়ন কাজ	মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	০৫-০৪-১৮	০৭-০৪-১৮	০৬-১০-২০১৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৫%
৩	১২০০.০০	১০নং খালের বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ	ডন প্রোপাইটিজ, বনানী ডিওএইচএস, ঢাকা	০৭-০৫-১৮	০৩-০৬-১৮	১৬-০৯-২০১৮	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৫	৪৪৫০০.০০	হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ-৩টি বার্থ	সিআরবিসি-ইইএল কনসোর্টিয়াম, মহাখালী, ঢাকা	২৫-১০-১৭	১৭-০৯-১৮	১৮-১২-২০১৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯২%
	৭৭৬০.০০	আরসিসিসি সিট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ								
২২	১৩০০.০০	১২ মি. ড্রাফট -এর জন্য জেটি এলাকায় ড্রেজিং	মায়ার জিওসোল (জেভি), নয়া পল্টন, ঢাকা	১৭-১২-২১	১৭-১২-২১	৩১-০৫-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	২৫%
৬	৩৫০০.০০	ডলফিন জেটি নির্মাণ	মায়ার লিমিটেড, নয়া পল্টন, ঢাকা	২৯-১১-১৮	২৯-১২-১৮	২৮-০৭-২০১৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%
৭	৭০০০.০০	ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ	ইনফ্রাটেক কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লি: ধানমন্ডি, ঢাকা	২৫-০৯-১৮	০৩-১০-১৮	০২-১০-২০১৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

প্যাকেজ নং	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	এপ্রিল, ২০২২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			
							লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
							বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
৮	২২০০.০০	পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ	স্টার ট্রেডিং কর্পোরেশন মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা	০১-০১-২০	০১-০১-২০	৩০-০৬-২০২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭%
১০	৯০০.০০	সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ	সাংহাই জিরুর মেটোলোজিক্যাল এন্ড হেভি মেশিনারীজ, ওয়াসা সার্কেল, চট্টগ্রাম	১২-০৩-২০	১৫-০৩-২০	৩০-০৬-২০২০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৯	১০০০.০০	যান্ত্রিক ও মেরামত কারখানা নির্মাণ	দি বিল্ডার্স এ্যাসোসিয়েটস লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	০৭-০৮-১৯	০৮-০৮-১৯	০৮-০৬-২০২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%
১১	১০৮০০.০০	আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ	মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	১৪-১১-২১	১৫-১১-২১	৩০-০৪-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৩২%
	৫০০.০০	পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট								
	১৩৫০.০০	সার্ফেজ ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ								
১২	৯৮০.০০	আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	মীর আক্তার হোসেন লি: ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা	১৪-১১-২১	১৫-১১-২১	৩০-০৪-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	২৫%
	৫২০.০০	ওভারহেড ট্যাংক								
		পাম্প হাউজ (সিভিল ওয়ার্ক)								
১৩	৩১৫.০০	ফায়ার স্টেশন এবং মেশিনারীজ	সাংহাই জিয়ারুই ম্যাটারুজিক্যাল এন্ড হেভী মেশিনারিজ (বিডি) লি: ওয়াসা সার্কেল, চট্টগ্রাম	১১-১১-২১	১৫-১১-২১	৩১-০২-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৯০%
	৫৫০.০০	গেইট ও গেইট কমপ্লেক্স								
১৫	৮০০.০০	ইলেকট্রিক সাব স্টেশন-১ এবং ২ (সিভিল ওয়ার্ক)	বিডি টেকনোলজি লি: নিউ বেইলি রোড, ঢাকা	১২-১২-২১	১৫-১২-২১	৩১-০৩-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৬২%
১৮(১)	৭২.৮৫	লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-১	গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স, মিরপুর-১২, ঢাকা	২৩-০১-২২	২৬-০১-২২	৩১-০৫-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫%

প্যাকেজ নং	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	এপ্রিল, ২০২২ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি			
							লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি	
							বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১৮(২)	৭০.০৯	লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-২								
১৮(৩)	৪৬.৫৪	ড্রাইভার শেড এবং ক্যান্টিন	গ্রীন ট্যাক ইঞ্জিনিয়ার্স মিরপুর-১২, ঢাকা	১৭-০১-২২	০১-০৩-২২	৩১-০৫-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫%
১৮(৪)	৪১.১১	ম্যাকনিক রেস্টরুম এবং টয়লেট ব্লক	সাকিব হাসান এন্টারপ্রাইজ চাঁদগাও, চট্টগ্রাম	২২-০১-২২	২২-০১-২২	৩১-০৫-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫%
১৮(৫)	৩৮.৯১	প্রেয়ার রুম	সাকিব হাসান এন্টারপ্রাইজ চাঁদগাও, চট্টগ্রাম	২৪-০২-২২	২৫-০২-২২	৩১-০৫-২০২২	১০০%	১০০%	১০০%	৬৫%
১৬	৬৫.০০	ফুয়েল স্টেশন	তানজিনা এ্যাসোসিয়েট শাহজাদপুর, ঢাকা	২৬-০৮-২১	২৮-০৮-২১	১৫-১২-২০২১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১৭	১৬০.০০	মসজিদ নির্মাণ (তিন তলা ভিত্তিসহ ১তলা মসজিদ)	মেগা বিল্ডার্স লি: বনানী, ঢাকা	০৫-০১-২১	০৫-০৩-২১	০৪-০১-২০২১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%
১৪	১৫০০.০০	প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপর‍্যাপ সার্ফেজ নির্মাণ	মায়ার লিমিটেড নয়া পল্টন, ঢাকা	১৮-০৫-২২	১৮-০৫-২২	৩০-০৬-২২	-	-	-	-
২৩	১১০০.০০	বাউন্ডারী ওয়াল, বিএএফ	নজরুল এন্ড ব্রাদার্স মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	২২-০৮-১৯	০১-০৯-১৯	৩১-১২-১৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২৪	১৩৬৫.০০	সীমানা দেয়াল নির্মাণ (উচ্চতা ৬মি)		১৬-০৩-২০	১৭-০৩-২০	২০-০৫-২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%
২৫	৭০.০০	নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ-৫	অল মার্ট আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	১৭-০৫-২০	০১-০৬-২০	৩১-০৮-২০২০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%
২৬	৬০০.০০	বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সাপ্লাই লাইন ইত্যাদি	গ্যাস: কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম পানি; চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড, মে ২০২২

পিসিটি'র মাধ্যমে নির্মিত সড়ক, ফ্লাইওভার এবং বাউন্ডারী ওয়াল

ফ্লাইওভার থেকে গৃহীত চিত্রে পিসিটি'র নির্মাণ কাজের অংশবিশেষ

চিত্র ৩.৮: পিসিটি'র চলমান এবং সমাপ্ত কাজের অংশবিশেষ

৩.৬ ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণ

ক্রয়কৃত কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে পণ্যসমূহ ২৩/০৯/২০১৮ তারিখে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত পণ্যসমূহ বর্তমানে প্রকল্প পরিচালক (পিসিটি) এর দপ্তরে ভাল অবস্থায় কার্যকর বা চলমান আছে।

সারণি ৩.১৫: ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণ

এক্সেসরিজের ধরণ	সংখ্যা	মডেল নং	সরবরাহের তারিখ	ওয়ারেন্টি পিরিয়ড (তারিখ/ মাস/ সাল)	ব্যবহারের স্থান
ডেস্কটপ	২	HP Brand: 3CQ81730ZO/33TM/25JM/25JF	২৩/০৯/২০১৮	২৩/০৯/২০১৯	প্রকল্প পরিচালক (পিসিটি) এর দপ্তর
ল্যাপটপ	১	Lenovo Brand: PFOKT7DG	২৩/০৯/২০১৮	২৩/০৯/২০১৯	প্রকল্প পরিচালক (পিসিটি) এর দপ্তর
প্রিন্টার	৩	2 Nos. HP Laser Jet: 3J05148/3X07925 1 No. Epson L1300 A3: UB8Y060852	২৩/০৯/২০১৮	২৩/০৯/২০১৯	প্রকল্প পরিচালক (পিসিটি) এর দপ্তর

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, চবক, এপ্রিল, ২০২২

৩.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা

ক্রমিক নং	প্রধান উদ্দেশ্য (লগ ফ্রেম অনুযায়ী)	উদ্দেশ্য অর্জন
১.	কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ইয়ার্ডের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।	৩ টি কন্টেইনার জেটি, ১ টি ডলফিন জেটি, ৯৫০০০ ব.মি. পশ্চাৎ সুবিধাসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টার্মিনাল চবকের অবকাঠামোতে সংযোজিত হবে। একসাথে ১৯০ মিটারের ৩টি জাহাজ জেটিতে ভীড়বে, বৎসরে কমপক্ষে ৪.৫০ লক্ষ টিইউস কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং করা যাবে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চবকের

		অপারেশনাল কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং চবক তথা দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।
২.	বার্থের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	তিনটি জেটিতে ১৯০ মিটারের ৩টি জাহাজ বার্থিং করায় বন্দরের বার্থের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৩.	ফিডার ভেসেলের জট হ্রাস	প্রায় ২০০ মিটারের জাহাজ বার্থ করায় ফিডার ভেসেল বেশি সংখ্যায় কন্টেইনার পরিবহন করতে পারবে ফলে ফিডার ভেসেলের জট হ্রাস পাবে।
৪.	জেটিতে ও বহিঃনোঙ্গরে জাহাজের অবস্থান কাল হ্রাস।	এক সাথে তিনটি ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ জেটিতে বার্থ করায় জাহাজের অবস্থানকাল হ্রাস পাবে।
৫.	বার্থিং জট হ্রাস করা।	একসাথে তিনটি জাহাজ বার্থ করায় বার্থিং জটও হ্রাস পাবে।

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি

৩.৮.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের একজন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন। উক্ত প্রকল্প পরিচালক লে: কর্নেল পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা। জনাব মো: মিজানুর রহমান সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), চবক ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ থেকে অদ্যবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অপরদিকে জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হক, পিএসসি ০৭/০২/২০১৮ থেকে ১৫/০৩/২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর জনাব এইচ. এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী, পিএসসি, ১৫/০৩/২০২২ থেকে অদ্যবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সারণি ৩.১৬: দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক (চবক)

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদ মর্যাদা	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	দায়িত্বকাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১	মো: মিজানুর রহমান সরকার	নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল), চবক	নিয়মিত	৩০/০৬/২০১৮	অদ্যবধি

সারণি ৩.১৭: দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক (৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড)

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদ মর্যাদা	দায়িত্বের ধরন (নিয়মিত/ অতিরিক্ত)	দায়িত্বকাল	
				আরম্ভ	সমাপ্ত
১	মোহাম্মদ জিয়াউল হক, পিএসসি	লে: কর্নেল	নিয়মিত	০৭/০২/২০১৮	১৫/০৩/২০২২
২	এইচ. এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী, পিএসসি	লে: কর্নেল	নিয়মিত	১৫/০৩/২০২২	অদ্যবধি

৩.৯ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ ও জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি

সারণি ৩.১৬-তে দেখা যায় যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের মূল চুক্তিপত্র অনুযায়ী ২০১৮ সালের ১২ই মার্চ কাজ শুর করে দীর্ঘ ১২ সপ্তাহ পর ৫ জুন, ২০১৯ প্রকল্পের নকশার কাজ সম্পন্ন করে। তাদের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের অবকাঠামো সম্পাদনের কাজ মূল চুক্তিপত্রে ২৫ নভেম্বর,২০১৮ সালে কাজ শুরু হয়ে ২৫ মে, ২০২১ সম্পাদিত হওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা সংশোধিত হয়ে ২৫ নভেম্বর ২০২১ শুর হয়ে ১২ মাস পর ২৪ নভেম্বর, ২০২২ সাল শেষ করার লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূল চুক্তিতে উল্লিখিত কাঠামো ৩০ মাসের মধ্যে শেষ করার কথা উল্লেখ করা থাকলেও তা সংশোধিত হয়ে ১২ মাসের মধ্যে শেষ করার কথা বলা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ডিটেইল ড্রইং, ডিজাইন, ডকুমেন্টেশন- এর কাজ বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা-কে একক উৎস ভিত্তিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা-কে প্রদান করা হয়। অপরদিকে প্রকল্প চনাকালীন টপ সুপারভিশন -এর কাজ বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকা-কে ডিপিএম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেডের মাধ্যমে "অর্পিত ক্রয়কার্য" প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, দেশীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৩.১৮: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তির মেয়াদ

Details		As per Original Contract			Approved Addendum		
		Starting	End Date	Duration	Starting	End Date	Duration
Design Phase	Design Period	12-03-2018	05-06-2019	12 Weeks	-	-	-
Supervision Phase	Construction Supervision Period	25-11-2018	25-05-2021	30 Months	25-11-2021	24-11-2022	12 Months
Total Contract Period		--	--	33 Months	--	--	12 Months

সারণি ৩.১৯: পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জনবলের তালিকা

ক্রমিক নং	পদবী	চুক্তি অনুযায়ী জনবল	মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত জনবল
Key Staff (Senior)			
1	Team Leader (Dr. Ishtiaque Ahmed	1	
2	Prof. Dr Hadiuzzaman	1	
3	Prof. Dr. M. Ashraf Ali	1	

৩.১০ পরামর্শকগণের চলমান কাজ পরিদর্শন ও গুনগতমান যাচাইয়ের পদ্ধতি

৩.১০.১ গুনগতমান যাচাই পদ্ধতি

- গুনগতমান যাচাইয়ের জন্য টেস্টসমূহ:
  - কাজ শুরুর পূর্বে ও চলাকালীন সময়ের কাজের টেস্ট

- কাজ চলাকালীন সময়ে কাজের টেস্ট
- কাজ সম্পাদনের পর সম্পন্নকৃত কাজের টেস্ট

- কোয়ালিটি ইন্সপেক্সন ও চেকলিস্ট ফর্ম
- ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানায় মালামাল পরিদর্শন
- ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত আরএফআই-এর প্রতিপালন
- সাইডে কাজের সুপারভিশন
- কাজের সাইটে কাজের সাইট পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ।

৩.১০.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজের তদারকি সংক্রান্ত তথ্যাদি

- সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় ল্যাবরেটরিতে মালামল পরীক্ষা করে দেখা হয়। কাজ শুরুর পূর্বে এবং কাজ চলাকলিন সময়ে মালামালের গুনগতমান পরীক্ষা করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট কর্তৃক ঠিকাদারের স্টাক ইয়ার্ড এবং ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করা হয়েছে।
- কাজের প্রতিটি ধাপে ঠিকাদার কর্তৃক ইস্যুকৃত আরএফআই সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রতিপালন করা হয়।
- কোয়ালিটি ইন্সপেকশন ও চেকলিস্ট ফর্ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।
- কনসালট্যান্টগণ কর্তৃক সাইট পরিদর্শন করা হচ্ছে।

৩.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব অর্থায়নে "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্যে আরডিপিপিতে প্রতি ৩ মাসে ১টি প্রকল্প সম্পাদন কমিটির (পিআইসি) সভা আহবানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এখানে মোট ১৩টি সভার মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপিতে প্রতি ৩ মাসে ১টি প্রকল্প পরিচালনা কমিটির (পিএসসি) সভা করার কথা থাকলেও ১৩টি সভার মধ্যে ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের যথাযথ অগ্রগতির স্বার্থে নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে ১টি জুম সভা ও ৬টি আন্তঃমন্ত্রনালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
পিআইসি সভা	আরডিপিপিতে প্রতি ০৩ মাসে ১টি পিআইসি সভা আহবানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক জুলাই, ২০১৭ হতে মার্চ/ ২০২২ ইং পর্যন্ত ১৩টি সভা আহবান করা আবশ্যক।	১ম সভা, (১৯/০৫/২০১৯ ইং)	ক্রমিক- ১২(ক) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		২য় সভা, (০২/০৯/২০১৯ ইং)	ক্রমিক- ১২(খ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৩য় সভা, (২৩/০৮/২০২০ ইং)	ক্রমিক- ১২(গ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৪র্থ সভা, (১২/১১/২০২০ ইং)	ক্রমিক- ১২(ঘ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
		৫ম সভা, (১১/০২/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(ঙ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৬ষ্ঠ সভা, (১১/০৩/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(চ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৭ম সভা, (২৩/০৫/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(ছ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৭ম সভা, (১১/১১/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(জ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
		৮ম সভা, (১৪/০৩/২০২২ ইং)	ক্রমিক- ১২(ঝ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরবর্তী পিএসসি সভায় উত্থাপন করা হয়েছে।
পিএসসি সভা	আরডিপিপিতে প্রতি ০৩ মাসে ১টি পিএসসি সভা আহবানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সে মোতাবেক জুল্হা, ২০১৭ হতে মার্চ/ ২০২২ ইং পর্যন্ত ১৩টি সভা আহবান করা আবশ্যক।	১ম সভা, (০১/১০/২০২০ ইং)	ক্রমিক- ১২(ঞ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
		২য় সভা, (০৬/০৬/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(ট) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
		৩য় সভা, (০৯/০৯/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(ঠ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
		৪র্থ সভা, (২৮/১২/২০২১ ইং)	ক্রমিক- ১২(ড) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	ইতিপূর্বে পিআইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
জুম সভা	ডিপিপি/ আরডিপিপিতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। তবে, দৈবদুর্বিপাকক্রমে হঠাৎ করে যে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে প্রকল্পের যথাযথ অগ্রগতির সার্থে তা সমাধান কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় বা দপ্তর তাৎক্ষনিকভাবে জুম সভা আহবান করতে পারে।	১০/০৮/২০২০ ইং সচিব/ নৌপম এর সভাপতিত্বে।		আরডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।
আন্তঃমন্ত্রনালয় সভা	ডিপিপি/ আরডিপিপিতে এ বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই। তবে, ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্তে আন্তঃমন্ত্রনালয় সভা আহবান করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি ১ বার এবং আরডিপিপি ১ বার অনুমোদিত হয়েছে বিধায় কমপক্ষে ২টি সভা আহবান করা আবশ্যক। তবে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় বা দপ্তর চাইলে ১বার ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য একাধিকবার সভা আহবান করতে পারে।	১ম সভা, ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্তে ১১/০৪/২০১৭ ইং	ক্রমিক- ১২(ঢ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	ডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।
		২য় সভা, ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে ০৩/০৭/২০১৯ ইং	ক্রমিক- ১২(ণ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	১ম বার প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়।
		৩য় সভা, ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে ০২/০১/২০২০ ইং	ক্রমিক- ১২(ত) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	২য় বার প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়।
		৪র্থ সভা, ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে ২৬/১১/২০২০ ইং	ক্রমিক- ১২(থ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	৩য় বার প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়।

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
		৫ম সভা, ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে ২২/০৬/২০২১ ইং	ক্রমিক- ১২(দ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	৪র্থ বার প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়।
		৬ষ্ঠ সভা, ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্তে ০৯/০৯/২০১১ ইং	ক্রমিক- ১২(ধ) তে সংযুক্ত করা হয়েছে।	৫ম বার প্রস্তাবিত তথা অনুমোদিত আরডিপিপিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহের প্রতিফলন ঘটানো হয়।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

পিআইসি এর ৩য় সভায় পিসিটি রোড, প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ফ্লাইওভার নির্মাণ, ডলফিন জেটি নির্মাণ, প্রতিরক্ষা দেয়াল ও অন্যান্য অঙ্গসমূহের কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

পিআইসি এর ৫ম সভায় প্রকল্পের পূর্তকাজের ডিপিপি ও আরডিপিপি এর তুলনামূলক চিত্র, বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরেন। উক্ত সভায় প্রকল্প কাজের ৭২% সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

পিআইসি এর ৭ম সভায় প্রকল্প কাজের ভৌতিক অগ্রগতি প্রায় ৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৮১.৩২% সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত সভাসমূহে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রকল্প সম্পাদন কমিটি (পিআইসি) এর অনুষ্ঠিত ৩য় সভায় নিম্নলখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. নির্মাণ ও ক্রয় কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
২. পিএসসির সভার সিদ্ধান্ত মতে আরডিপিপি সংশোধন করা যেতে পারে।

প্রকল্প সম্পাদন কমিটি (পিআইসি) এর অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় নিম্নলখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. প্রকল্পের নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পাদনের জন্য সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
২. আংশিক অপারেশন চালু করার নিমিত্তে সেনাবাহিনী আগামী জুন, ২০২১ এর মধ্যে অন্তত একটি কন্টেইনার জেটি ও ডলফিন জেটি এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে চবকের নিকট হস্তান্তর করবে।

প্রকল্প সম্পাদন কমিটি (পিআইসি) এর অনুষ্ঠিত ৭ম সভায় নিম্নলখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. প্রকল্পের পূর্তকাজসমূহ আগামী এপ্রিল/২০২২ এর মধ্যে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক/ সেনাবাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রকল্প পরিচালক/চবক আগামী জুন/২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় ক্রয়কাজ সম্পন্ন করবে।
২. ইতিমধ্যেই সম্পাদিত পূর্তকাজসমূহ নক্সা ও দফা অনুযায়ী সেনাবাহিনী চবক বরাবরে হস্তান্তর করবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের সভাপতিত্বে জুম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নলখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

I. "টার্মিনাল পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়" কম্পোনেন্ট ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে অন্যান্য ব্যয় যুক্তিযুক্ত করে আরডিপিপি প্রস্তত করতে হবে।

II. সংশোধিত ডিপিপি'তে অপারেটিং মডালিটি পিপিপি উল্লেখ করতে হবে।

III. আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রনালয়ে পাঠতে হবে।

IV. জিটুজি-পিপিপি মডেলে টার্মিনাল অপারেটর নিয়োগের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হবে। এজন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ পরামর্শক নিয়োগ করবে। চবক এ লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

V. Time bound Action Plan প্রণয়ন করতে হবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট আন্তরিক ছিল।

অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত কোন আলোচনা না হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারি কর্তৃপক্ষ নিয়মিত আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত ছক মোতাবেক মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক, চবক কর্তৃক আইএমইডিতে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.১২ অডিট পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৩.১২.১ প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ'র দপ্তরের অডিট পর্যালোচনা

অডিট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ২০১৭ সালে বাস্তবায়ন শুরু হলে চারটি অর্থবছর পার করেছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত প্রকল্পের অডিট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান পরিবহন অডিট অধিদপ্তর। তাদের বর্ণানা মতে, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অগ্রিম হিসাবে ১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষাকালে উক্ত কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার ডকুমেন্টসসহ বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ এর ধারা ৩৮ (২)-৩৮ (৩) মোতাবেক বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মনোনীত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করবেন। এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদসমূহের নির্দেশনা প্রতিপালন না করে নিরীক্ষায় বিল ভাউচার উপস্থাপন করা হয়নি। তবে পিপিআর- ২০০৮ এর ধারা- ১২ অনুসারে ও নৌপম এর অনুমোদনক্রমে "পিসিটি" প্রকল্পের পূর্তকাজসমুহ সম্পাদনের দ্বায়িত্ব অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিঃ কন্সট্রাকশন ব্রিগেড কে প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক, ২০২০-২০২১ অর্থ সালে পূর্তকাজ সম্পাদন বাবদ সেনাবাহিনীকে অগ্রিম ১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে অগ্রিম বিল প্রদানের নথি, চেক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত তৎকালীন নিরীক্ষা দলের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে অগ্রিম প্রদত্ত ১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকার বিপরীতে আনীত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য চবক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়। তদুপরিও আলোচ্য অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি।

সারণি: ৩.২০: প্রকল্পের অডিট পর্যালোচনা (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ)

ক্রমিক	অডিট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	সময় কাল (অর্থবছর)	অডিটকৃত অর্থের পরিমাণ	অডিট আপত্তি (যদি থাকে)		
				আপত্তির বর্ণনা	অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা?
১.	-	২০১৭-২০১৮	-	কোন অডিট হয়নি	-	-
২.	-	২০১৮-২০১৯	-	কোন অডিট হয়নি	-	-
৩.	-	২০১৯-২০২০	-	কোন অডিট হয়নি	-	-
৪.	পরিবহন অডিট অধিদপ্তর	২০২০-২০২১	১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকা	পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল শীর্ষক প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অগ্রিম হিসাবে ১৬৩,১৩,৪১,৫০৮.০০ টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু নিরীক্ষাকালে উক্ত কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার ডকুমেন্টসসহ বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকা	না

অডিট আপত্তির জবাব

উল্লেখ্য যে, অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং ৩২ এ উল্লেখিত ২১০৮৭.৩৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকা সেনাবাহিনীকে অগ্রিম পরিশোধের বিষয়টি নির্মাণাধীন "পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল" প্রকল্প সংশ্লিষ্ট। পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ১২ অনুসারে ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে "পিসিটি" প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত ক্রয় কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগ্রেড-কে প্রদান করা হয়। পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ১২ তে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সে মোতাবেক ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পূর্ত কাজ সম্পাদন বাবদ সেনাবাহিনীকে অগ্রিম ১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সেনাবাহিনী Procuring Entity হিসাবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ থেকে বিভিন্ন দফার বিপরীতে ঠিকাদার নিয়োগ করে পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদন করছে। সুতরাং কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার ডকুমেন্টস ও বিল ভাউচারসমূহ সেনাবাহিনী কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের সাথে সম্পৃক্ত। পিসিটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সেনাবাহিনী ব্যয়িত ও অব্যয়িত অর্থের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-কে দাখিল করবে মর্মে জানিয়েছে। সেনাবাহিনীকে অগ্রিম বিল প্রদানের নথি, চেক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত তৎকালীন নিরীক্ষা দলের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায়, পিসিটি প্রকল্পের পূর্ত কাজসমূহ সম্পাদনের নিমিত্তে সেনাবাহিনীকে অগ্রিম ১৬৩১৩.৪১ লক্ষ টাকার বিপরীতে আনীত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে।

৩.১৩ মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কাজের ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১৩.১ উত্তরদাতাগণের বয়স

মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত সংখ্যাগত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী জনগণ বিভিন্ন বয়সের। নিম্নোক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগই ৩০-৪৫ বছর বয়সের এবং যা শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ। আরও দেখা যায় যে, প্রায় ২৭ শতাংশ জনগণ অনুর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সী। ৮ শতাংশ জনগণ ৪৬-৬০ বছর বয়সী। জরিপে অংশগ্রহণকারী মাত্র ১ শতাংশ ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি।

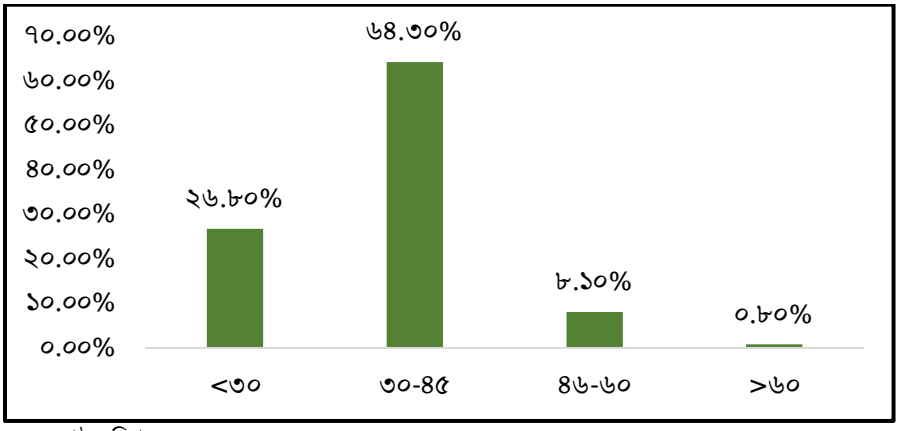

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.৯: উত্তরদাতার বয়স

৩.১৩.২ উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

নিম্নোক্ত চিত্র-তে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ সাক্ষাৎকার স্নাতক বা সমমান পর্যায়ের শিক্ষিত যার অর্থ জরিপে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বেশ তথ্যবহুল। ১৭ শতাংশ ব্যক্তিই উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমমান পর্যায়ে লেখাপড়া করেছেন বলে জরিপকারীদের জানিয়েছেন। এরপরেই রয়েছে ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা যারা ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত। প্রায় ১৬ শতাংশ ব্যক্তিই ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন বলে তথ্য দিয়েছেন। এরপরে রয়েছেন এসএসসি বা সমমান (১৪%) পর্যন্ত লেখাপড়া করা জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ। মাস্টার্স বা তদূর্দ্ধ ১০ শতাংশ, স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বা প্রাক প্রাথমিক প্রায় ৫ শতাংশ এবং শুধুমাত্র ১ শতাংশ ব্যক্তিগণ নিরক্ষর।

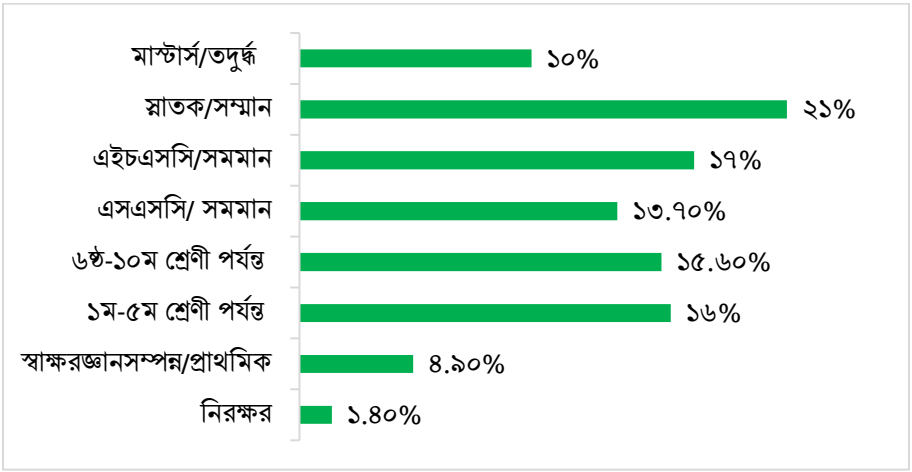

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১০: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

৩.১৩.৩উত্তরদাতার পেশা

নিম্নোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাক্ষাৎকার দাতারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। জরিপে অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ব্যক্তি বন্দরের সি এন্ড এফ এজেন্ট। তালিকায় এরপরেই আছেন প্রায় ১৮ শতাংশ ব্যবসায়ী। ৯ শতাংশ জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ ছাত্র-ছাত্রী। ৮ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতা মোটর শ্রমিক। এরপরেই রয়েছেন যথাক্রমে আমদানি-রপ্তানিকারক ও বন্দর শ্রমিক (৮% ও ৭%)। এছাড়াও জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দোকান শ্রমিক, দিনমজুর, সিএনজি/অটো/রিক্সা চালক, সরকারি-বেসরকারি চাকুরীজীবী, শ্রমিক, ঠিকাদার ব্যবসায়ী, গার্মেন্টসকর্মী, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, কৃষক, দর্জি ও অন্যান্য পেশাজীবী রয়েছেন।

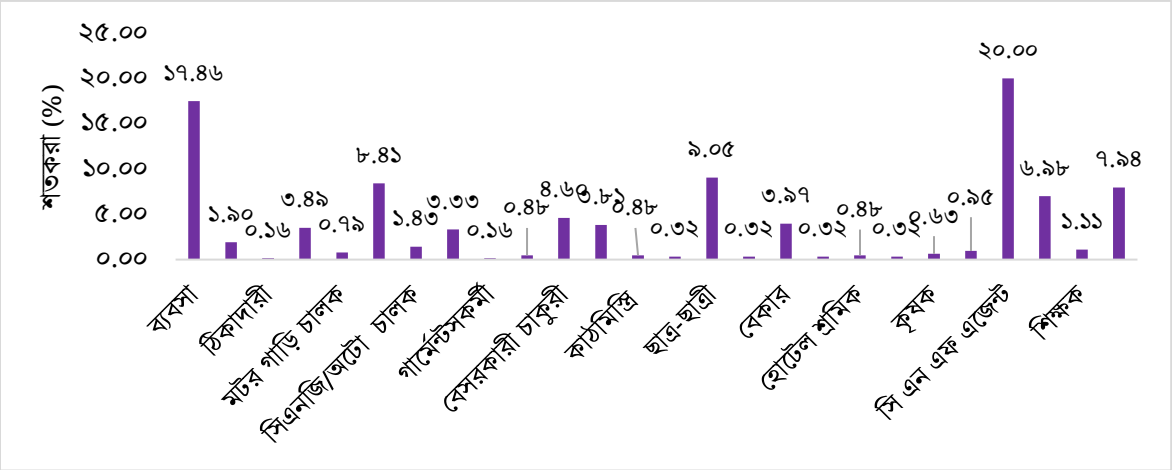

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১১: উত্তরদাতার পেশা

৩.১৩.৪ প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা

প্রকল্পের আওতায় ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে বলে সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ সম্পর্কে ৮২ শতাংশ উত্তরদাতা অবগত আছেন বলে জরিপে উঠে এসেছে। ৬৮ শতাংশ ব্যক্তি জেটি নির্মাণ সম্পর্কে জানিয়েছে। ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা ক্রেন স্থাপনের কথা জানিয়েছেন যা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। শতকরা প্রায় ৫২ শতাংশ উত্তরদাতা আরসিসি ইয়ার্ড নির্মাণের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। কেবলমাত্র ৪ শতাংশ উত্তরদাতা ৬ লেনের রাস্তা নির্মাণের কথা জানিয়েছেন।

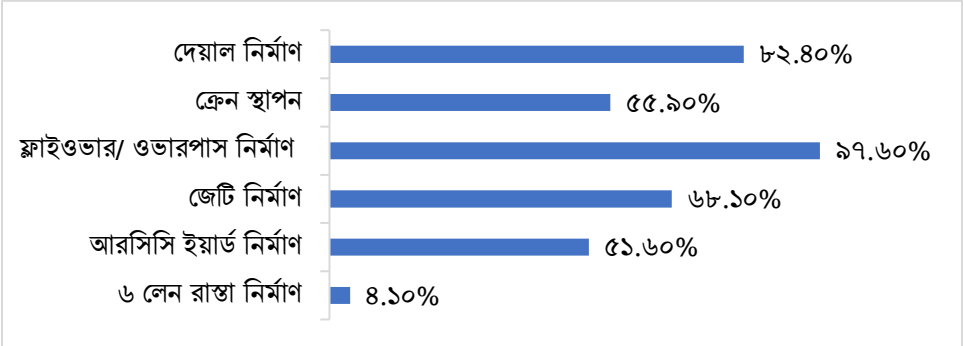

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১২: প্রকল্পের আওতাধীন কাজসমূহ সম্পর্কে ধারনা

৩.১৩.৫ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধাসমূহ

প্রতিটি প্রকল্প চলাকালীন সময়েই প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনগণের ব্যাপক অসুবিধা হয়ে থাকে। তেমনই পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল বাস্তবায়নকালেও স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের ব্যয় বৃদ্ধিসহ যানজট ও ধূলি-কাদা এবং যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্প এলাকায় যানজটের সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন। এরপরেই ৭৬ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শুষ্ক মৌসুমে ধূলি ও বর্ষা মৌসুমে কাদা সমস্যার মুখোমুখি হোন বলে জানান। এছাড়াও ৬৫ শতাংশ ব্যক্তি যাতায়াতে অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন। এরপরেই ৩৭ শতাংশ উত্তরদাতা যাতায়াতের ব্যয় বৃদ্ধির কথা জানান।

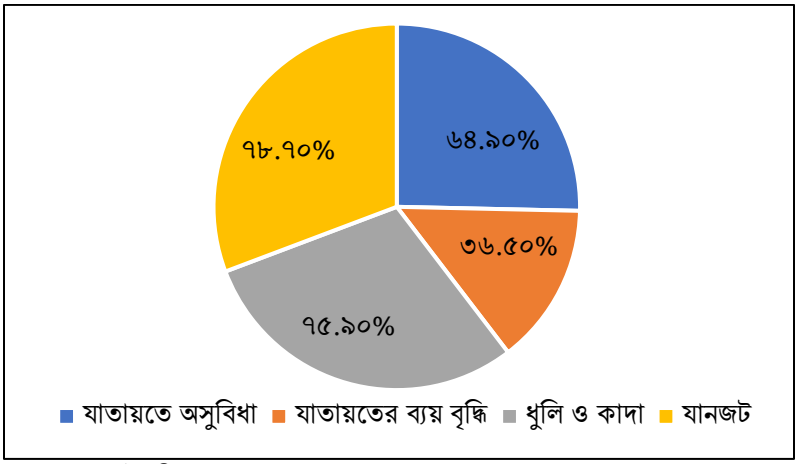

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৩: প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধাসমূহ

৩.১৩.৬ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধা নিরসনে পদক্ষেপসমূহ

প্রকল্প জলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধা নিরসনে জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কিছু পদক্ষেপ নেয়োর কথা বলেন। তাঁরা ধুলো-বালি হ্রাসে নিয়মিত পানি ছিটানোর পরামর্শ দেন যা জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৭ শতাংশ। প্রায় ৫২ শতাংশ ব্যক্তি বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা দূর করার কথা বলেন। ৪৮ শতাংশ জনগণ বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে মত দেন। ১৪ শতাংশ উত্তরদাতা বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপারেও মতামত দেন।

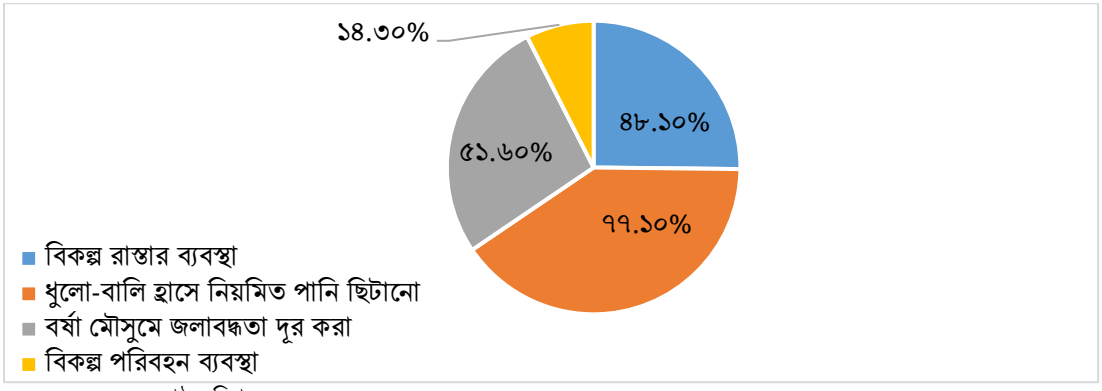

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৪: জনগণের অসুবিধা নিরসনে পদক্ষেপসমূহ

৩.১৩.৭ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরের অসুবিধাসমূহ

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরে জাহাজ জট, পণ্য জট, মাল খালাসে অতিরিক্ত সময় ব্যয় ও যানজটের মতো অসুবিধাসমূহ দেখা দিতো। জরিপে অংশগ্রহণ করা সর্বোচ্চ প্রায় ৮৩% ব্যক্তিই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরের রাস্তায় যানজটের মত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। ৭০% জনগণ বলেন মাল খালাসে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ার ফলে পণ্য জটের সৃষ্টি হতো (৬৯% এই মত ব্যক্ত করেন)। ৬২% উত্তরদাতা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরে জাহাজ জটের কথাও স্বীকার করেন।

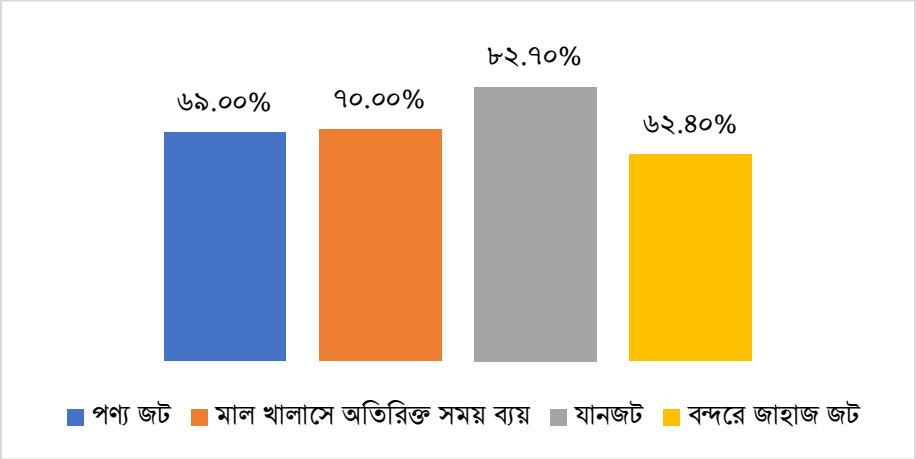

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৫: প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বন্দরের অসুবিধাসমূহ

৩.১৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পণ্য খালাসে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পণ্য খালাসে সম্ভাব্য অনেক পরিবর্তনের কথা বললেও উন্নত ক্রেনের মাধ্যমে দ্রুত কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং করার ফলে (৫৩%) দ্রুত পণ্য খালাস উল্লেখযোগ্য হারে পরিবর্তিত হবে বলে মতামত প্রদান করেন (৮৭%)। তাঁরা আরও বলেন প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বন্দরের রাজস্ব আয় বাড়ার (৮৩%) পাশাপাশি বন্দর ব্যবহারকারীগণও দ্রুততম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন (৫৭%)।

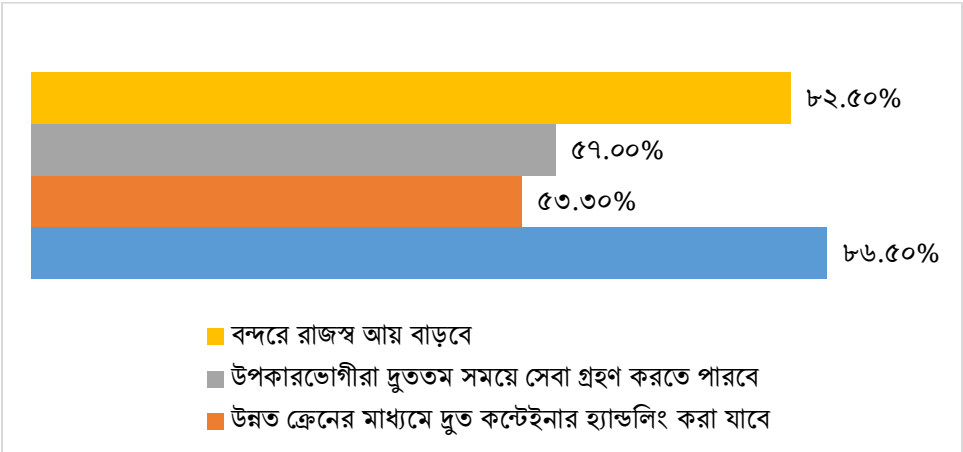

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৬: প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পণ্য খালাসে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ

৩.১৩.৯ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কন্টেইনার টার্মিনালের সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর কন্টেইনার টার্মিনালের ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলে উত্তরদাতা উল্লেখ করেন। টার্মিনালের পরিবর্তনসমূহের মধ্যে দ্রুত পণ্য লোড-আনলোড ও আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে সর্বোচ্চ ৮৯ ও ৮৮ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন। এরপরেই প্রায় ৬৮ শতাংশ ব্যক্তি পণ্য জট হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা এও জানিয়েছেন যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাস্তা ভাঙ্গা-চুড়া না থাকায় সহজে টার্মিনালে ট্রাক প্রবেশ করতে পারবে। প্রায় ৪০ শতাংশ উপকারভোগী টার্মিনাল এলাকায় বর্ষায় কাদা ও শুষ্ক মৌসুমে ধুলা হতে মুক্তি পাবেন বলে জানান। অল্প পরিমাণ হলেও ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা টার্মিনাল এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে বলে মতামত দেন।

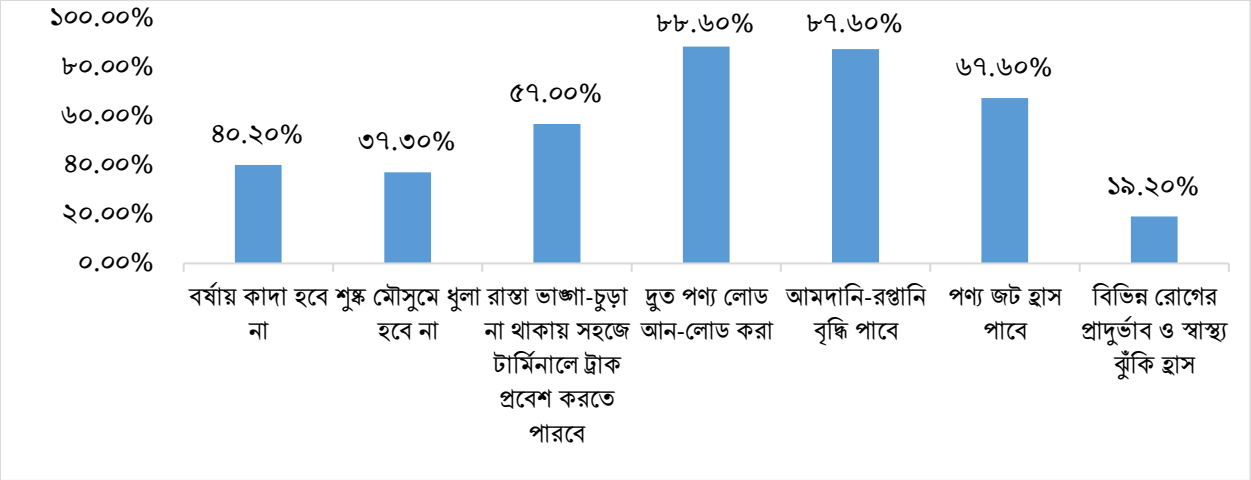

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৭: টার্মিনালের সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ

৩.১৩.১০ প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বেই বন্দর এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ভালো ছিলো বলে বেশিরভাগ উত্তরদাতা স্বীকার করেন যা শতকরা সর্বোচ্চ ৫৩ ভাগ এবং ৮ শতাংশ খুব ভালো ছিলো বলে জানান। ২৪ শতাংশ উত্তরদাতা এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বেই মোটামুটি ভালো ছিলো বলে জানান। জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে খারাপ ছিলো বলে জানান। অতি সামান্য জনগণ প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ খুব খারাপ ছিলো বলে মত দেন।

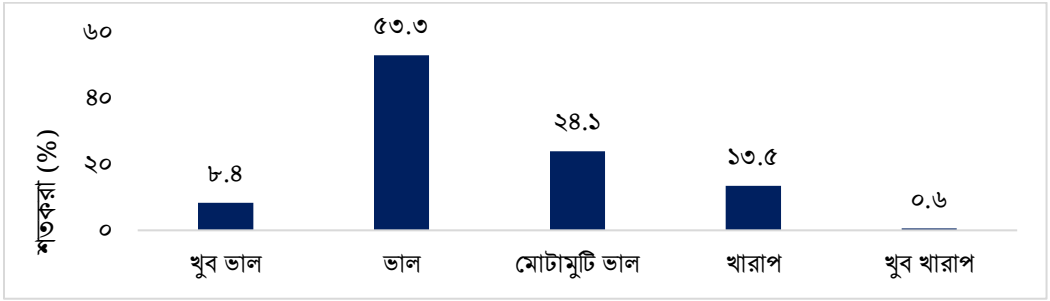

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৮: প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

৩.১৩.১১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর বন্দর এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে বন্দর এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ পূর্বের চেয়ে মোটামুটি ভালো হবে বলে ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা অভিমত দেন। ৩৫ শতাংশ উত্তরদাতা এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ খুব ভলো হবে বলে জানান। ১০ শতাংশ জনগণ এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ভালো হবে বলে জানান। অর্থাৎ উপকারভোগীগণ প্রকল্পটি বন্দর এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

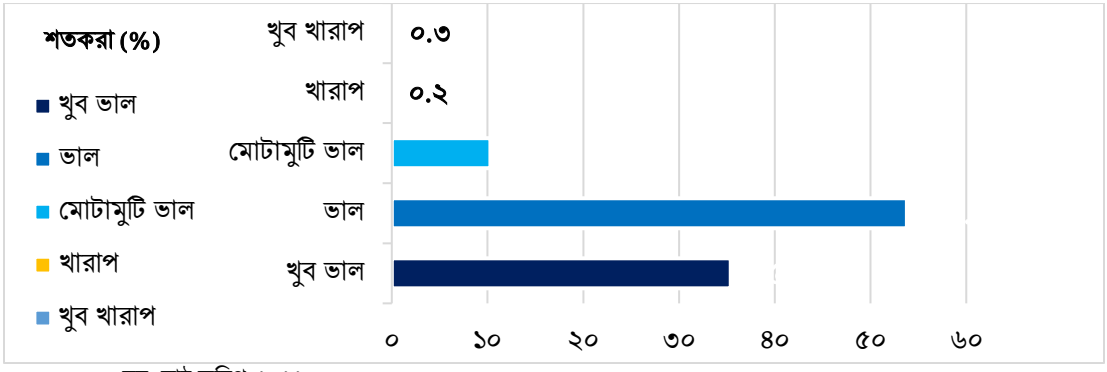

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.১৯: প্রকল্প বাস্তবায়নের পর এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ

৩.১৩.১২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলে উত্তরদাতারা মতামত প্রদান করেন। সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক গতি আসবে বলে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮১ শতাংশ আমদানি-রপ্তানি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মতামত দেন। এরপরেই ৭৯ শতাংশ ব্যক্তি এলাকার সম্ভাব্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ আগের চেয়ে অনেকগুণে উন্নত হবে বলে মন্তব্য করেন। ৫৮ শতাংশ উত্তরদাতা পণ্য জট ও জাহাজ জট হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী বলে জরিপকালে জানা যায়। ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা এটাও জানিয়েছেন যে প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কন্টেইনার টার্মিনালে ও কন্টেইনার ডিপোতে পণ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।। উত্তরদাতাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের সেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি বন্দরের সেবাও দ্রুত পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেন। তারা এটাও জানান যে, পণ্য আগের তুলনায় অনেক দ্রুত হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

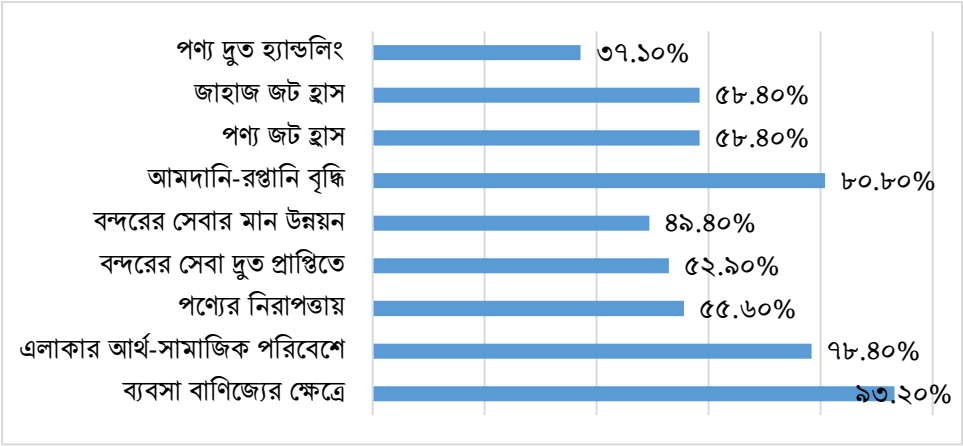

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.২০: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য পরিবর্তনসমূহ

৩.১৩.১৩ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের সম্ভাব্য উন্নয়নসমূহ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কাজে গতিশীলতা আসবে যার পাশাপাশি কন্টেইনারগুলোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৩ শতাংশ ব্যক্তিই জানিয়েছেন। যার ফলে বন্দরের রাজস্ব আয় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ৮১ শতাংশ উত্তরদাতা মন্তব্য করেন। ৭৮ শতাংশ জনগণ ফিডার ভেসেলের জট হ্রাস পাবে বলে মত দেন। এছাড়াও উপকারভোগীগণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কার্গো কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাহাজের অবস্থানকাল ও বহিঃনোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজসমূহের বার্থিং সময় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি দ্রুত পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব বলে জানান।

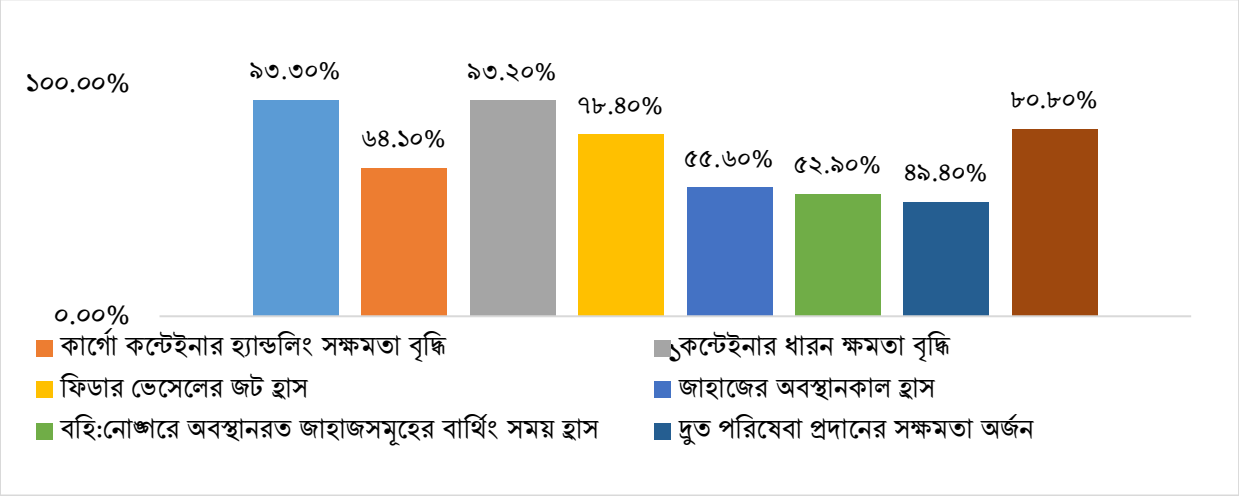

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.২১: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের সম্ভাব্য উন্নয়নসমূহ

৩.১৩.১৪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় সৃষ্ট সম্ভাব্য কর্মসংস্থানসমূহ

এই কথা বলা অনস্বীকার্য যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন এর পাশাপাশি নানাবিধ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। মাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শতকরা ৬০ ভাগ ব্যক্তিই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে স্বীকার করেন। ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে বলে জানান। প্রায় ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা এলাকার মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে বলে জানান। এছাড়াও আবাসন ব্যবসা, পরিবহন ব্যবসা ও সেবা খাতের প্রসারের পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে বলে জরিপদাকারা মতামত প্রদান করেন।

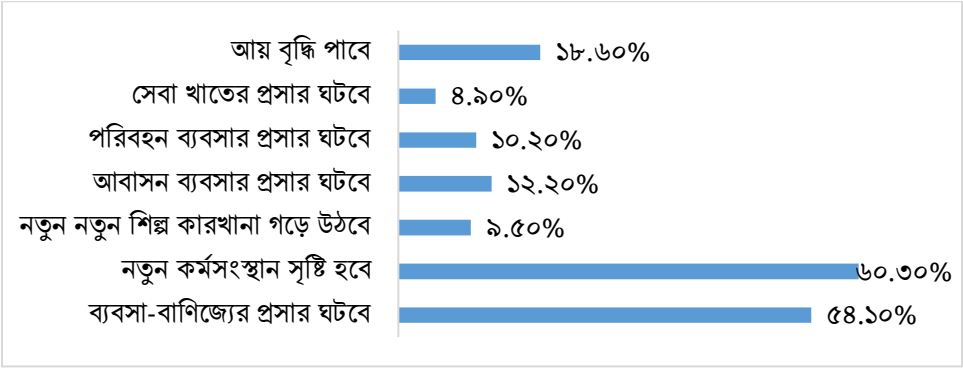

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.২২: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় সৃষ্ট সম্ভাব্য কর্মসংস্থান

৩.১৩.১৫ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় দরিদ্র মানুষের জীবনমানে সম্ভাব্য প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় দরিদ্র মানুষের জীবন মানেও অনেক পরিবর্তন আসবে বলে মাঠ সমীক্ষা থেকে জানা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকার দরিদ্র মানুষ প্রায় শতভাগের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে জেরিপদাতারা জানান। ৮৫ শতাংশ ব্যক্তি বন্দর এলাকার জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে বলে জানান। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৩ শতাংশ উত্তরদাতা বন্দর এলাকার দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মতামত দেন। ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতাই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর বন্দর এলাকার দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন কাজ পাবেন বলে জরিপকালে মতামত প্রদান করেন।

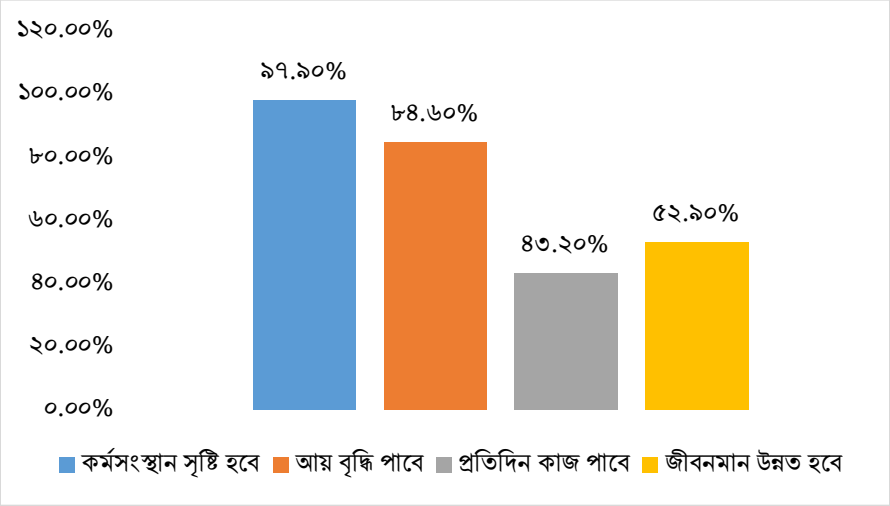

সূত্র: মাঠ জরিপ, ২০২২

চিত্র ৩.২৩: দরিদ্র মানুষের জীবনমানে সম্ভাব্য প্রভাব

৩.১৪ গুণগত তথ্যের বিশ্লেষণ

৩.১৪.১ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার অংশ হিসেবে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের অংশ হিসাবে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান প্রকৌশলী, আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতির প্রতিনিধি, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট সমিতির প্রতিনিধি, স্থানীয় এফবিসিসিআই-এর প্রতিনিধি, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, মেরিন ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং প্রকল্প পরিচালককে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাঁরা প্রকল্পের রাস্তা/ওভারপাস/আরসিসি ইয়ার্ড/জেটি নির্মাণসহ সকল অঙ্গের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের প্রভাব কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় একসাথে তিনটি বৃহদাকারের জাহাজ বার্থিংয়ের জন্য জেটি নির্মাণ, তৈলবাহী জাহাজ বার্থিংয়ের জন্য ডলফিন জেটি নির্মাণ, কন্টেইনার/মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের জন্য পশ্চাদসুবিধা নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিএফএস শেড নির্মাণ, অফিস বিল্ডিং নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য কারখানা নির্মাণ ইত্যাদি কাজ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দর এলাকায় দৃশ্যমান অগ্রগতি খুব বেশি না হলেও ওভারপাস এবং ইয়ার্ডের কাজ দৃশ্যমান।

উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হলে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ বেড়ে যেতো, পণ্য খালাসে অধিক সময় ব্যয় হওয়া, জাহাজ জট, পণ্য জটসহ শহরে যানজটও বেড়ে যেতো। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অধিক জাহাজ বার্থিং এবং উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে কন্টেইনার ও পণ্য হ্যান্ডলিং সুবিধা, অধিক সংখ্যক কন্টেইনার/পণ্য লোডিং-আনলোডিং, আমদানি পণ্য নিয়ে আগত জাহাজ পণ্য খালাস করে স্বল্পতম সময়ে রপ্তানি পণ্যসহ বন্দর ত্যাগ, জাহাজের Turn Around Time হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি আমদানি-রপ্তানিতে গতি আসার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দরের সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবা প্রাপ্তিও দ্রুততর হবে। রাস্তা সম্প্রসারণ ও আরসিসি ইয়ার্ড নির্মাণের ফলে ট্রাক সহজে প্রবেশ করতে পারবে, পণ্য দ্রুত লোড-আনলোড করা যাবে ও খালাসকৃত পণ্য নিজস্ব ডিপোতে রাখা যাবে। ফলে পণ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর বন্দরের জেটিতে ভিড়ানোর জন্য বহিঃনোঙ্গরে জাহাজ অপেক্ষা করতে হবে না। জাহাজ জেটিতে সরাসরি ভিড়তে পারলে ২-৩ দিনে একেকটি কনটেইনারবাহী জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করে বন্দর ত্যাগ করতে পারবে। এতে করে Cost of Doing Business উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।

প্রকল্প এলাকার আশে-পাশে শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মিত হবে, সরকারী-বেসরকারী খাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলে প্রকল্পটি এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেই সাথে মানুষের সমাগম বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প এলাকার আশে-পাশে আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের পুরাতন জেটিসমূহ সংস্কারের পাশাপাশি ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করা দরকার, অন্যথায় বন্দরের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে।

উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের নির্মাণকালীন মান ঠিক রাখার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগ্রেড, বিআরটিসি, বুয়েট এবং চুয়েট থেকে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। অবকাঠামোর নির্মাণকালীন মান যথাযথভাবে বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়মিত ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মান পরীক্ষা করার ফলে নির্মাণকালীন মান বজায় থাকে।

দেশের আর্থিক এবং শিল্পায়নে অব্যাহত উন্নতি, দেশের বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন, জাতিসংঘ কর্তৃক নির্দেশিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goal (SDG) অর্জনের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। শিল্পের কাঁচামাল খালাসে যেমন ভোগান্তি কমবে। তেমনি কম সময়ে পণ্য খালাসের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মূল শহরের সড়ক ব্যবহার করে পণ্য পরিবহন করা প্রয়োজন না পড়ায় মূল শহরে যানজটে সৃষ্টি হবে না। টার্মিনালটি চালু হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবও রয়েছে, যেমন বায়ু দূষণ কমবে, জলাবদ্ধতা কমবে।

জেটি রক্ষার্থে জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ, আরসিসি ইয়ার্ডের নিয়মিত মেরামত বড় চ্যালেঞ্জ। এখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সরাসরি ইউরোপে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বন্দর ব্যাবস্থাপনাকে আরও উন্নত করতে হবে। তাই বন্দরের উপর বাড়তি চাপ সামলাতে বন্দর কর্তৃপক্ষকে আগেভাগে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ।

বন্দর ব্যবস্থাপনাকে টেকসই করার লক্ষ্যে বন্দর ব্যাবহারকারীদের মতামত কর্তৃপক্ষকে আমলে নিতে হবে। সেই সাথে প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা জরুরী, এবং যত দ্রুত সম্ভব বন্দর ব্যাবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দক্ষ অপারেটর নিয়োগ দিতে হবে। আধুনিক যন্ত্র সুবিধা

দরকার,তাতে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সক্ষমতার সাথে দক্ষ জনবল,নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ ব্যাবস্থার আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

প্রধান প্রকৌশলী, চসিক-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ

চিত্র ৩.২৪: মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

৩.১৪.২ নিবিড় সাক্ষাৎকার (In Depth Interview- IDI)

গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের অংশ হিসাবে আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতির প্রতিনিধি, স্থানীয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোর্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বিজিএমই-এর প্রতিনিধিকে নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩ টি কন্টেইনার জেটি, ১ টি ডলফিন জেটি, রোড কানেক্টিভিটি, ফ্লাই ওভার, ওয়ার্কশপ, সিপিএ বিল্ডিং, পাম্প হাউস, ওয়্যারহাউস, পার্কিং, ফুয়েল স্টেশন ও ব্যাকআপ ইয়ার্ড সম্বলিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামোতে সংযোজিত হবে। এ পর্যন্ত টার্মিনালের প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অপারেশনাল কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট, শিল্প-কারখানা, আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠবে। সেখানে এলাকার জনগণ নতুন নতুন কর্মসংস্থানে সুযোগ পাবে।

নিজ দেশীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, ও কর্মীর মাধ্যমে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের সকল কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা দেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। টার্মিনালটি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সিসিটি, এনসিটি ও জিসিবি জেটির চেয়ে বেশী ড্রাফ্টের জাহাজ বার্থিং করা যাবে। বন্দরের কন্টেইনার ক্যাপাসিটি বাড়াবে এবং পণ্য জট ও জাহাজ জট হ্রাস পাবে।

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, পিসিটি প্রকল্প এলাকা গুপ্তা বেন্ডের সন্নিকটে হওয়ায় তুলনামূলকভাবে Siltation এর পরিমাণ বেশী হবে। এছাড়াও বিমানবন্দরের রাস্তায় যানজট হতে পারে। সুতরাং, অপারেশন সচল রাখার নিমিত্তে প্রতিনিয়ত Maintenance Dredging, অটোমেশন ও প্রতিবছর নির্মিত অবকাঠামোসমুহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা প্রয়োজন হবে।

চিত্র ৩.২৫: নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ

৩.১৪.৩ দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion- FGD)

দলগত আলোচনা বা এফজিডি'র ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে বাছাই করা ৮-১০ জন প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত গ্রুপে এই আলোচনা করা হয়। দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায় বৈসাদৃশ্য থাকলেও সকলের পেশা একই। অর্থাৎ দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন একই পেশার মানুষ, যেমন: বন্দর শ্রমিকদের দলগত আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারী ছিলেন বন্দর শ্রমিক। আবার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই ছিলেন বন্দর কেন্দ্রিক বা বন্দরের আশেপাশের ব্যবসায়ী। অপরদিকে পরিবহন শ্রমিকদের দলগত আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারী ছিলেন পরিবহন শ্রমিক। স্থানীয় জনগণ যারা বন্দরের অন্যতম সুবিধাভোগী তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাদের পেশাও যেন বন্দর সংশ্লিষ্ট হয়। এক্ষেত্রে বন্দরকেন্দ্রীক ব্যবসায়ীদের বাছাই করা হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রকল্প সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত আছেন এবং বন্দরের সক্ষমতা সম্পর্কে তারা কতটুকু জানেন। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বন্দর কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। একজন মডারেটর এবং একজন নোট টেকারের সমন্বয়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সম্পাদন করা হয়। মডারেটর একটি গাইডলাইন অনুসরণ করে আলোচনা করেন। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ নোট টেকার লিপিবদ্ধ করবেন, যা পরবর্তীকালে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে আমদানি-রফতানিতে গতিশীলতা আসার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বন্দর এলাকার জনগণের সমপৃক্ততা বাড়বে। পূর্বে পণ্য খালাস করতে যেখানে প্রায় সপ্তাহখানেক সময় লেগে যেতো, সেখানে সর্বোচ্চ ১ দিনের মধ্যেই পণ্য খালাস করা সম্ভব হবে। অপরদিকে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। সক্ষমতার দিক দিয়ে বিশ্বে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান বর্তমানে ৬৭তম হলেও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে তা ৫০তম স্থানে উঠে আসবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের উপর বর্ধিত চাপ কমবে, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং বাড়বে এর পরিমান বৃদ্ধি পাবে, পণ্যের নিরাপত্তা বাড়বে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে।

যথাসময়ে অপারেশন চালু করতে না পারা প্রকল্পের একটি বড় দুর্বলতা। এছাড়াও প্রাইভেট কোম্পানিকে বন্দরের অপারেটিং এর দায়িত্ব দেয়া হলে ও নতুন প্রযুক্তি চালু হলে অনেকের চাকুরী হারাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ৩.২৬: দলগত আলোচনা

৩.১৪.৪ স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে ক্রয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার স্থান, তারিখ, সময় এবং অতিথিদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। তবে কর্মশালার স্থান নির্বাচনে প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্পের কাজের পরিধি, সুবিধাভোগীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর ইনস্টিটিউটকে স্থানীয় কর্মশালার এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার মানুষ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা, আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতির প্রতিনিধি, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ক্রয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ। যেসকল বিষয়বস্তু নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা, প্রধান প্রধান কর্মকান্ডসমূহের অগ্রগতি, এলাকায় দৃশ্যমান পরিবর্তন, এলাকার কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রকল্পটির প্রভাব, বন্দরের সক্ষমতা অর্জনে প্রকল্পটির প্রভাব, বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণে প্রকল্পটির প্রভাব, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ এবং সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা ও ঝুঁকিসমূহ কি কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় আলোচকবৃন্দ প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি যুগোপযোগি প্রকল্প, যা চট্টগ্রাম বন্দরের একটি আধুনিক ও নতুন সংযোজন। এর কার্যক্রম পূর্ণ সক্ষমতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে এবং শতকরা ৮৭ ভাগ কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ দেশীয় ডিজাইন, ড্রয়িং, উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি। এছাড়াও প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে ডিপিপি মাত্র একবার সংশোধন করতে হয়েছে। প্রকল্পের সকল কাজ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যেই সম্পাদন করতে পারবেন বলে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তবে প্রকল্প-এর প্রধান প্রধান অঙ্গ বাস্তবায়নে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনার স্থানান্তর ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, করোনার মধ্যেও কর্মকান্ড চালিয়ে নিয়ে যথাসময়ে সম্পন্ন করা ও বিমানবন্দরগামী যান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখাটা এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো বলে বক্তারা জানান।

প্রকল্পটি বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যেখানে বেশী ড্রাফ্টের জাহাজ বার্থিং করা যাবে, বহিঃনোঙ্গরে জাহাজ জট হ্রাস পাবে, কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং আগের চেয়ে ১০ শতাংশ বাড়বে, পণ্য জট হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি পণ্য নিরাপত্তাও বৃদ্ধি পাবে। তবে প্রকল্প এলাকায় জায়গা স্বল্পতা, ইয়ার্ডে Back up Area কম থাকা, সংকীর্ণ রাস্তা, Turn Around এর জন্য জায়গা না থাকা প্রকেল্পের দুর্বল দিক বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে লালদিয়া চর- ১ ও ২ এর সাথে পিসিটি কানেক্ট করা গেলে, One Way System, Railway-র সাথে কানেক্ট করা সম্ভব হলে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে বলে বক্তরা জানান।

নির্মিত অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন, কন্টেইনার টার্মিনালে Schedule Maintain করা, Traffic Management, Lorry Management ও ICT Management করা গেলে প্রকল্পের কার্যক্রম ও সুবিধাসমুহ টেকসই হবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

চিত্র ৩.২৭: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

৩.১৫ বন্দরের সক্ষমতা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

যেকোন প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নিরুপনে অনেকগুলো সূচককে বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত প্রকল্প যেহেতু কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ সংক্রান্ত, সেহেতু বিগত ৫ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে কতটি জাহাজের আগমন ও প্রস্থান ঘটেছে এবং বন্দর কত টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করেছে, তার একটি পর্যালোচনা প্রদান করা হলো।

৩.১৫.১ আগত জাহাজ হ্যান্ডিলিং

নিম্নোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০২৩টি। সর্বনিম্ন ৩৩৫০টি আগত জাহাজের সংখ্যা ছিল ২০১৬-১৭ অর্থবছরে। চিত্র বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বন্দরে আগত জাহাজ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

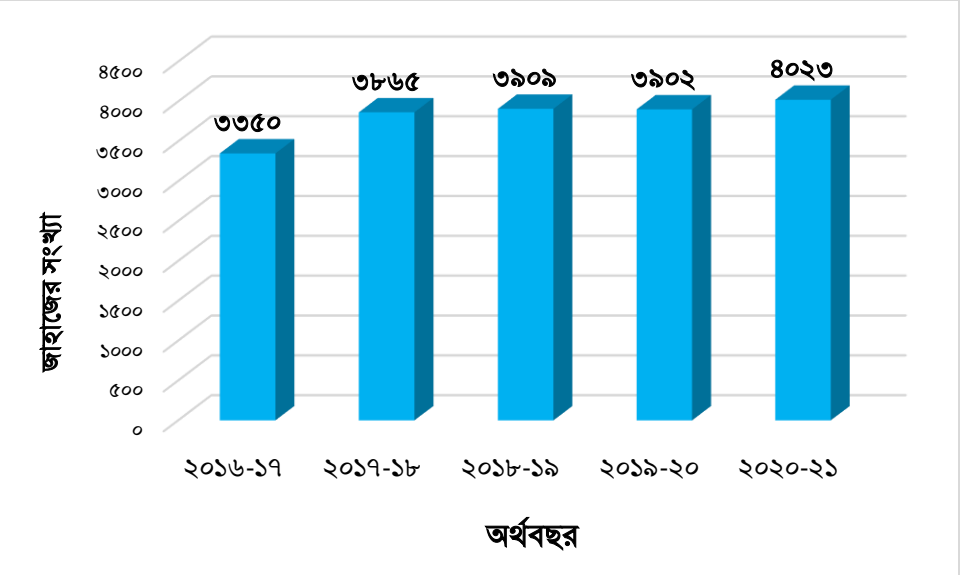

সূত্র: চবক, এপ্রিল ২০২২।

চিত্র ৩.২৮: আগত জাহাজ হ্যান্ডিলিং

৩.১৫.২ বহির্গামী জাহাজ হ্যান্ডিলিং

নিম্নোক্ত চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০৬২টি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ৩০৯২টি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে যায়। চিত্র বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে তা ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে প্রায় ১ হাজারটি বেশি।

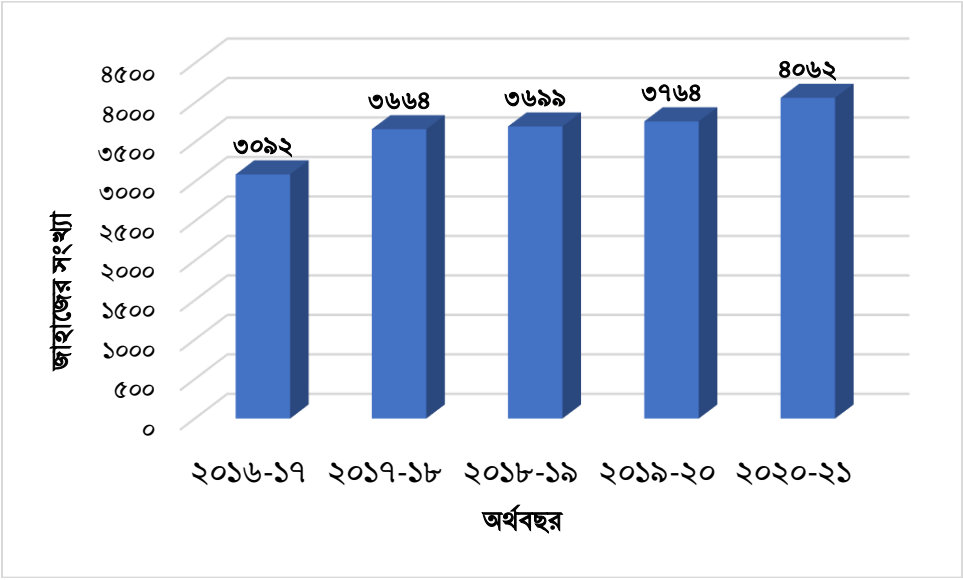

সূত্র: চবক, এপ্রিল ২০২২।

চিত্র ৩.২৯: বহির্গামী জাহাজ হ্যান্ডিলিং

৩.১৫.৩ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৪১৯৪৮১ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করে, ২০১৭-১৮ তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭০৫৯০৯টিইইউএস হয়। একইভাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পূর্বের বছরের তুলনায় কন্টেইনার হ্যান্ডলিং বৃদ্ধি পায় যা ২৮০৮৪৯৯ টিইইউএস। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরে অতিমারি করোনার কারণে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং হ্রায় পেয়ে ২৭৯১১৯০ টিইইউএস হয়। একইভাবে ২০২০-২১ অর্থবছেরেও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং হ্রাস পেয়ে ২৭৬৮১৮৪ টিইইউএসে এসে দাঁড়ায়।

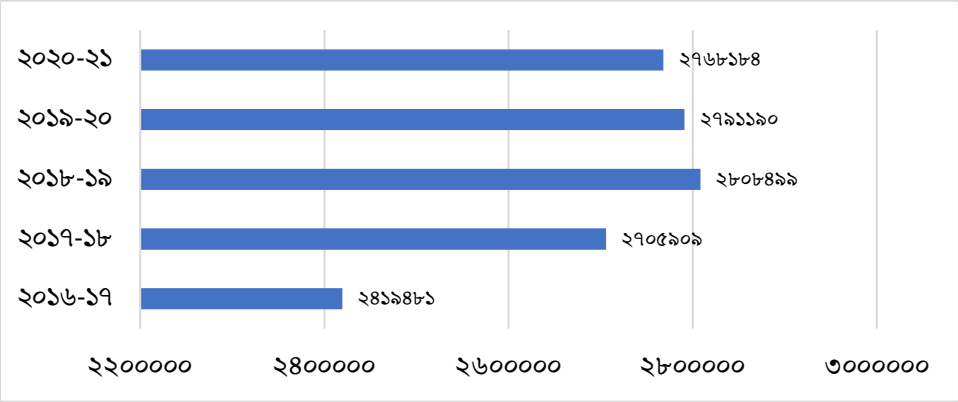

সূত্র: চবক, এপ্রিল ২০২২।

চিত্র ৩.৩০ সর্বমোট কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (টিইইউএস)

৩.১৫.৪ সম্ভাব্য কন্টেইনার হ্যান্ডলিং

চবক-এর অপর এক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে ২৮৩৯৯৭৭ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করে। এতে প্রবৃদ্ধির হার -৮.০৪% এসে দাঁড়ায়। ২০২১ সালে ৩২১৪৫৪৮ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করে, যাতে প্রবৃদ্ধি দাড়ায় ১৩.১৯%। বন্দর কর্তৃপক্ষ এটাকে এখন পর্যন্ত বেইস ধরেছে। ২০২২ সালে পিসিটি চালু হলে এবং একই প্রবৃদ্ধি থাকলে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ৩৬৩৮৫৪৭ টিইইউএস হবে। কিন্তু সকল কিছু একই রকম থাকলে ২০২৩ সালে ৪৫৬৮৪৭১ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করবে, যাতে প্রবৃদ্ধি দাড়াবে ২০.৩৬%। ২০২৪ এবং ২০২৫ সালে প্রবৃদ্ধি একই থাকলে চট্টগ্রাম বন্দর যথাক্রমে ৫৪৯৮৩৯৬ এবং ৬৬১৭৬০৮ টিইইউএস কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করবে।

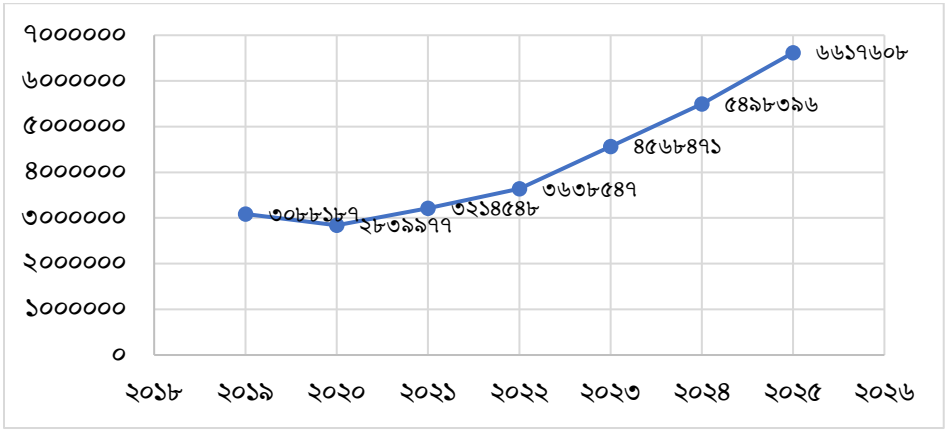

চিত্র ৩.৩১: সম্ভাব্য কন্টেইনার হ্যান্ডলিং (টিইইউএস)

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের SWOT পর্যালোচনা

SWOT Analysis হলো Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্ত রুপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তম্মধ্যে সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, দুটি প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অনুমান করতে হয় এবং তদনুযারী সক্রিয় হতে হয়। পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, স্থানীয় কর্মশালা এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) শনাক্ত করা হয়েছে। এই SWOT- এর আলোকে ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)	**প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)**
• দেশীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। • প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। • প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জায়গায় বাস্তবায়ন করার ফলে আলাদা করে ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি। • প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ইয়ার্ডের পরিমান ২৭ একর বৃদ্ধি পাবে।	• ডিপিপি-তে ৭২টি অঙ্গের কাজ ছিল। কিন্তু আরডিপিপি-তে ৬৪টি কাজের সংস্থান রাখা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের Scope of Work হ্রাস পেয়েছে। • প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করতে না পারা। • বন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে ২২টি সংস্থার সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সকলের সহায়তা না পাওয়ায় সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। • প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পাওয়া। • পরিকল্পিত সময় অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়া।
প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ (Opportunities)	**প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)**
• বর্তমান প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য বন্দরে এই ধরনের আরও প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। • একসাথে ১০ মিটার ড্রাফ্টের প্রায় ২০০মিটার দীর্ঘ ৩টি জাহাজ জেটিতে বার্থ করায় বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	• যথাসময়ে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনলের অপারেশন চালু করতে না পারা। • নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়িত না হওয়া। • প্রকল্পটি গুপ্তা বেন্ডের সন্নিকটে হওয়ায় তুলনামূলকভাবে Siltation এর পরিমাণ বেশী হবে।

• সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বন্দরের আধুনিক ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় করা। • এত সংখ্যক জাহাজ এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যামান জনবল দিয়ে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। নতুন জনবল নিয়োগ প্রদান করতে হবে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে। • সিসিটি, এনসিটি ও জিসিবি জেটিতে ৭ থেকে ৯ মিটারের জাহাজ বার্থ করা যায়। পক্ষান্তরে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালে তার চেয়ে বেশী ১০ মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ বার্থিং করা যাবে। • বন্দরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে। • কম সময়ে অধিক পরিমান কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার ফলে আমদানি-রপ্তানির ব্যয় ও সময় হ্রাস পাবে। • ভৌগোলিক দিক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিদেশী বন্দর পরিচালনাকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। • পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালে দক্ষতার সাথে বছরে ৪.৫ লক্ষ (TEUS) কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে পারলে বর্হি:বিশ্বে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাবমূর্তি উজ্বল হয়ে উঠবে। • UNCTAD এর গাইড লাইন অনুসারে Berth Occupancy Rate হ্রাস পাওয়া।	• প্রতিনিয়ত Maintenance Dredging এবং অবকাঠামোসমুহের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। • বন্দর পরিচালনায় আধুনিকায়ন না করা হলে কন্টেইনার জটের শঙ্কা রয়েছে। • কন্টেইনার ইয়ার্ডে জায়গার পরিমান কম হবার ফলে যানজটের সম্ভাবনা রয়েছে। • অবশিষ্ট সময় বিবেচনায় পর্যাপ্ত জনবল/ নির্মাণ শ্রমিক নিয়োগ না করা।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ সমীক্ষা কাজের পর্যবেক্ষণ

নিবীড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ, চলমান কাজের অগ্রগতি ও গুনগতমান পর্যবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ, বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় বিশ্লেষণ, প্রকল্পের সবল দিক, সুযোগ, দুর্বল দিক ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা এবং সর্বোপরি প্রকল্পটি এ পর্যন্ত কতটুকু আউটপুট অর্জন করতে পেরেছে, তা পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৫.২ ডিপিপি/ আরডিপিপি পর্যবেক্ষণ

ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাস্তব সম্মত Log Frame, Bar Chart & Time Bounded Action Plan-এর ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি-তে লগ ফ্রেমের কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে Bar Chart & Time Bounded Action Plan-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রকল্পের ডিপিপি এবং সংশোধিত ডিপিপি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে বর্ণিত কাজের যে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল, মূল ডিপিপি-তে সে সকল কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে সংশোধিত ডিপিপি-তে ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুন: নির্মাণ এবং হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাকি কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

প্রকল্পের অর্থায়ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিপিপির তুলনায় সংশোধিত ডিপিপি-তে ৬৩৮৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ২.৫ বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সময় বৃদ্ধির হিসাবে ১০০% বেশি।

অপরদিকে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের কাজের পরিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২৪টি অঙ্গের কাজের পরিমান একই রয়েছে, ৬টি অঙ্গের কাজের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২৩ অঙ্গের কাজের পরিমান হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আরডিপিপি-তে নতুন ১১টি অঙ্গের সংস্থান বা সংযুক্তি হলেও ১৯টি অঙ্গের কাজ বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং বলা যায় প্রকল্পের Scope of Work হ্রাস পেয়েছে।

৫.৩ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য

(ক) বর্তমান ও ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বন্দরের অধিক সংখ্যক জাহাজ বার্থিং, কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং কন্টিইনার ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য;

(খ) চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কাজের ও অপারেশনাল কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১টি ডলফিন জেটিসহ জেটি, কন্টেনার ইয়ার্ড নির্মাণ ও পশ্চাৎসুবিধা নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় ইক্যুপমেন্ট ও জলযান সংগ্রহ করা;

(গ) বার্থ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;

(ঘ) বন্দরের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি;

(ঙ) বন্দরের ফিডার ভেসেলের জট কমানো;

(চ) জাহাজের গড় অবস্থান কাল হ্রাস;

(ছ) জাহাজের বার্থিং এর ক্ষমতা বৃদ্ধি;

(জ) বহিঃনঙ্গোরে অবস্থানরত জাহাজসমূহের বার্থিং সময় কমানো; এবং

(ঝ) বার্থিং জট নিরসন।

প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য যথাযথ বলে প্রতীয়মান হবে।

৫.৪ প্রকল্পের অনুমোদন ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি

পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ১৩ জুন ২০১৭ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুরুপভাবে ০৫ অক্টোবর, ২০২১ ইং প্রকল্পের ডিপিপি এর ১ম সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি সংশোধনের ফলে ডিপিপি মূল্য (১৮৬৮.২৮ - ১২২৯.৫৮) = ৬৩৮.৭০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২.৫ বৎসর অর্থাৎ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ডিপিপি সংশোধনের কারণসমুহ হলো; ক) জি টু জি তে অভিজ্ঞ বিদেশী অপারেটরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অপারেশনাল যন্ত্রপাতিসহ পিসিটি প্রকল্প পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ডিপিপি থেকে অপারেশনাল যন্ত্রপাতি বাদ দেয়া হয়েছে; খ) ফলপ্রসু হবেনা বিধায় রেল সংযোগ সংশ্লিষ্ট আইটেমসমুহ ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে; গ) প্রকল্পের বাস্তবতার নিরিখে পূর্তকাজের কিছু-কিছু দফার মূল্য ও পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে এবং ছোট-ছোট ৩/৪ টি আইটেম ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে; ঘ) চবকের নিজস্ব Automation System এর সাথে পিসিটি প্রকল্পের Automation System সংযুক্ত করায় Digital Port Solution আইটেমটি ডিপিপি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

৫.৫ এডিপি/ আরডিপি'তে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়া ও প্রকৃত ব্যয় পর্যবেক্ষণ

মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা ২০২১-২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আবার অর্থবছর বৃদ্ধি পেলেও প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ৬৩৮৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়। সংস্থার চাহিদা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তাদের সর্বনিম্ন ১৭৪৫ লক্ষ টাকা চাহিদা ছিলো এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তাদের চাহিদা ছিলো সর্বোচ্চ ৩৪০৯০ লক্ষ টাকা। ডিপিপিতে বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১০৬৬৯৪.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ২৩৫০৪.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

৫.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ হয়ে দাড়ায়, যেমন, প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত হলেও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রায় ৮ মাস পরে অর্থাৎ ফেব্রয়ারী ২০১৮ এর শেষ সপ্তাহে সেনাবাহিনীকে কাজের সাইট হস্তান্তর করা হয়। এরপর প্রকল্পের জায়গায় বিভিন্ন স্থাপনা থাকায়, তা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়। এছাড়া বন্দরের কিছু কারিগরি যন্ত্রপাতি অপসারণেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয়েছে। বৈশ্বিক অতিমারি নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, বিমান বাহিনীর শাহীন গলফ মাঠের সাথে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) প্রকল্পের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা, প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনা অন্যত্র স্থানান্তর সংক্রান্ত জটিলতা ছিল প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করা গেলেও বর্তমানে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সমাপ্ত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে যার ফলে প্রকল্পের মূল কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়।

৫.৭ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের মূল পূর্ত কাজসমুহ ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড কর্তৃক ১টি প্যাকেজের মাধ্যমে এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তিনটি প্যাকেজের মাধ্যমে তিনটি পূর্ত ক্রয় কাজ বাস্তবায়ন করছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় পূর্ত ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজ এবং সেবা ক্রয় কার্যের একটি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। পূর্ত ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজেই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অপরদিকে সেবা ক্রয় কার্যের প্যাকেজটি সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পূর্ত ক্রয় কাজ এবং সেবা ক্রয় কাজের সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৮৮৭ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য ৪টি প্যাকেজের এবং পণ্য ক্রয়ের নিমিত্তে ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানের লক্ষ্য ছিল। পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য ৪টি প্যাকেজের সবগুলোই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১২৫০০ লক্ষ টাকা। পণ্য ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজ আরএফকিউ এবং ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০.৩ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য ৬টি প্যাকেজের এবং পণ্য ক্রয় কাজের ১টির জন্য ১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। বার্ষিক ক্রয়ের পূর্ত কাজের ৬টি প্যাকেজই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এ প্যাকেজসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭৮৬৫ লক্ষ টাকা। অপরদিকে পণ্য ক্রয় কাজের প্যাকেজটি উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৫০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য ২টি প্যাকেজের সবগুলোই অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৮৭০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য ১৪টি প্যাকেজের এবং পণ্য ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল। ১৪টি প্যাকেজের মধ্যে ১১টি প্যাকেজ ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার বিগ্রেড কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত পূর্ত ক্রয় কাজের জন্য অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১৮২৩৯.৪০ লক্ষ টাকা। অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দর

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তিনটি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার লক্ষ্য ছিল, তার প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৯০০ লক্ষ টাকা। পণ্য ক্রয় কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা লক্ষ্য ছিল, তার প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৪০৫ লক্ষ টাকা (অনুচ্ছেদ ৩.৫.১)।

ক্রয় প্রক্রিয়ার উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে আরডিপিতে উল্লেখিত ক্রয় পদ্ধতি অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated Procurement) প্রক্রিয়া (পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ১২), উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া (ওটিএম) (পিপিআর ২০০৮ বিধি-৯০), সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া (ডিপিএম) {পিপিআর ২০০৮ বিধি ২০ (৯) ৮১ ও ৮২} এবং রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন (আরএফকিউ) [পিপিআর ২০০৮ এ্যাক্ট এর সেকশন -৩২, অনুমোদিত বিধি ১৬ (৭)] এর সিডিউল-২ অনুসরণ করা হয়েছে। সম্পাদিত ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্রয় পরিকল্পনার সকল প্যাকেজই ডিপিপি অনুযায়ী পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে, প্যাকেজসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে ৩১/১২/২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত MOU এবং ২১/১১/২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত AMOU অনুযায়ী ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড Project Implementation Policy (PIP)-এর মাধ্যমে পূর্তকাজসমুহ সম্পাদন করছে।

৫.৮ পিএসসি ও পিআইসি সভা পর্যবেক্ষণ

আরডিপিপিতে প্রতি ৩ মাসে ১টি প্রকল্প সম্পাদন কমিটির (পিআইসি) সভা আহবানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এখানে মোট ১৩টি সভার মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপিতে প্রতি ৩ মাসে ১টি প্রকল্প পরিচালনা কমিটির (পিএসসি) সভা করার কথা থাকলেও ১৩টি সভার মধ্যে ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের যথাযথ অগ্রগতির স্বার্থে নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে ১টি জুম সভা ও ৬টি আন্তঃমন্ত্রনালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.৯ পূর্ত কাজ এবং ক্রয়কৃত পণ্যের গুনগত মান পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত এবং সম্পাদনের পর্যায়ে যেসকল পূর্ত কাজ রয়েছে তা অনুমোদিত ড্রইং/ ডিজাইন অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে এবং চলমান কাজে তা অনুসরণ করা হচ্ছে। পূর্ত কাজে ব্যবহৃত মালামাল ঠিকাদারের স্টাক ইয়ার্ডে স্থাপিত ল্যাবে টেস্ট করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড-এর নিজস্ব ল্যাবে, বিআরটিসি, বুয়েট, ঢাকাতে এবং চুয়েট, চট্টগ্রামেও টেস্ট করা হয়েছে। পূর্ত কাজের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে টেস্ট রিপোর্টসমূহ পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে মান বজায় রাখা হচ্ছে। ক্রয়কৃত পণ্য পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কম্পিউটার সামগ্রী প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে চলমান রয়েছে। অপরদিকে ক্রয়কৃত ফাস্ট স্পিড বোট চালিয়ে দেখা যায় যে, বোট সচল রয়েছে তবে একটি স্পিড বোটের এসি নষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৫.১০ প্রকল্পে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি

“পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কন্সট্রাকশন বিগ্রেড কর্তৃক বাস্তবায়িত পূর্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১০০% কাজ শেষ হয়েছে প্যাকেজ নং ১৯ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত রেডক্রিসেন্ট স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ২১ নং প্যাকেজের মেরিন ফিসারিজ স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, ১০ নং প্যাকেজের সিএফএস শেড ও কাস্টমস হাউস নির্মাণ, ১৬ নং প্যাকেজের ফুয়েল স্টেশন, ১৭

নং প্যাকেজের মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ (তিন তলা ভিত্তিসহ ১তলা মসজিদ) এবং ২৩ নং প্যাকেজের মাধ্যমে বিএএফ-এর বাউন্ডারী ওয়াল।

৯৯% বা এর অধিক পরিমান ভৌত কাজের অগ্রগতি হয়েছে ১ নং প্যাকেজের আওতায় ভূমি কাটা, ভরাট করা এবং তার উন্নয়ন কাজ। এছাড়া ২৬ নং প্যাকেজের বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সাপ্লাই লাইন ইত্যাদি কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৯%। ৯৮% ভৌত কাজ হয়েছে ৬ নং প্যাকেজের ডলফিন জেটি নির্মাণ, ৮ নং প্যাকেজের পোর্ট অফিস বিল্ডিং ও মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ এবং ২৪ নং প্যাকেজের সীমানা দেয়াল নির্মাণ (উচ্চতা ৬মি) কাজের। ৯৭% ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ২ নং প্যাকেজের ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ এবং ৭ নং প্যাকেজের ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ কাজে। যান চলাচলের জন্য রাস্তা এবং ফ্লাইওভার খুলে দেয়া হয়েছে। ২৫ নং প্যাকেজের মাধ্যমে নিরাপত্তা গুমটি নির্মাণ কাজের ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে ৩ নং প্যাকেজের মাধ্যমে ১০নং খালের বক্স-কালভার্ট ড্রেইন নির্মাণ কাজের ৯২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৬৫% কাজ হয়েছে ১৮(১) নং প্যাকেজের মাধ্যমে লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-১, ১৮(৩) নং প্যাকেজের মাধ্যমে ড্রাইভার শেড এবং ক্যান্টিন, এবং ১৮(৪) নং প্যাকেজের মাধ্যমে মেকানিক রেস্টরুম এবং টয়লেট ব্লক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১১ নং প্যাকেজের আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ, পানির লাইন সংযোগ, জল সরবরাহ ও ফায়ার হাইড্রেন্ট এবং সার্ফেস ইয়ার্ড ড্রেইনেজ নির্মাণ কাজের ৩২% শেষ হয়েছে।

অপরদিকে মাত্র ২৫% কাজ শেষ হয়েছে ২২ নং প্যাকেজের মাধ্যমে ১২ মি. ড্রাফট -এর জন্য জেটি এলাকায় ড্রেজিং, ১২ নং প্যাকেজের মাধ্যমে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার, ওভারহেড ট্যাংক এবং পাম্প হাউজ (সিভিল ওয়ার্ক), এবং ১৪ নং প্যাকেজের মাধ্যমে প্রস্তাবিত জেটির নীচে রিপর‍্যাপ সার্ফেজ নির্মাণ কাজ হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ১৮(২) ১৪ নং প্যাকেজের লেবার রেস্ট রুম এবং টয়লেট ব্লক-২ নির্মাণ কাজের টেন্ডার এখনও আহবান করা হয়নি। অথচ আরডিপিপি অনুযায়ী সকল প্যাকেজের কাজ ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার উল্লেখ রয়েছে।

অপরদিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত পূর্ত কাজের ১টি প্যাকেজের একটি কাজ শুরু হয়নি। অপরদিকে সরবরাহ কাজের তিনটি প্যাকেজের দরপত্র আহবান এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে সকল প্যাকেজের কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩২% বা তার নিচে এবং যেসকল কাজের দরপত্র এখনও আহবান করা হয়নি সেসকল কাজ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পিএসসি সভায় নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

৫.১১ অডিট কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেনাবাহিনীকে অগ্রিম প্রদত্ত ১৬৩.১৩ কোটি টাকার বিপরীতে আনীত অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি।

৫.১২ প্রকল্পের SWOT পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটির সবচেয়ে বড় সবলদিক হচ্ছে যে, দেশীয় জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্প গ্রহণ এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন।

দুর্বল জায়গাসমূহ হচ্ছে, প্রকল্পের Scope of Work হ্রাস করা, ক্রয় প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করতে না পারা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে।

সম্ভাবনার জায়গা হচ্ছে পিসিটিতে বেশী ড্রাফ্টের জাহাজ বার্থিং করা যাবে। বন্দরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি সম্ভবনার সৃষ্টি হবে। ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বিদেশি বন্দর পরিচালনাকারিদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। সেই সাথে মানুষের কর্ম ঘন্টার সর্বোত্তম ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পটির ঝুঁকি হচ্ছে, প্রকল্প এলাকাটি গুপ্তা বেন্ডের সন্নিকটে হওয়ায় তুলনামূলকভাবে Siltation এর পরিমাণ বেশী হবে। ফলে প্রতিনিয়ত Maintenance Dredging করা এবং অবকাঠামোসমুহের নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়িত না হওয়া, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনলের অপারেশন যথাসময়ে চালু করতে না পারা (৪র্থ অধ্যায়) ।

৫.১৩ এক্সিট প্লান

ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করত: প্রকল্পটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চবক-এর রাজস্বখাতে ট্রাফিক, নৌ, পুরকৌশল ও যান্ত্রিক বিভাগের নতুন জনবলের পদ সৃজনের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের সুবিধাদি চলমান রাখার জন্য পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের সময় জানা যায় (প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের Exit Plan তৈরী করা হয়েছে। জি টু জি তে বিদেশী অপারেটরের মাধ্যমে অপারেশন পরিচালনার জন্য পিপিপি অথরিটি থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ০৫ টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান যেমনঃ (ক) রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল (আরএসজিটি), সৌদি আরব, (খ) দুবাই পোর্ট ওয়ার্ল্ড (ডিপি ওয়ার্ল্ড), সংযুক্ত আরব আমিরাত, (গ) এপি মুলার, ডেনমার্ক, (ঘ) আদানি পোর্ট এন্ড স্পেশাল ইকোনোমিক জোন লিঃ (এপিএসইজেড), ভারত, (ঘ) পিএসএ পোর্ট, সিঙ্গাপুর অপারেশন পরিচালনার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রক্রিয়া এখনও চূড়ান্ত হয়নি। উল্লেখ্য, বিদেশী অপারেটরের মাধ্যমে পিসিটি অপারেশন পরিচালনা করা হলেও চবক-এর নিজস্ব জনবল দ্বারা ভোজ্য তেল খালাসের জন্য নির্মিত ডলফিন জেটির অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে অবগত হলেও বর্তমানে এটি ওমেরা এবং টিকে গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ সুপারিশ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফল পর্যালোচনা এবং সার্বিক পর্যবেক্ষণের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

১. প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের কার্যকারিতা টেকসই রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করার নিমিত্তে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। সেই সাথে বিদেশী অপারেটর কর্তৃক পিসিটি পরিচালিত হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার চবক কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।

২. প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিমানবন্দর এবং কর্ণফুলি টানেলের নিকটবর্তী হওয়ায় কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের আরও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যেসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে সেই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ টেকসইকরণের ক্ষেত্রে নির্মাণকালীন মান যথাযথভাবে বজায় রাখার নিমিত্তে নিয়মিত ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মান পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৫. প্রকল্পে যেসকল অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা যথাসময়ে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৬. প্রকল্পের ৭টি প্যাকেজের কাজে ধীর গতি এবং ৪টি প্যাকেজের এখনও দরপত্র আহবান করা হয়নি। উক্ত প্যাকেজসমূহের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি ৪টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক দ্রুত কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

৭. প্রকল্পের যেসকল অঙ্গের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, তা সমাপ্ত করার লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮. পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল-কে অধিকতর গতিশীল, যুগোপযোগী, দক্ষ এবং সার্বিকভাবে একটি SMART প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিটি কাজের জন্য Schedule প্রণয়ন করে তা প্রতিপালন করা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

"পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ইয়ার্ডের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, বার্থের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফিডার ভেসেলের জট হ্রাস, জেটিতে ও বহিঃনোঙ্গরে জাহাজের অবস্থান কাল হ্রাস, এবং বার্থিং জট হ্রাস পাবে। এর ফলে দ্রুত পণ্য খালাস, যানজট নিরসন ও আমদানি-রফতানি কাজে গতিশীলতা আনা সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৬ লেন-রাস্তা স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ, আরসিসি ইয়ার্ড এবং পেভমেন্ট সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ নির্মাণ, হোয়ার্ফ/ জেটি নির্মাণ, ডলফিন জেটি নির্মাণ, আরসিসি সীট পাইল রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ, ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণসহ আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, দক্ষ শ্রমিক ও বন্দর কর্মীদের দ্রুত সেবা প্রদান বন্দরের সক্ষমতা বাড়িয়ে দিবে। এর ফলে বন্দরের আয়ও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ অনেকটা সহজ হবে, যা নি:সন্দেহে বলা যায়। সর্বোপরি এই প্রকল্প দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

তথ্যপুঞ্জি

BBS, 2014. *Population and Housing Census 2011, National Volume-3: Urban Area Report.* Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh, Dhaka.

CPA, 2021. Monthly Implementation Progress Review, December 2021. Chottagram Port Authority (CPA), Ministry of Shipping, Government of Bangladesh, Dhaka

DPP, 2017. *Development Project Proposal (DPP) for Construction of Patenga Container Terminal.* Chottagram Port Authority (CPA), Ministry of Shipping, Government of Bangladesh, Dhaka.

RDPP, 2021. *Revised Development Project Proposal (RDPP) for Construction of Patenga Container Terminal.* Chottagram Port Authority (CPA), Ministry of Shipping, Government of Bangladesh, Dhaka.

সংযোজন/ পরিশিষ্ট

সংযুক্তি ১: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কিছু স্থিরচিত্র

পিসিটি প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ফাস্ট স্পিড বোট

সড়কের নির্মাণ কাজ

সিএফএস শেড নির্মাণ

ফ্লাইওভার নির্মানে সিটু পাইল কাস্ট

জেটি নির্মাণ

ইয়ার্ড নির্মানের জন্য পাইলিং-এর কাজ

৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেডের টেস্টিং ল্যাব পরিদর্শন

ঠিকাদারের (মীর আখতার হোসেন লি:) টেস্টিং ল্যাব পরিদর্শন

ঠিকাদারের স্টাক ইয়ার্ড পরিদর্শন

জেটি পরিদর্শন

ঠিকাদারের ওয়ার্কশপ

ফাস্ট স্পিড বোট পর্যক্ষণ

সংযুক্তি ২: ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্রের ধরণ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীল নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
২	০২-০৫-২০১৮	উন্মুক্ত দরপত্র	০৩-০৫-২০১৮	০৩	১৪-০৫-২০১৮	৩৪৯০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	১৪-১০-২০১৮	১৮-০১-২০২১
১৯	০৪-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	২১-০৭-২০১৯	০৩	৩১-০৭-২০১৯	১০৫০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	৩১-১১-২০১৯	২২-০৯-২০২০
	০১-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	১৪-০৭-২০১৯	০৩	২১-০৭-২০১৯			অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	৩০-১১-২০১৯	২২-০৯-২০২০
২০	২৭-০৬-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	২৩-০৭-২০১৯	০৩	২৪-০৭-২০১৯	৯৫০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	০৩-১১-২০১৯	১০-১২-২০২০
	০১-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	১৫-০৭-২০১৯	০৩	২২-০৭-২০১৯			অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	০২-১১-২০১৯	১০-১২-২০২০

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্রের ধরণ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীল নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
	০৭-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	২৮-০৭-২০১৯	০৩	০৫-০৮-২০১৯			অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	৩০-১১-২০১৯	১০-১২-২০২০
২১	১২-০১-২০২০	উন্মুক্ত দরপত্র	২০-০১-২০২০	০৩	২২-০১-২০২০	১৩০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	৩১-০৭-২০২০	০২-০৩-২০২০
	০১-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	১৫-০৭-২০১৯	০৩	২২-০৭-২০১৯			অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	০২-০১১-২০১৯	০২-০৩-২০২০
	০১-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	১৫-০৭-২০১৯	০৩	২২-০৭-২০১৯			অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	৩০-১১-২০১৯	০২-০৩-২০২০
	০৮-০৭-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	২৯-০৭-২০১৯	০৩	৩১-০৭-২০১৯			অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	৩০-১১-২০১৯	০২-০৩-২০২০

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্রের ধরণ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীল নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
১	১৮-০৩-২০১৮	উন্মুক্ত দরপত্র	২৫-০৩-২০১৮	০৩	২৫-০৩-২০১৮	১১৭০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	০৬-১০-২০১৮	
৩	০১-০৪-২০১৮	উন্মুক্ত দরপত্র	২৩-০৪-২০১৮	০৩	২৩-০৪-২০১৮	১২০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	১৬-০৯-২০১৮	
৫	০৬-০৫-২০১৮	উন্মুক্ত দরপত্র	৩০-০৫-২০১৮	০৪	৩০-০৫-২০১৮	৪৪৫০০.০০ ৭৭৬০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	১৮-১২-২০১৯	
২২	১৮-১১-২০২১	উন্মুক্ত দরপত্র	০৫-১২-২০২১	০৩	০৬-১২-২০২১	৫০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: মনজুরুল ইসলাম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	৩১-০৫-২০২২	
৬	০৫-১০-২০১৮	উন্মুক্ত দরপত্র	০৭-১১-২০১৮	০৩	০৮-১১-২০১৮	৩৫০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	২৮-০৭-২০১৯	
৭	১২-০৯-২০১৮	উন্মুক্ত দরপত্র	১৩-০৯-২০১৮	০৩	১৬-০৯-২০১৮	৭০০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: সিদ্দিকুর রহমান সরকার মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	০২-১০-২০১৯	২০-০১-২০২০
৮	০১-১২-২০১৯	উন্মুক্ত দরপত্র	১৫-১২-২০১৯	০৩	১৯-১২-২০১৯	২২০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল	৩০-০৬-২০২০	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্রের ধরণ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীল নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
								(Delegated Procurement Method)	ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস		
১০	১৩-০২-২০২০	উন্মুক্ত দরপত্র	২০-০২-২০২০	০৩	২৭-০২-২০২০	৯০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	৩০-০৬-২০২০	২০-১২-২০২১
৯	০৫-০১-২০২০	উন্মুক্ত দরপত্র	২৬-০১-২০২০	০৩	০২-০২-২০২০	১০০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	০৮-০৬-২০২০	
১১	২৬-০৮-২০২১	পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি	২৭-০৯-২০২১	০৬	১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর ২০২১	১০৮০০.০০ ৫০০.০০ ১৩৫০.০০		পিপিআর	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	৩০-০৪-২০২২	
১২	২৬-০৮-২০২১	পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি	২৭-০৯-২০২১	০৬	১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর ২০২১	৯৮০.০০ ৫২০.০০		পিপিআর	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	৩০-০৪-২০২২	
১৩	২৬-০৮-২০২১	পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি	২৭-০৯-২০২১	০৬	১১, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর ২০২১	৩১৫.০০ ৫৫০.০০		পিপিআর	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	৩১-০৩-২০২২	
১৫	০১-১২-২০২০	উন্মুক্ত দরপত্র	২৪-১২-২০২০	০৩	২৭-১২-২০২০	৮০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস	৩১-১২-২০২০	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্রের ধরণ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীল নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
								(Delegated Procurement Method)			
১৮(১)	০৬-০১-২২	উন্মুক্ত দরপত্র	২১-০১-২২	০৩	২২-০১-২২	৭২.৮৫		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	এইচ এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক	২৬-০১-২০২২	
১৮(২)						৭০.০৯		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	এইচ এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক		
১৮(৩)	০৬-০১-২২	উন্মুক্ত দরপত্র	২১-০১-২২	০৩	২২-০১-২২	৪৬.৫৪		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	এইচ এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক	০১-০৩-২০২২	
১৮(৪)	০২-০১-২২	উন্মুক্ত দরপত্র	২০-০১-২২	০৩	২১-০১-২২	৪১.১১		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	এইচ এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক	২২-০১-২০২২	
১৮(৫)	১৬-০২-২২	উন্মুক্ত দরপত্র	২৪-০২-২২	০৩	২৪-০২-২২	৩৮.৯১		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	এইচ এম মোহাইমিন বিল্লাহ চৌধুরী লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক	২৫ -০২-২০২২	
১৬	১০-০৮-২১	উন্মুক্ত দরপত্র	২৪-০৮-২১	০৩	২৬-০৮-২০২১	৬৫.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মোহম্মদ জিয়াউল হক লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক	০৭ -০৯-২০২১	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্রের ধরণ	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীল নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ
১৭	১৫-১২-২০২০	উন্মুক্ত দরপত্র	২৪-১২-২০২০	০৩	৩০-১২-২০২০	১৬০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মো: মনজুরুল ইসলাম ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহাপরিচালক ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বিগ্রেড	০৫-০৩-২০২১	
১৪						১৫০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	ইবনে ফজল সায়েখুজ্জামান মেজর জেনারেল ই ইন সি ঢাকা সেনানিবাস		
২৩		উন্মুক্ত দরপত্র		০৩		১১০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মোহম্মদ জিয়াউল হক লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক		
২৪		উন্মুক্ত দরপত্র		০৩		১৩৬৫.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মোহম্মদ জিয়াউল হক লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক		
২৫	০৭-০৫-২০২০	উন্মুক্ত দরপত্র	১৭-০৫-২০২০	০৩	১৭-০৫-২০২০	৭০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মোহম্মদ জিয়াউল হক লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক		
২৬		উন্মুক্ত দরপত্র				৬০০.০০		অর্পিত ক্রয়কার্য পদ্ধতি (Delegated Procurement Method)	মোহম্মদ জিয়াউল হক লে: কর্নেল প্রকল্প পরিচালক		

সংযুক্তি ৩: টেস্ট রিপোর্টের পর্যলোচনা

1. Random Checking of Test Result

Compressive Strength (As received from Material Testing Lab 34 Engineer Construction Brigade)

Target Strength= 25 MPa, Test: Compressive Strength of Construction

Location: Ground Floor Casting

Sl. No.	Date of Test	Date of Casting	Strength MPa	Average Strength MPa	Remarks
1	04-10-2020	31-08-2020	32.70 (4741)	36.16 MPa (5243)	>25
2	04-10-2020	29-08-2020	37.70 (5467)	35.56 MPa (5157)	>25

Pre-Cast Pile

Sl. No.	Date of Test	Date of Casting	Strength MPa	Average Strength MPa	Remarks
1	09-06-2020	11-05-2020	38.07 (5520)	36.77 MPa (5332)	>25
2	28-06-2020	01-06-2020	29.95 (4343)	31.84 MPa (4617)	>25

2. Used Flexible Pavement for Road Construction, Flyover/Overpass Rigid Pavement was used

Comparison of different layer thickness is given below: “A” for Approved Design & “B” for as per field

SI. No.	Component	For “A” (Approved Design)	For “B” (Field Measurement)	Remarks
a	ISG	6613 mm	6955mm	Excess= B-A= 342mm
b	SUB-BASE	6613mm	7835mm	B-A= 222mm
c	BASE TYPE-2	3306.60mm	3918mm	B-A= 611.40mm
d	INDER COURSE	22042mm	22116mm	B-A= 74mm
e	Wearing COURSE	22042mm	25117	B-A=

That means all the layer's thickness is more than the design thickness and the structure (Road) is stable.

Again, for Flyover/overpass construction ISG as used satisfies the field thickness and all other values are close to design thickness. So, the structure is sound in all aspect.

SI. No.	Component	Thickness as per Approved Design	Thickness as per Field Measurement	Remarks
a	ISG	6613 mm	6955mm	Satisfied with the requirement
b	SUB-BASE	6613mm	7835mm	Do
c	BASE TYPE-2	3306.60mm	3918mm	Do
d	INDER COURSE	22042mm	22116mm	Do
e	Wearing COURSE	22042mm	25117	Do

(As per design thickness and thickness achieved in the field)

Source: From Test Results at Lab.

3. Random Checking of Test Result

Compressive Strength (As received from Material Testing Lab 34 Engineer Construction Brigade)

Target Strength= 23.75 MPa,

Location: Pre-Cast Pile Casting

Sl. No.	Date of Test	Date of Pre-Casting	Strength MPa	Average Strength (MPa)	Remarks
1	28-06-2020	28-05-2020	37.80 (6266)	35.52 MPa (5150)	>23.75 MPa
2	30-05-2020	28-06-2020	33.30 (4828)	35.08 (5086)	>23.75 MPa

Name of Test: FDD Test

Date: 13-08-2020

Location: Layer @1

Unit wt of Cal. Sound	1596 gm/cm^3
Volume of hole	2737 gm/cm^3
Unit wt of Soil	1942 gm/cm^3
Moisture Content (%)	12.30 gm/cm^3
MDD	1760 gm/cm^3
Specification ompaction (%)	98 gm/cm^3
Result= Compaction (%)	98.30% & Ok

Name of Test: Water Absorption Test for bricks

Date: 21-10-2019

Location: CFS Shed Wall

SI NO.	Wt of Dry Bricks (Kg)	Wt of Bricks absorbed Condition	Water Absorption (%)
1	3.076	3.412	10.92
2	2.612	2.816	7.8
3	2.993	3.348	11.86

Average Water Absorption= 10.20

result: Value <12% & OK

Name of Test: Crushing Strength for bricks

Date: 15-10-2020

Location: CFS Shed Wall

Minimum Target Strength= 17 MPa

SI. No.	**Brick Size**			**Crushing Strength**	**Average Crushing Strength in MPa**	**Average Crushing Strength in Psi**
	L	**B**	**W**			
1	220	102	68	16.60	17.82	2584
2	231	110	67	16.49		
3	222	100	67	20.37		

>17.00 Mpa & OK

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

Mobile: 01819 557 964; PABX: 966 5650-80 Ext. 7226; www.buet.ac.bd/ce/

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

BRTC Bureau of Research, Testing & Consultation

TEST OF DEFORMED M.S. BARS [ASTM A 615M-16]

Sent by: General Manager Corporate Affairs
BSRM Steel Limited

Project: 0

BRTC No.: 1102-11167/CE/19-20; Date: 17/6/2020
Ref.: BSRMS/DCO/80/2020; Date: 17/6/2020
Date of Test: 30/6/2020

Contractor/supplier:

Samples were received in unsealed condition.

Sl. No.	Frog Mark / Identification	Bar Desig./ Nominal dia.	Actual bar dia.	Unit Weight	Average Unit Weight	Yield or Proof Load	Yield or Proof Strength	Average Yield or Proof Strength (YS)	Tensile Load	Tensile Strength	Average Tensile Strength (TS)	TS/YS	Elongation (%) (G. length = 200 mm)	Average Elongation (%)	Bend Test
		mm	mm	kg/m	kg/m	kN	MPa	MPa	kN	MPa	MPa				
1	BSRM.ULTIMA.420D	40	39.5	9.640	9.615	558	444	448 (65000 psi)	791	630	630 (91500 psi)	1.41	26	25	-
2	BSRM.ULTIMA.420D	40	39.5	9.612		565	449		797	635			24		-
3	BSRM.ULTIMA.420D	40	39.4	9.592		567	451		795	630			25		-
1	BSRM.ULTIMA.420D	32	32.2	6.401	6.391	373	464	462 (67000 psi)	521	650	650 (94000 psi)	1.41	23	22	-
2	BSRM.ULTIMA.420D	32	32.2	6.402		371	461		521	650			22		-
3	BSRM.ULTIMA.420D	32	32.1	6.370		371	461		520	645			22		-
1	BSRM.ULTIMA.420D	25	24.7	3.771	3.768	229	466	470 (68000 psi)	318	650	650 (94000 psi)	1.38	23	22	-
2	BSRM.ULTIMA.420D	25	24.7	3.767		230	468		318	650			22		-
3	BSRM.ULTIMA.420D	25	24.7	3.767		233	475		320	650			22		-
1	BSRM.ULTIMA.420D	22	21.9	2.951	2.956	176	463	462 (67000 psi)	247	650	650 (94000 psi)	1.41	20	20	-
2	BSRM.ULTIMA.420D	22	21.9	2.959		176	463		248	655			21		-
3	BSRM.ULTIMA.420D	22	21.9	2.956		175	461		246	645			20		-
1	BSRM.ULTIMA.420D	20	19.9	2.446	2.444	145	462	465 (67500 psi)	202	645	645 (93500 psi)	1.39	21	21	-
2	BSRM.ULTIMA.420D	20	19.9	2.446		147	468		202	645			20		-
3	BSRM.ULTIMA.420D	20	19.9	2.439		146	465		203	645			21		-

Conversion factor: 1.0 MPa = 1.0 N/mm² = 145 psi

ASTM A615M-16 Weight Requirements and Nominal Area of bars (Table A1.1)

Bar desig./Nominal dia., mm	10	12	16	20	22	25	28	32	36	40	50	60
Nominal area, sq.mm	79	113	201	314	380	491	616	804	1018	1257	1963	2827
Nominal weight, kg/m	0.617	0.888	1.578	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313	7.99	9.865	15.41	22.2

Measured unit weight shall not be less than 94% of the nominal weight.
Area and weight of 22m dia. bar is derived based on principle follwed for other sizes in Table A1.1
Actual dia. and TS/YS ratio are provided for informative purpose only. These are not requirements of ASTM A615M-16.

ASTM A615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades

	Grade 60 [420]	Grade 75 [520]	Grade 80 [550]
Tensile strength, min. psi [MPa]	90 000 [620]	100 000 [690]	105 000 [725]
Yield strength, min. psi [MPa]	60 000 [420]	75 000 [520]	80 000 [550]
Elongation in 8 in. [200 mm], min, %			
Bar Designation No.			
10, 12, 16, 20	9	7	7
25, 22	8	7	7
28, 32, 36, 40, 50, 60	7	6	6

18

TKGBhPj29

Countersigned by:
Dr. Md. Abdul Jalil, Test-in-Charge
Dept. of Civil Engg., BUET

Test performed by:
Dr. Bashir Ahmed
Professor, Dept. of Civil Engg.

Important Note: Samples as supplied to us have been tested. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that the samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under the signature of a competent authority. In order to avoid fradulent fabrication of test results, this report has been printed on a security paper. It is also recommended that the test results be collectde by a duly authorized person.

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BUET)

DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

Mobile: 01819 557 964; PABX: 966 5650-80 Ext. 7226; www.buet.ac.bd/ce/

BRTC Bureau of Research, Testing & Consultation

STRENGTH OF MATERIALS LABORATORY

BRTC No. : **1102-13497 /20-21/CE; Dt: 22/7/2020**

Sent by : Project Director, Shanghai Jiarui Metallurgical & Heavy Machinery (BD) Ltd. House: 05 (1st Floor), Road: 08, Sector: 11, Uttara, Dhaka.

Ref. No. : Letter., Dt: 22/7/2020

Project : Construction of Container Freight Station-Potenga (CFS)-Package P-10.

Sample : **Anchor-Bolt (Ø 25mm, 607mm Length)**

Test : **STRENGTH TEST OF BOLTS [ASTM A370]**

Date of Test : 25/7/2020

TENSION TEST RESULTS

Sl.	Nominal Bolt Dia	Bolt Marks	Bolt Shank Dia	Net Bolt Dia	Breaking / Failure Load	Breaking Stress (based on net area)	Mode of *Failure*
	mm		mm	mm	kN	MPa	
1	25	-	24.7	21.0	229	660	**Bolt Tension**
2	25	-	24.7	21.0	224	650	**Bolt Tension**
3	25	-	24.7	21.0	223	640	**Bolt Tension**

Note: Samples were received in unsealed condition.

Department of Civil Engineering * BUET, Dhaka-1000, Bangladesh *

26

KKTAR76rd

Countersigned by :

Prof. Dr. Md. Abdul Jalil
Test-in-Charge
Department of Civil Engineering
BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

Test Performed by :

26.07.2020

Dr. A.F.M. Saiful Amin
Professor
Department of Civil Engineering
BUET, Dhaka-1000, Bangladesh

Important Notes: Samples as supplied to us have been tested in our laboratory. BRTC does not have any responsibility as to the representative character of the samples required to be tested. It is recommended that samples are sent in a secure and sealed cover/packet/container under signature of the competent authority. In order to avoid fraudulent fabrication of test results, it is recommended that all test reports are collected by duly authorized person, and not by the Contractor/Supplier.

Bureau of Research, Testing and Consultation (BRTC)

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)

Chattogram-4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No. : BRTC/TEST/CE/2019/490 Date: 11/02/2019

Supplier : Project Director, Office of Project Director (PCT), Headquarters 34 Engineer Construction Bridge, Dampara Army Camp, Chattogram-4000

Ref. No. : 23.01.924.224.03.193.01.10.02.19 Date: 10/02/2019

Name of the Test : Diameter, Tensile Strength, Unit weight, Bend and Rebend Test of Rebar (Brand: BSRM 420 DWR)

Location : Construction of Patenga Container Terminal (PCT)

Sample : Sealed

Nominal Dia	Actual Dia (mm)	Avg. Actual Dia (mm)	Yield Strength (MPa)	Avg. Yield Strength (MPa)	Ult. Strength (MPa)	Avg. Ult. Strength (MPa)	US/ YS	Elongation (%)	Avg. Elongation (%)	Unit Weight (kg/m)	Avg. Unit Weight (kg/m)	Bend	Re-bend
32 (Unused)	32.07	32.04	455.3	---	668.0	---	1.47	---	---	6.22	6.20	S	S
	32.04		443.7		656.9		1.48	---		6.20			
	32.01		---		---		---	---		6.19			
32 (Used)	31.50	31.53	508.1	---	708.2	---	1.39	---	---	6.18	6.19	S	U
	31.54		508.1		693.7		1.37	---		6.20			
	31.56		---		---		---	---		6.21			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---		---		---		---	---		---			
	---		---		---		---	---		---			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---		---		---		---	---		---			
	---		---		---		---	---		---			

Explanatory Notes: 1MPa = 145.048 psi, S=Satisfactory, U=Unsatisfactory

ASTM A615-16 Weight Requirements & Nominal Area of bars (Table A1.1)

Nominal Dia, mm	10	12	16	20	22	25	28	32	36	40	50	60
Nominal Area, sq mm	79	113	201	314	380	491	616	804	1018	1257	1963	2827
Nominal Weight, kg/m	0.617	0.888	1.578	2.466	2.984	3.853	4.834	6.313	7.990	9.865	15.41	22.2

- Measured unit weight shall not be less than 94% of the nominal weight
- Area & weight of 22mm dia bar is derived based on principle followed for other sizes in Table A1.1
- Actual dia & US/YS ratio are provided for informative purpose only.

These are not requirements of ASTM A615M-16

ASTM A 615M-16 Tensile Requirements for Common Steel Grades

	Grade 60 (420)	Grade 75 (520)	Grade 80 (550)
Tensile strength min. MPa (psi)	620 (90000)	690 (100000)	725 (105000)
Yield strength, min MPa (psi)	420 (60000)	520 (75000)	550 (80000)
Elongation in 200mm (8in), min %			
Bar designation No.			
10,12,16,20	9	7	7
25,22	8	7	7
28,32,36,40,50,60	7	6	6

Countersigned by

11/2/19

Head

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology

Test Conducted by

11/02/2019

(Dr. Mahmood Omar Imam)

Tel: 031 714948 Cell: 01765 596552 Fax: 031 714948, 714910 E-mail: headce@cuet.ac.bd Web: www.cuet.ac.bd

Bureau of Research, Testing and Consultation (BRTC)

Department of Civil Engineering

Chittagong University of Engineering and Technology (CUET)

Chattogram-4349, Bangladesh

TEST REPORT

Memo No.	:	BRTC/TEST/CE/2019/1799	Date: 08/05/2019
Client	:	Lieutenant Colonel, Project Director, Dampara Army Camp, Chattogram	
Ref. No.	:	23.01.924.224.03.193.01.08.05.19/PCT	Date: 08/05/2019
Name of the Test	:	Compressive Strength Test of **CYLINDER**	
Location	:	Casting of pile cap (Pile cap – 07)	
Sample	:	Sealed	
Target Strength	:	---	Ratio: ---

Compressive Strength of Cylinder

Sample No.	Diameter (cm)	Date of Casting	Date of Testing	Strength MPa (psi)	Average Strength MPa (psi)
1	10.00	25/04/2019	08/05/2019	34.4 (5000)	**33.4 (4850)**
2	10.05	25/04/2019	08/05/2019	32.6 (4730)	
3	10.05	25/04/2019	08/05/2019	33.2 (4820)	

Countersigned by

14/5/19

Head
Department of Civil Engineering
Chittagong University of Engineering & Technology

Test conducted by

12/05/2019

Dr. Bipul Chandra Mondal

Tel: 031 714948 Cell: 01765 596552 Fax: 031 714948, 714910 E-mail: headce@cuet.ac.bd Web: www.cuet.ac.b

Materials Testing Laboratory
34 Engineer Construction Brigade

34 Engineer Construction Brigade, Dampara, Chattogram-4000, Bangladesh

TEST REPORT

Test No & Date : **MTL/2022/3996** **Date: 16 February 2022**

Ref. No : 23.01.924.224.03.193.01.12.02.22/PCT Date: 12 February 2022

Supplier : Project Director, Headquarter 34 Engineer Construction Brigade, Dampara Army Camp, Chattogram-4000

Contractor : Shanghai Jiarui Metallurgical & Heavy Machniery (BD) Ltd.

Name of the Test : **Stone Gradation for 19mm Down Size Stone Chips (ASTM C33)**

Location : Fire Station, Gate Complex and Guard Room work, PCT Project

Sample : **Sealed Condition** **Date: 11 February 2022**

Sieve size in mm	Weight retained (gm)	% Retained	Cumulative % Retained	% passing	Lower limit	Upper limit
25	0	0.00	0.00	100.00	100	100
19.5	1862	18.66	18.66	81.34	90	100
9.5	8013	80.31	98.97	1.03	20	55
4.75	103	1.03	100.00	0.00	0	10
2.36	0	0.00	100.00	0.00	0	5
Pan	0	0.00	0.00	0.00		
Total	9978					

Gradation Curve: 19mm Down Stone Chips

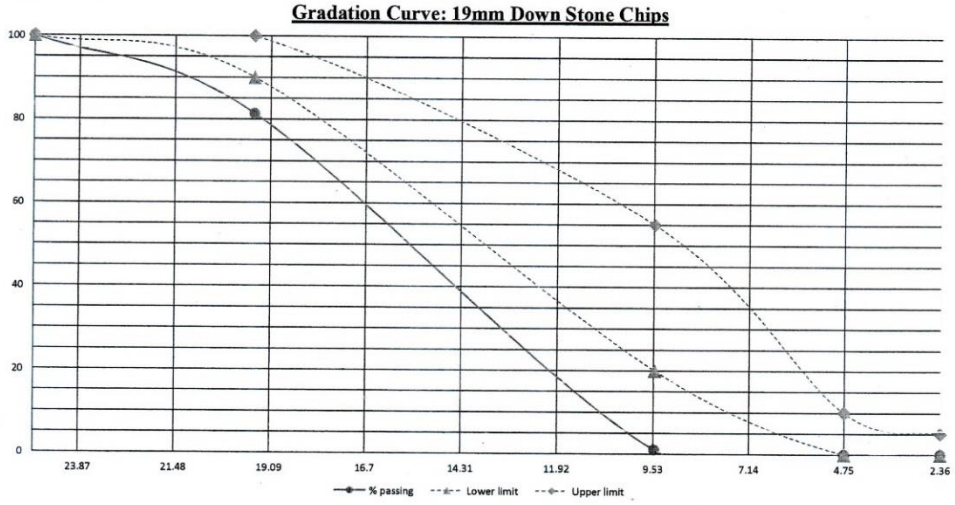

Test Condaucted by

22.02.2022

Md. Al Amin Islam
Laboratory Assistant

Vetted and Countersigned by

Lt Col Md Shah Ali
Member1
Materials Testing Laboratory

সংযুক্তি ৫: জরিপের প্রশ্নমালা

তথ্যদাতার সম্মতি

আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন। বাংলাদেশ সরকারের আইএমইডি কর্তৃক "পতেঙ্গা কন্টেইনার টারর্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির প্রকল্পের অর্জন, ফলাফল এবং প্রভাব জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করছে। এই জরিপের অংশ হিসাবে আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এই আলাপের জন্য আধা ঘন্টার মত সময় লাগতে পারে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সঙ্গে আলাপের বিষয়সমূহ আমরা গোপন রাখব এবং আপনি যে তথ্য প্রদান করবেন তা শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনি ইচ্ছা করলে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন বা আপনি যে কোন সময় সাক্ষাৎকার ত্যাগ করতে পারেন। আপনার সম্মতি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই। আপনি কি সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মত?

১. হ্যাঁ ২. না

আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

গ্রাম/ মহল্লার নাম: ওয়ার্ড নম্বর:

১. উত্তরদাতার লিঙ্গ: ☐
কোড: ১. নারী, ২. পুরুষ, ৩. তৃতীয় লিঙ্গ

২. উত্তরদাতার বয়স: ☐ বছর

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা ☐

৪. বৈবাহিক অবস্থা ☐

কোড: ১. বিবাহিত ২. অবিবাহিত ৩. বিধবা ৪. বিপত্নিক ৫. তালাকপ্রাপ্ত (একক/ single)

৫. উত্তরদাতার পেশা: ☐

৬. আপনার বাড়ি/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে কন্টেইনা টারর্মিনাল কত দূরে অবস্থিত? ☐ কি:মি:

৭. আপনার পেশা কি বন্দর কেন্দ্রিক? ☐

কোড: ১. হ্যাঁ ২. না

৮. আপনি কি জানেন এই প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজ করা হচ্ছে? ☐☐
কোড: ১. ৬ লেন রাস্তা নির্মাণ ☐☐
২. আরসিসি ইয়ার্ড নির্মাণ ☐☐
৩. জেটি নির্মাণ
৪. ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ
৫. ক্রেন স্থাপন
৬. দেয়াল নির্মাণ

৯. এই প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের কি কি অসুবিধা হচ্ছে? ☐☐
কোড: ১. যাতায়তে অসুবিধা ২. যাতায়তের ব্যয় বৃদ্ধি ৩. ধুলি ও কাদা ☐☐
৪. যানজট ৪. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

১০. প্রকল্প চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের অসুবিধা নিরসনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
১. বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা ২. ধুলো-বালি হ্রাসে নিয়মিত পানি ছিটানো
৩. বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা দূর করা ৪. বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা

১১. প্রকল্পের কোন সুযোগ-সুবিধা কি আপনারা বর্তমানে কি ব্যবহার উপযোগী হয়েছে?
১. হ্যাঁ ২. না

১২. উত্তর হ্যাঁ হলে কোন কোন সুবিধা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে?
কোড: ১. ৬ লেন রাস্তা নির্মাণ
২. আরসিসি ইয়ার্ড নির্মাণ
৩. জেটি নির্মাণ
৪. ফ্লাইওভার/ ওভারপাস নির্মাণ
৫. ক্রেন স্থাপন
৬. দেয়াল নির্মাণ

১৩. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের গুনগত মান কেমন পরিলক্ষিত হচ্ছে?
১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল ৪. খুব খারাপ ৫. খারাপ

১৪. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পূর্বে বন্দরে কি কি অসুবিধা ছিল?
১. পণ্য জট ২. মাল খালাসে অতিরিক্ত সময় ব্যয় ৩. যানজট ৪. বন্দরে জাহাজ জট

১৫. প্রকল্পের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে বন্দরে পণ্য খালাসে কি ধরনের গতিশীলতা আসবে?
১. দ্রুত পণ্য খালাস করা যাবে ২. উন্নত ক্রেনের মাধ্যমে দ্রুত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা যাবে
৩. উপকারভোগীরা দ্রুততম সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবে ৪. বন্দরে রাজস্ব আয় বাড়বে

১৬. এই প্রকল্পরে ফলে কন্টেইনার টার্মিনালের কি কি পরিবর্তন হবে?
কোড: ১. বর্ষায় কাদা হবে না
২. শুষ্ক মৌসুমে ধুলা কম হবে না
৩. রাস্তা ভাঙ্গা-চুড়া না থাকায় সহজে টার্মিনালে ট্রাক প্রবেশ করতে পারবে
৪. দ্রুত পণ্য লোড আন-লোড করা
৪. আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে
৫. পণ্য জট হ্রাস পাবে
৬. বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস
৭. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

১৭. প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল?
১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল ৪. খুব খারাপ ৫. খারাপ

১৮. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর আপনার এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ কেমন হবে?
১. খুব ভাল ২. ভাল ৩. মোটামুটি ভাল ৪. খুব খারাপ ৫. খারাপ

১৯. এই প্রকল্পের ফলে আপনার এলাকায় কি কি পরিবর্তন হবে? (একাধিক উত্তর)
কোড: ১. আবাসিক ও বাণিজ্যিক জমির মূল্য বৃদ্ধি
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
৩. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার
৪. মানুষের আয় বৃদ্ধি
৫. মালামাল পরিবহনে সময় ও অর্থ কম লাগা

৬. পরিবেশের উন্নয়ন
৭. এলাকার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি
৮. জমির মূল্য বৃদ্ধি
৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

২০. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিক ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে?

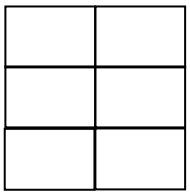

কোড: ১. ব্যবসা বাণিজ্যে
২. এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবেশে
৩. পণ্যের নিরাপত্তায়
৪. বন্দরের সেবা দ্রুত প্রাপ্তিতে
৫. বন্দরের সেবার মান উন্নয়ন
৬. আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি
৭. পণ্য জট হ্রাস
৮. জাহাজ জট হ্রাস
৯. পণ্য দ্রুত হ্যান্ডলিং

২১. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের কি কি উন্নয়ন ঘটবে?

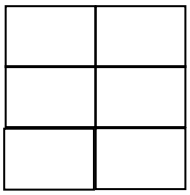

কোড: ১. আমদানি-রপ্তানি কাজে গতিশীলতা
২. কার্গো কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি
৩. কন্টেইনার ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি
৪. ফিডার ভেসেলের জট হ্রাস
৫. জাহাজের অবস্থানকাল হ্রাস
৬. বহি:নোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজসমূহের বার্থিং সময় হ্রাস
৭. দ্রুত পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন
৮. বন্দরের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি

২২. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কি ধরনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে?
উ: ১. ---------- ২.---------- ৩. ----------

২৩. এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নেরর ফলে আপনার এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন হবে?

কোড: ১. নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে ২. নিরাপত্তা হ্রাস পেতে পারে ৩. পূর্বের মতই থাকবে

২৪. প্রকল্পটি আপনার এলাকার দরিদ্র মানুষের জীবন মানে কি প্রভাব রাখবে?

কোড: ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ২. আয় বৃদ্ধি পাবে
৩. প্রতিদিন কাজ পাবে ৪. জীবনমান উন্নত হবে

২৫. প্রকল্পটির কার্যক্রমসমূহকে টেকসই করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?
উ: ১. ---------- ২.---------- ৩. ----------

২৬. এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কোন মূল্যবান মতামত থাকলে অনুগ্রহ করে বলুন?
উ: ১. ---------- ২.---------- ৩. ----------

আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য ধন্যাবাদ।

সংযুক্তি ৬: মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা

(প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: সময়:

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

পদবী: প্রতিষ্ঠান:

১. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আপনি কিভাবে সম্পৃক্ত আছেন?
২. আপনার মতে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কোন দুর্বলতা ছিল কি? থাকলে কি কি ছিল?
৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি?
৪. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাজেট সংশোধনের করা হয়েছে কি ন? হলে কারণ কি?
৫. প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি বাধার সম্মুখিন হয়েছিলেন?
৬. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের কি কি উন্নয়ন ঘটবে?
৭. এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হলে বন্দরে কি কি সমস্যা হত?
৮. প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি যথাযথাভাবে অর্জিত হচ্ছে?
৯. এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল কি?
১০. লগফ্রেম Time bound, input output relation, measureable indicator realistic ছিল কি?
১১. প্রকল্পের সবল দিক কি কি?
১২. প্রকল্পের দুর্বলদিক কি কি?
১৩. প্রকল্পের সম্ভাবনার জায়গাগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন?
১৪. এই প্রকল্পের ঝুঁকি কি কি ছিল বলে আপনি মনে করেন?
১৫. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ঠ কোন কার্যক্রম কি ইতোমধ্যে ব্যবহার উপযোগী হয়েছে? হলে কি কি?
১৬. প্রকল্পের উপযোগীতা, কার্যকারিতা, স্থায়িত্ব এবং প্রভাব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?
১৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন Project Implementation Team গঠন করা হয়েছিল কি?
১৮. ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম কি যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
১৯. ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কি?
২০. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম না বেশি হয়েছিল? যদি বেশি হয় তবে তা কেন?
২১. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অডিট আপত্তি আছে কি? থাকলে তার পরিমাণ কত?
২২. অডিট আপত্তিগুলো কি নিষ্পত্তি হয়েছে? না হলে তার কারণ কি?
২৩. আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ কি কি?
২৪. আপনার মতে প্রকল্পের ঝুঁকি ও সম্ভাবনার জায়গাগুলো কি কি?
২৫. প্রকল্পের কোন Exit Plan তৈরী করা হয়েছে কি?
২৬. এই প্রকল্পটি শেষ হবার পর উক্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ডের কার্যকারিতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে মনে করেন?
২৭. আপনার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকল্পের সুবিধাসমূহ টেকসই হবে?
২৮. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে তা প্রদানে অনুরোধ করছি?
২৯. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশসমূহ কি কি?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর

মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা

(সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: সময়:

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

পদবী: প্রতিষ্ঠান:

১. আপনি কি প্রকল্পটির সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট?
২. আপনার মতে প্রকল্পের সকল উদ্দেশ্য কি বাস্তবায়িত হচ্ছে?
৩. অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক সংস্থান অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে কি? না পাওয়া গেলে তার কারণ কি কি?
৪. প্রকল্পের অর্থ ছাড় কি যথা সময়ে হয়েছিল? না হলে কারণ কি?
৫. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে কি?
৬. প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে আপনারা কি কোন ধরনের প্রতিকুলতার মুখোমুখি হয়েছেন এবং এর কারণ কি কি ছিল?

প্রতিকুলতা কি কি ছিল:

ক খ.
গ. ঘ.
ঙ. চ.

কারণ কি কি ছিল:

ক খ.
গ. ঘ.
ঙ. চ.

৭. ক্রয় প্রক্রিয়ায় PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি?
৮. দরপত্রের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদিত হচ্ছে কি? না হলে তার কারণ কি?
৯. সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কি নির্ধারিত সময়ে পণ্যসমূহ সরবরাহ করছে?
১০. এই প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্যসমূহ কি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে?
১১. আপনার মতে প্রকল্পটির আওতায় পূর্ত কাজ এবং পণ্যসমূহের গুনগতমান কতটুকু বজায় রাখা হচ্ছে?
১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অডিট আপত্তি আছে কি? থাকলে তার পরিমাণ কত?
১৩. অডিট আপত্তিগুলো কি নিষ্পত্তি হয়েছে? না হলে তার কারণ কি?
১৪. আপনার মতে প্রকল্পটি পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে কি কি অবদান রাখবে?
১৫. আপনার মতে এই প্রকল্পটির সবল দিক, দুর্বল অবস্থা, প্রকল্পের ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা গুলো কি কি?

প্রকল্পের সবল দিক প্রকল্পের দুর্বল অবস্থা

প্রকল্পের ঝুঁকি; এবং প্রকল্পের সম্ভাবনা

১৬. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে মন্ত্রণালয়ের কি পরিকল্পনা রয়েছে?

১৭. আপনার মতে বন্দরের জাহজ জট বা কন্টেইনার জট নিরসনে প্রকল্পটি কি ভূমিকা পালন করবে?

১৮. প্রকল্পের অগ্রগতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত কি?

১৯. আপনার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকল্পের সুবিধাসমূহ টেকসই হবে?

২০. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে তা প্রদানে অনুরোধ করছি?

২১. ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার সুপারিশসমূহ কি কি?

মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা

(স্থানীয় সরকার/ জন প্রতিনিধি/ স্থানীয় প্রশাসন/ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলী)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: সময়:

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

পদবী: প্রতিষ্ঠান:

১. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন?
২. প্রকল্পটির সাথে আপনি কি কোন প্রকার সম্পৃক্ত ছিলেন? থাকলে কিভাবে?
৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় দৃশ্যমান কি কি পরিবর্তন হয়েছে?
৪. প্রকল্পটি কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবহারকারীদের জন্য কি কি সুবিধা সৃষ্টি করেছে?
৫. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় নতুন কি কি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?
৬. এই প্রকল্পের সার্থকতা কি কি বলে আপনি মনে করেন?
৭. এই প্রকল্পটি না হলে আপনার এলাকার বন্দরে কি কি সমস্যা হত?
৮. প্রকল্পের সম্ভাবনার জায়গাগুলো কি কি বলে আপনি মনে করেন?
৯. এই প্রকল্পের ঝুঁকি কি কি ছিল বলে আপনি মনে করেন?
১০. এই প্রকল্পের ফলে বন্দর ব্যবহারকারীরা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরনের সুবিধা পাবেন?
১১. বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে?
১২. বন্দর থেকে পণ্য খালাসে কি পূর্ব অপেক্ষা কম সময় ব্যয় হবে কি?
১৩. আপনার এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখবে?
১৪. প্রকল্পটির পরিবেশগত কি কি প্রভাব রয়েছে (ইতিবাচক ও নেতিবাচক)?
১৫. প্রকল্পের উপযোগীতা, কার্যকারিতা/ ফলপ্রসুতা, বাজেট ও খরচ, স্থায়িত্ব এবং প্রভাব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?
১৬. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার সুপারিশ কি কি?
১৭. এই প্রকল্পটি শেষ হবার পর উক্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ড ধরে রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
১৮. প্রকল্পটির সেবার মানকে টেকসই করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর

মূল তথ্যদাতার (KII) প্রশ্নমালা

(আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতি/ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট সমিতি/ বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন/ বাংলাদেশ ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এসোসিয়েশন/ মেরিন ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি)

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: সময়:

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

পদবী: প্রতিষ্ঠান:

১. আপনি কি প্রকল্পটি সম্পর্কে অবগত আছেন?

২. প্রকল্পটির মাধ্যমে কি কি কাজ হচ্ছে?

৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় দৃশ্যমান কি কি পরিবর্তন হয়েছে?

৪. এই প্রকল্পটি আপনাদের জন্য কি কি সুবিধা সৃষ্টি করেছে?

৫. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর এলাকায় নতুন কি কি সুযোগ সৃষ্টি হবে?

৬. এই প্রকল্পটি না হলে আপনাদের বন্দরে কি কি সমস্যা হত?

৭. এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনাদের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন?

৮. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ঠ কোন কার্যক্রম কি ইতোমধ্যে ব্যবহার উপযোগী হয়েছে? হলে কি কি?

৯. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর বন্দর থেকে পণ্য খালাস করতে কেমন সময় ব্যয় হবে?

১০. আপনার এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখবে?

১১. প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং প্রভাব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

১২. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার সুপারিশ কি কি?

১৩. এই প্রকল্পটি শেষ হবার পর উক্ত প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকান্ড ধরে রাখার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১৪. কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আপনারা এখান থেকে আরও উন্নত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন?

১৫. কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সরকার এই টার্মিনাল থেকে আরও বেশি রাজস্ব আয় করতে পারবে?

১৬. প্রকল্পটির মাধ্যমে সেবার মানকে টেকসই করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি ৭: নিবিড় সাক্ষাৎকারের (IDI) চেকলিস্ট

(আমদানি ও রপ্তানিকারক সমিতি/ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ (প্রকৌশলী)/ স্থানীয় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ/ স্থানীয় ব্যবসায়ী/ বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ প্রতিনিধি)

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ:	
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়:	শেষের সময়:

পরিচিতি মূলক তথ্য

উত্তরদাতার নাম:	পদবী:
কার্যালয়:	মোবাইল নম্বর:

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

১. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন?

২. আপনি কি জানেন উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কতটুকু হয়েছে?

৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এর মাধ্যমে আপনি কি কি সুবিধা পাবেন?

৪. এই প্রকল্পের সার্থকতা কি কি বলে আপনি মনে করেন?

৫. প্রকল্পটির ফলে টার্মিনাল এলাকার আশেপাশের কি কি উন্নয়ন ঘটবে?

৬. প্রকল্পটি ফলে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কি কি ভূমিকা রাখবে?

৭. প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে পূর্বের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কতটুকু ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?

৮. প্রকল্পটির সেবার মানকে টেকসই করার লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

৯. এই প্রকল্পটি রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে কেমন ভূমিকা রেখবে বলে মনে করেন?

১০. পরিবেশের উপর এই প্রকল্পের প্রভাব কি কি (ইতিবাচক ও নেতিবাচক)?

১১. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ঠ কোন কার্যক্রম কি ইতোমধ্যে ব্যবহার উপযোগী হয়েছে? হলে কি কি?

১২. এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরের কি কি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করেন?

১৩. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা গ্রহণে কি কি সুবিধা হবে?

১৪. প্রকল্পের সবল দিকসমূহ কি কি?

১৫. প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ কি কি?

১৬. প্রকল্পের কি কি সুযোগ রয়েছে?

১৭. প্রকল্পের ঝুঁকির দিকসমূহ কি কি?

১৮. আপনার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রকল্পের সুবিধাসমূহ টেকসই হবে?

১৯. প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে তা প্রদানে অনুরোধ করছি?

সংযুক্তি ৮: ফোকাস গ্রুপ (FGD) আলোচনার গাইডলাইন

(স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক এবং বন্দর শ্রমিক)

তারিখ: সময়:

মহল্লার নাম: ওয়ার্ড নম্বর

উপস্থিতির তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.						

সঞ্চালকের নাম: নোট গ্রহণকারীর নাম:

১. আপনারা এই প্রকল্প সম্পর্কে কি কি জানেন?

২. বন্দর এলাকায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি কাজ হচ্ছে?

৩. এই সকল উন্নয়ন কাজের ফলে আপনাদের কি কি সুবিধা হবে?

৪. সড়ক এবং ইয়ার্ড তৈরীর ফলে রাস্তা কি আগের থেকে প্রশস্ত হয়েছে? রাস্তার গুনগতমান এখন কেমন?

৫. কন্টেইনার টার্মিনালের ইয়ার্ড থেকে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে?

৬. বন্দরের উন্নয়নের ফলে এলাকাবাসীর কি কি সুবিধা হচ্ছে (যাতায়াত, পণ্য সরবরাহ, জমির মূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে)।

৭. পণ্য খালাস করতে এখন কত সময় লাগে? এই প্রকল্পের ফলে পণ্য খালাস করতে কত সময় লাগবে?

৮. এই প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে?

৯. এই প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে?

১০. পরিবেশের উপর এই প্রকল্পের প্রভাব কি?

১১. এই প্রকল্পের ফলে দরিদ্র মানুষের জন্য কি কি সুবিধা হবে?

১২. এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আপনারা/ বন্দর ব্যবহারকারিগণ কি দ্রুত সেবা পাবেন?

১৩. বন্দরের সেবার মান কি পূর্বের মত থাকবে না পরিবর্তন হবে? কোন ধরনের পরিবর্তন হবে বলে মনে করেন?

১৪. টার্মিনালে সার্বিক মান উন্নয়নে আপনাদের কোন পরামর্শ আছে কি?

১৫. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, এক, সুযোগ, ভয়/ শঙ্কা/ ঝুঁকি বিশ্লেষণ-

	অভ্যন্তরীণ	**বাহ্যিক**
ইতিবাচক	সবল দিকসমূহ:	সুযোগ:
নেতিবাচক	দুর্বল দিকসমূহ:	ভয়/ শঙ্কা/ ঝুঁকি

সংযুক্তি ৯: ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

অর্থ বছর	মূল/ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		সংস্থার চাহিদা	ডিপিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	মন্তব্য
	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

সংযুক্তি ১০: কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তব অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

ক্রম	কাজের নাম এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য		মন্তব্য
		সম্পাদিত কাজের পরিমান/ তথ্য	অবশিষ্ট কাজের পরিমান এবং সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ	

সংযুক্তি ১১: বছর ভিত্তিক আর্থিক সংস্থান, ভৌত অগ্রগতি, প্রকৃত বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

প্যাকেজ নং- (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান		অগ্রগতি				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	আর্থিক	ভৌত %	আর্থিক			ভৌত	আর্থিক		ভৌত
			বরাদ্ধ	ব্যয় (টাকা) %	সমর্পণ (টাকা) %	অর্জিত %	বরাদ্ধ	ব্যয় (%)	ভৌত %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

সংযুক্তি ১২: ভৌত/ সরবরাহ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্যাকেজ নং	চুক্তিপত্র নং ও তারিখ চুক্তি মূল্য	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	---------- মাস পর্যন্ত অগ্রগতি				মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব		
						অগ্রগতি	ভৌত (%)	অগ্রগতি	ভৌত (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

সংযুক্তি ১৩: ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট

প্রকল্পের নাম:

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম				দরপত্রের ধরন	দরপত্র খোলার তারিখ	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পিপিআর সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	চুক্তি অনুমোদনকারীর নাম ও ঠিকানা	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
		জাতীয়	স্থানীয়	বাংলা	ইংরেজী											

পর্যবেক্ষণের বিষয় (টিক √ দিন)	প্যাকেজ নং
e-GP সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি	
দরপত্রের জামানত ব্যাংক হতে যাচাই	
দরপত্রের জামানত ফেরৎ প্রদানের আবেদন ও ফেরৎ প্রদান	
দরপত্র বাছাইয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদন	
কাজ সমাপ্তকরণের সনদ প্রদান	

সংযুক্তি ১৪: দরপত্র পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট

ক্রম	পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রভিশন	দরপত্র প্রক্রিয়া/ চূড়ান্তকরণে প্রাপ্ত তথ্যাদি	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	সর্বজন গ্রাহ্য বহুল প্রচারিত জাতীয় সংবাদপত্রে (কমপক্ষে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী) দরপত্র প্রকাশ করতে হবে।		
২.	দরপত্র প্রকাশের তারিখ হতে কমপক্ষে ১৪/২১/২৮/ ৪২ (ক্ষেত্র বিশেষ) দিন সময় রেখে দরপত্র গ্রহণের তারখি নির্ধারণ করতে হবে।		
৩.	দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১ (এক) জন সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী হতে ২(দুই) জন সদস্যসহ কমিটি গঠন করতে হবে।		
৪.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৫-৭ সদস্য বিশিষ্ট হতে হবে।		
৫.	মূল্যায়ন কমিটিতে ২(দুই) জন বহি: সদস্যসহ কমপক্ষে ৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে হবে।		
৬.	দরপত্র বিষয়ে কোন অভিযোগ ছিল কিনা থাকলে নিরসনের তথ্যাদি।		
৭.	দরপত্র খোলার দিনে হতে দরপত্র ও প্রস্থাবের বৈধতার মেয়াদ ৬০-১০০ দিন হতে হবে।		
৮.	এক কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।		
৯.	প্রাক্কলিত মূল্যের পরিমাণ কত?		
১০.	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ দরপত্র গ্রহণের অনুমোদন প্রাপ্তির ৭(সাত) কর্ম		
১১.	এক কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রকাশ করতে হবে।		
১২.	কৃতকার্য দরদাতা কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন নোটিশ গ্রহণের লিখিত সম্মতিপত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে প্রদান করতে হবে।		
১৩.	কৃতকার্য দরদাতা কৃতকার্য সম্পাদন জামানত চুক্তি সম্পাদন নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে।		
১৪.	কৃতকার্য দরদাতা কর্তৃক চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারীর তারিখ হতে ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।		
১৫.	এক কোটি টাকা এবং তদুর্ধ্ব মূল্যের পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।		
১৬.	প্রতিটি সনদ ইস্যুর তারিখ হতে ২৮ (আঠাশ) দিনের মধ্যে ঠিকাদারকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।		
১৭.	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এবং কমপক্ষে ১ (এক) মাসের জন্য চুক্তি সম্পাদন নোটিশ সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে করতে হবে।		

সংযুক্তি ১৫: অবকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বিবরণ	আরসিসি/ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী)						আরসিসি/ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (বাস্তব পরিমাণ)						মন্তব্য
		আই. এস. জি	সাব-বেইজ	বেইজ টাইপ-২	বেইজ টাইপ-১	বাইন্ডার কোর্স	ওয়ারিং কোর্স	আই. এস. জি	সাব-বেইজ	বেইজ টাইপ-২	বেইজ টাইপ-১	বাইন্ডার কোর্স	ওয়ারিং কোর্স	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

সংযুক্তি ১৬: ক্রয়কৃত মালামাল পর্যবেক্ষণের চেকলিস্ট

১. ক্রয়কৃত কম্পিউটার ও এক্সেসরিজের নির্ধারিত পরিমাণ এবং গুণগত মান

কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	**সংখ্যা/ পরিমাণ**	**মডেল**	**সরবরাহের তারিখ**	**ওয়ারেন্টি পিরিয়ড** (তারিখ/ মাস/ সাল)	**ব্যবহারের স্থান**	**বর্তমান অবস্থা**	**রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া**	**গুণগত মান**
ডেস্কটপ								
ল্যাপটপ								
প্রিন্টার								
মোট								

সংযুক্তি ১৭: অডিট আপত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	অডিট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান	সময়কাল	অডিটকৃত অর্থের পরিমাণ	অডিট আপত্তি (যদি থাকে)			মন্তব্য
				আপত্তির বর্ণনা	অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তি হয়েছে কি না?	
১.							
২.							
৩.							
৪.							
৫.							
৬.							

সংযুক্তি ১৮: পিএসসি, পিআইসি ও এডিপি সভা সংক্রান্ত তথ্য

সভার নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী সভার সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধানের বাস্তবায়ন/ প্রতিফলন
পিএসসি				
পিআইসি				
এডিপি				

সংযুক্তি ১৯: ভৌত কাজের গুনগত মান পরীক্ষা

Sl. No.	Item Description	Name of Test	No. of Test	Reference Value	Result	Comment
1.	Soil Sample of Subgrade, shoulder, Embankment	Atterburg Limit	2			
		MDD	2			
		CBR	1			
		FDD				
		Compaction				
		Shrinkage	2			
2.	Sand, Brick chips, Stone chips	FM	5			
		Gradation	5			
		Specific Gravity	2			
		LAA	2			
		ACV, 10% fines value	2			
		Soundness	1			
		Water absorption	2			
3.	MS Rod	Tensile Strength	2			
		Bend and Rebend Test	2			
4.	Cement	Compressive Test 3, 7 & 28 days	2			

Sl. No.	Item Description	Name of Test	No. of Test	Reference Value	Result	Comment
		Fineness	2			
		Setting Time	2			
5.	Geotextile	Permeability	1			
		CBR puncture	1			
		Grab strength (Tensile) & Elongation	1			
		Unit weight	1			
		Thickness	1			
6.	RCC Core Cutting Sample (Structure, CC block)	Compressive strength, Unit weight	1 visit and 1 test			

সংযুক্তি ২০: প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন (জাহাজ বার্থিং এবং কন্টেইনার হ্যান্ডলিং)

প্রকল্পের সুবিধা	বছর	সময়/ সংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)
জাহাজ বার্থিং	২০৩০		(প্রাক্কলিত)
	২০২৫		(প্রাক্কলিত)
	২০২২		
	২০২১		
	২০২০		
	২০১৯		
	২০১৮		
	২০১৭		

প্রকল্পের সুবিধা	বছর	প্রকৃত ধারণ ক্ষমতা	কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা	বৃদ্ধির হার (%)
কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং	২০৩০			(প্রাক্কলিত)
	২০২৫			(প্রাক্কলিত)
	২০২২			
	২০২১			
	২০২০			
	২০১৯			
	২০১৮			
	২০১৭			

অধুনা বাংলাদেশ লিমিটেড
ADHUNA BANGLADESH LIMITED
PROBLEM >>> PEOPLE >>> PROSPECT